



সমসাময়িক ভারত

প্রথম কল্প—প্রাচীন-ভারত

প্রথম খণ্ড

বিলাতের এজেন্ট—

বি, এইচ, ব্লাকওয়েল—৫০, ৫১ ব্রডস্ট্রীট, অক্সফোর্ড ।

কলিকাতার এজেন্ট—

হিন্টন এণ্ড কোং...১০৯ কলেজ স্ট্রীট ।



দাস গুপ্ত এণ্ড কোং—৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রারী—২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

ভট্টাচার্য্য কোম্পানী—৬৫ নং কলেজ স্ট্রীট

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হোম—২২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

মনমোহন লাইব্রারী—কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

অতুল লাইব্রারী—কলিকাতা

আনুতোষ লাইব্রারী—ঢাকা ও কলিকাতা

প্রভৃতি সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্য ।



কলিকাতা

১০ নং আমাচরণ দেব স্ট্রীট

মহেশ প্রেসে

শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ।

.



প্রাচীন-ভারত

(প্রথম খণ্ড)

(শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়
লিখিত ভূমিকা সহ)

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার

প্রকাশক

শ্রীনলিনাক্ষ রায়

মেসার্স সমাদ্দার ব্রাদার্স

মোরাদপুর, পাটনা

১৩২০

মূল্য ১।।০ টাকা

শ্রীযুক্ত

রায় যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি বাহাদুর

প্রণীত

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| (১) ব্রহ্মসূত্র ১ম খণ্ড ১।০ | (২) ঋগ্ভাষ্যোপোদঘাত প্রকরণম্ ॥০ |
| (৩) শান্তিল্যাসূত্র ১\ | (৪) উপবাস /০ |
| (৫) পল্লী স্বাস্থ্য ১০ | (৬) গীতা সপ্তক ॥০ |
| (৭) আমিষের প্রসার ১ম খণ্ড ॥০ | |
| (৮) ২য় খণ্ড ॥০ | |

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদার

প্রণীত

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (১) অর্থনীতি ১\ | (২) অর্থশাস্ত্র ১।০ |
| (৩) প্রাচীন-ভারত (১ম খণ্ড) ১॥০ | (৪) প্রাচীন-ভারত (২য় খণ্ড) ১॥০ |
| (৫) ইংরাজের-কথা (সচিত্র) ১ম খণ্ড ১॥০ | |

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সমাদার

প্রণীত

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (১) মণিমালা (নাটক) ॥০/০ | (২) শিখের কথা (নাটক) ৮০ |
| (৩) অভিশাপ (নাটক) ১॥০ | |

কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্য ।

যিনি

পাশ্চাত্য সৰ্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও

সৰ্বদা মাতৃভাষায় অৰ্চনা-নিরত,

যে মহাত্মা

এই ক্ষুদ্র লেখকের সাহিত্য-চৰ্চ্চার

সৰ্ব্বপ্রকারে উৎসাহ-দাতা

সেই

অশেষ গুণ-ভাজন, পূজাপাদ,

মাননীয়

শ্রীযুক্ত স্মার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী, শাস্ত্র-বাচস্পতি,

সি.আই.ই., এম.এ., ডি.এল., এফ.আর্.এস.ই.,

মহোদয়কে

“সমসাময়িক ভারতে”র প্রথম কল্প “প্রাচীন-ভারতে”র

প্রথম খণ্ড

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

পাটলিপুত্র

১৩২০

নিবেদন

“সমসাময়িক-ভারতের” প্রথম কল্প “প্রাচীন-ভারতের” প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইল।

পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা, সুপণ্ডিত ম্যাক্রিগল সাহেব, গ্রীস ও রোমদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বা স্ব স্ব গ্রন্থে প্রাচীন-ভারত বিষয়ক যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ সকল সংগ্রহ ও ইংরাজী-ভাষায় অনুবাদ এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া ভারতবাসী এবং বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল দেশবাসীরই প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। ভারতবাসীর উপকার করিয়াছেন, কারণ, আমরা প্রাচীন ভারতের একটা সুন্দর চিত্র, যাহা আমাদের অন্তর্জ্ঞ পাইবার সম্ভাবনা নাই, বা যাহা গ্রীক ও ল্যাটিন শিক্ষা না করিলে অবগত হইতে পারি না, তাহা এই গ্রন্থগুলিতে দেখিতে পাই। আমরা এবং অপর দেশীয় সকলেই জানিতে পারি যে, প্রাচীন-ভারত যোর তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল না। এই সকল বৃত্তান্ত যে সকল চিত্র প্রতিভাত করে, অতীতের সেই মোহন চিত্র দেখিতে কাহার প্রাণে না অভূতপূর্ব আনন্দরাশি উদ্ভূত হয়? আবার যে কোন বৈদেশিকই ইউন না কেন, প্রাচীন ভারতের এই সকল সমুজ্জল চিত্র, ভারতের স্বর্ণযুগের কাহিনী পাঠ করিলে, তিনি আর ভারতকে অসভ্য বর্ষরের দেশ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন না।

অধ্যাপক ম্যাক্রিগল, গ্রীস ও রোমদেশীয় পুস্তকাদি হইতে এই

সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। মেগস্থেনিস (১) নামক প্রথিতনামা পাশ্চাত্য-প্রদেশীয় দূত, তৎকালীন রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ-দরবারে থাকিয়া, ভারতবর্ষের যে আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছিলেন, সেই আলেখ্য এবং আরিয়ান নামক অতীতম-গ্রন্থকার যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রথম খণ্ডে স্থান দিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে, তিনি “ইরিথ্রিয়ান সাগরের” (২) বাণিজ্যিক-বিবরণ এবং উল্লিখিত আরিয়ানের শেবাংশ গ্রন্থিত করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে, ম্যাক্রিওল টিসিয়াস (৩) বর্ণিত ভারতবর্ষের প্রাচীন

(১) সিরিয়া-রাজ সেলুকাস কর্তৃক প্রেরিত দূত। ইনি অনেকদিন মগধ-রাজ চন্দ্রগুপ্তের দরবারে বাস করিয়া অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ পূর্বক (“Indica”) ইণ্ডিকা নামে এক মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মেগস্থেনিসের বর্ণনা-পাঠে তৎকালীন ভারতের সুল্লর চিত্র পাওয়া যায়। ‘নিবেদনে’ অনেক স্থলে, মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা শীঘ্রই মেগস্থেনিসের “ইণ্ডিকা”র বঙ্গানুবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

(২) যখন মিসরদেশ রোমকগণের অধিকার-ভুক্ত ছিল, তখন ভারতবর্ষের সহিত মিসরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ আফ্রিকার উপকূল হইতে পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রের যতখানি জ্ঞাত ছিলেন, উহাকে “Erythraean Sea” বা ইরিথ্রিয়ান সাগর নামে অভিহিত করিতেন। সম্ভবতঃ, প্রাচীন গ্রীকেরা লোহিতসাগরস্থ প্রাণালীগুলিকে Erythra (ইরিথ্রা) নামে অভিহিত করিতেন বলিয়াই, সমুদ্রকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। পারস্তোপ-সাগরকেও এই ইরিথ্রিয়ান সাগরের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। “Periplus of the Erythraean Sea” বা “ইরিথ্রিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ” নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকে মিসর ও পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যের সঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

(৩) লিডিয়াবাসী টিসিয়াসই সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না; অংশ বিশেষ মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

বৃত্তান্ত, চতুর্থ খণ্ডে টলেমি (৪) নামক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক কর্তৃক বিবৃত বর্ণনা, পঞ্চম খণ্ডে আরিয়ান (৫), কাটিয়াস্ (৬), দায়দরস সিকুলাস (৭), প্লুটার্ক (৮) এবং যাস্টিনাস্, মহাবীর আলেকজান্দারের (৯) ভারত-আক্রমণ সম্বন্ধে, যে বিবরণ লিপিবদ্ধ

(৪) সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিৎ। ইনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। টলেমির “ভূগোল” নামক পুস্তক অতি মূল্যবান।

(৫) আরিয়ান নামক গ্রীসদেশবাসী ঐতিহাসিক, আলেকজান্দারের অভিযান সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনিও খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৬) কাটিয়াস আলেকজান্দারের জীবনী লিখিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। অনেকের মতে ইনি প্রথম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কাটিয়াসের পুস্তক দশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে প্রথম দুই খণ্ডের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অল্প আট খণ্ডের অংশ বিশেষ মাত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ থাকিলেও লেখকের বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী।

(৭) ইহার বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৮) প্লুটার্ক গ্রীসের অন্তর্গত বীয়োসিয়া প্রদেশে বাস করিতেন। প্লুটার্ক লিখিত “জীবনী” অমূল্য পুস্তক। যাস্টিনাস রোমদেশীয় ঐতিহাসিক।

(৯) মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দারের অভিযানের বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। আলেকজান্দারের অভিযানের ফলে ভারতবর্ষ যে পাশ্চাত্যদেশ সমূহের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহা বিবেচনা করিলে সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজ সত্যই বলিয়াছেন—“Such exploits once deemed the only avenues of fame, are now judged more easily. Still it is impossible to deny that conquerors were often in early times pioneers of civilization, commerce following peacefully along this bloody tract and compensating for their devastation by the blessings which it diffused. Such was certainly the result of the Indian Expedition

করিয়াছেন এবং ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ডে গ্রীস ও রোমদেশীয় অস্ত্রাশ্রয় গ্রন্থে, প্রাচীন-ভারত সম্বন্ধীয় যে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বঙ্গীয় পাঠকবর্গের সম্মুখে সর্ব-প্রথমে ম্যাক্রিঙলের ষষ্ঠ খণ্ডের বর্ণিত আখ্যানগুলি উপস্থিত করিতেছি।

ষষ্ঠ খণ্ডের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম,—হেরোডটস (১০) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীসদেশীয় ঐতিহাসিক, (যাহাকে “Father of History” বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হয়) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোন কোন বৃত্তান্ত, তাঁহার ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তান্ত, এই ষষ্ঠ খণ্ডে প্রথম স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ,—ষ্ট্রাবো নামক ভৌগোলিক, তাঁহার ভূগোলের পঞ্চদশ খণ্ডে ভারতবর্ষের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ইহাও, এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ,—প্লিনি নামক প্রখ্যাতনামা দার্শনিক, তাঁহার ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিবরণ দিয়াছেন;

of Alexander; and therefore, while reprobating the motives in which it originated, we cannot but rejoice that it was so overruled by Providence as to be productive of most important valuable results.” অর্থাৎ আলেকজান্ডারের অভিযানের জন্ত যে বাণিজ্য-বিস্তৃতি ও অস্ত্রাশ্রয় মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

(১০) হেরোডটাসের গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকে প্রথম স্থান পাইয়াছে। ষ্ট্রাবো, ইলিয়ান প্রকৃতির বিবরণ ও এই সকল গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনীও গ্রন্থমধ্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এই স্থানে আর পৃথক বিবরণ সন্নিবেশিত করিলাম না।

অধ্যাপক ম্যাক্রিওল ইহাও সংগ্রহ করিয়া, এই গ্রন্থের অন্তর্ভূত করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ,—ইলিয়ান নামক গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পশ্বাদির কথা স্বরচিত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহাও এই ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ,—রোমক-সম্রাট্ কনষ্টান্টাইনকে (১১), একজন অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থকার “আলেকজান্দারের পর্য্যটন-কাহিনী” নামক এক সুলিখিত গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই কাহিনীও ম্যাক্রিওলের গ্রন্থ-ভুক্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ,—কসমস নামক এক গ্রন্থকার, তাঁহার গ্রন্থে তাপ্রোবেণ বা লঙ্কাদ্বীপের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাও সংগৃহীত হইয়াছে।

সপ্তমতঃ,—অনেকগুলি গ্রন্থে, ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের অন্নবিস্তার বর্ণনা আছে। বার্দেসানেস নামক এক গ্রন্থকার ভারতীয় দার্শনিকগণের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। অগ্রত্ৰ, তিনিই ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের বর্ণনা করিয়াছেন। পলোবিস্ নামক অগ্রতম গ্রন্থকার ভারতীয় জাতি সকলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের বৃত্তান্ত স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, আরও অনেক গ্রন্থকার, অনেক স্থলে ভারতীয় আখ্যানাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ খণ্ডে, এই সকল বৃত্তান্তই অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

অষ্টমতঃ,—লেমনস নগরবাসী ফিলোসট্রেটস নামক গ্রন্থকার আপলো-নিয়াসের এক জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন ; এ পুস্তকেও ভারতবর্ষের উল্লেখ থাকাতে, ইহা ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

নবমতঃ,—নোনস নামক জনৈক গ্রন্থকার, তাঁহার পুস্তকে ব্যাকাস্-

(১১) কনষ্টান্টাইন দি গ্রেট নামক সুবিখ্যাত রোমক-সম্রাটের পুত্র, দ্বিতীয় কনষ্টান্টাইন।

কর্তৃক ভারত-বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। নোনসের গ্রন্থের এই অংশও সংগৃহীত করা হইয়াছে।

দশমতঃ,—দায়দরস সিকুলাস পৃথিবীর যে ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ‘সতী’র বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাও এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

একাদশতঃ,—উপর্যুক্ত অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ ব্যতীত অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক ভাবে ভারতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও সংগ্রহ করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে।

অধ্যাপক ম্যাক্রিগল এই ষষ্ঠ খণ্ডের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সকল বর্ণনার আবশ্যকতা ও মূল্য প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, মুসলমান আক্রমণের পূর্বে ভারতবর্ষের অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ভারতবাসীরা নিজেরা ইতিহাস লিখিতেন না। যদিও তাঁহারা দর্শন, কাব্য এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক ভূরি ভূরি মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তত্রাপি ঐতিহাসিক কোন পুস্তকই তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই পণ্ডিত ও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরম পিতার ধ্যানে এবং এই সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিকভাবে এক্ষণ লিপ্ত থাকিতেন যে, অন্যান্য কোন বিষয়েই আবদ্ধ থাকিতেন না। এইজন্য তাঁহারা অত্যাবশ্যক ঘটনাগুলিও লিপিবদ্ধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ম্যাক্রিগল আলেকজান্ডারের অভিযানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন সংস্কৃত-গ্রন্থেই ইহার বিবরণ বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সকল গ্রীক-ব্যাকট্রিয়ান (১২) নরপতি

আফগানিস্থান বা উত্তর-ভারতের প্রান্তদেশে রাজত্ব করিতেন, সংস্কৃত-
গ্রন্থে তাঁহাদেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কি প্রকারে বৌদ্ধধর্ম
বিলুপ্ত করিয়া, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারও কোন বিশেষ
নিদর্শন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই
উপলব্ধি হয় যে, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস গভীর তমসচ্ছন্ন ছিল এবং
গ্রীস ও রোম দেশীয় ইতিহাস ও পুস্তকাদিতে যে সকল বর্ণনা পাওয়া
যায়, তাহা বস্তুতঃই অতীব মূল্যবান। ম্যাক্রিডুল বলেন যে, এই সকল
গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারের বর্ণনা না থাকিলে তৎকালীন ভারতীয়
ইতিহাসের কোন উপাদানই পাওয়া যাইত না। অধিকন্তু, এই সকল
উপাদান সংগ্রহ ও বিজ্ঞাস করিয়াই প্রাচীন ভারতের একটা ইতিহাস
পাওয়া যাইতে পারে।

ম্যাক্রিডুল যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, উহাকে সাধারণ
ভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম,—যে সকল লেখক
খৃষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্বে নিজ নিজ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া
ছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ,—যাহারা উহার পরে প্রণয়ন করিয়াছিলেন।
আমরা প্রথমতঃ, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকারদিগের বিষয় আলোচনা করিব।

এই প্রথম শ্রেণীস্থ গ্রন্থকারদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে
পারে। প্রথম যাহারা আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্বে স্ব স্ব

উঠে; ইহার ফলে ইহার বাকট্রিয়া ও পার্থিয়ার রাজগণের অধীনস্থ হয়।
“The regions of the North-West frontier, when no longer
protected by the arm of a strong paramount native power
in the interior afforded a tempting field to the ambition of
the Hellenistic princes of Bactria and Parthia.” (Vincent
Smith: Early History of India: Second Edition. p 206).

গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়, যাহারা অভিযানের পরবর্ত্তী কালে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। শেষোক্ত লেখকগণ উক্ত অভিযানের ফলে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত-সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রথম বিভাগে নিম্ন লিখিত গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থাদির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথম—কারিয়ান্দা নিবাসী স্কাইলাস্ক (১৩) লিখিত বৃত্তান্ত। স্কাইলাস্ক কাসপেটিরস হইতে সিঙ্কুনদ দিয়া সমুদ্রে পৌঁছিবার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পারশুরাজ দারিয়াসের আদেশানুযায়ী এই সমুদ্র-যাত্রা সংঘটিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়—মিলেটাস নগরবাসী হেকটিয়াস (১৪) লিখিত “ভূগোলে” ভারতীয় অনেক স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃতীয়—হেরোডটাসের ইতিহাস।

চতুর্থ—খৃষ্টীয় চতুর্থ পূর্ব শতাব্দীতে টিসিয়াস নামক এক গ্রন্থকার “ইণ্ডিকা” নামক পুস্তকে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেকগুলি অত্যদৃত্ত কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন।

টিসিয়াসের বর্ণনা প্রকাশিত হইবার প্রায় ৭০ বৎসর পরে আলেক-জান্দারের অভিযান-ব্যাপার নিক্ষেপিত হয় এবং অভিযানান্তর্গত গ্রীসীয়গণ এই সকল নরপতিগণমধ্যে ইউথিডিসম এবং তৎপুত্র ডেমেট্রিয়াস সমধিক উল্লেখযোগ্য। ডেমেট্রিয়াস কাবুল, পাজাব এবং সিঙ্কু-জয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং “ভারতীয় রাজা” (King of the Indians) নামে আখ্যাত হইতেন।

(১৩) স্কাইলাস্ক, এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত কারিয়ান্দা নগরে বাস করিতেন। ইনি পারশুরাজ দারিয়াস দ্বিষ্টাম্পিসের আদেশে নৌপথে সিঙ্কুনদ দিয়া, ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(১৪) হেকটিয়াস মিলেটাস নগরবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চম পূর্ব শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থগুলি বিনষ্ট হইয়াছে।

টিসিয়াসের বর্ণনা কতদূর সত্য তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইয়াছিলেন। মহাবীর মাসিদনাধিপতির অভিযান অনেক গ্রন্থকারের মতে কেবল “সামরিক” অভিযান মাত্র নহে ; এই অভিযানের ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ঘটয়াছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই (১৫)। স্বয়ং আলেকজান্দার প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিস্টটলের শিষ্য ছিলেন এবং আলেকজান্দারের কর্মচারীদিগের মধ্যেও অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিযান-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ কেহ সৈন্যবাহিনী যে সকল দেশ দিয়া গমনাগমন করিয়াছিল, ঐ সকল দেশের আচার ব্যবহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে টলেমী, আরিস্টবুলস, আলেকজান্দারের নাবধ্যক্ষ নিয়ার্কাস, রণতরী-পরিচালক অনিসিক্রিটস, মাসিদনাধিপতির সেক্রেটারী ইউমিনিস এবং কারেস, কালিসথিনিস, ক্লিটার্কাস, পলিক্রিটাস, আনাস্থিমিনিস, ভিওনিটাস, বিটন এবং কিসিলাস (১৬) প্রভৃতি কর্মচারীবৃন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল লেখকগণের বৃত্তান্ত হইতে, তৎকালীন ভারতের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

(১৫) এ বিষয় আমরা পূর্বে ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেবের মতোদ্ধৃত করিয়াছি।

(১৬) আরিস্টবুলস আলেকজান্দারের অভিযানে সহযাত্রী হইয়াছিলেন। ইনি মাসিদনাধিপতির জীবনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নিয়ার্কাস আলেকজান্দারের নাবধ্যক্ষ ছিলেন। অনিসিক্রিটস গ্রীকদেশীয় ইজিনা নিবাসী। অনিসিক্রিটস আলেকজান্দার কর্তৃক দার্শনিকগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইনিও আলেকজান্দারের একখানি জীবনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইউমিনিস আলেকজান্দারের সেক্রেটারী ছিলেন। অসংখ্য ব্যক্তিগণ আলেকজান্দারের কর্মচারীরূপে ভারত-অভিযান ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইহাদের পরে, মেগস্থেনিস, ডিমাকস্ (১৭) এবং ডাইওনিসিয়াস সিরিয়া ও মিসর হইতে দূত স্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন (১৮)। ইহারাও ভারতবর্ষের অনেক বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। সুবিধার মধ্যে এই সকল বৃত্তান্তগুলি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য; কারণ, ইহারা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, বা স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই স্ব স্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহারাই সর্বপ্রথমে ভারতের সঠিক বৃত্তান্ত অস্ত্রান্ত্র জাতির নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আলেকজান্দারের কর্মচারিগণ ভারতের সীমান্ত প্রদেশ মাত্রই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী গ্রীকদূতগণ তৎকালীন উত্তর ভারতের রাজধানী পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত ভ্রমণ করায়, প্রথমোক্ত লেখকগণ অপেক্ষা যে অধিক বৃত্তান্ত সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন হেতু দেখা যায় না। মেগস্থেনিসের বর্ণনা হইতেই বর্তমান পাটনা বা তৎকালীন পাটলিপুত্রের (গ্রীক বর্ণিত পালিবোথ্রা) বর্ণনা পাওয়া যায় এবং তাহারই বর্ণনানুযায়ী পাটলিপুত্র যে বর্তমান পাটনা, তাহারও নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে। মেগস্থেনিস পাটলিপুত্রেই চন্দ্রগুপ্তের (গ্রীক “সান্দ্রাকোটাস”) দরবারে বাস করিতেন এবং

(১৭) ডিমাকস্—মেগস্থেনিসের স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পরে ডিমাকস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজ-দরবারে দূতরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনিও মেগস্থেনিসের পন্থানুসারে ভারতীয় রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই বর্ণনার স্বল্পাংশই আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

(১৮) মিসরাধিপতি টলেমি ফিলাডেলফস ইহাকে দূত-স্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইনিও ভারতবর্ষের এক বর্ণনা প্রণয়ন করেন। ইহার সময় বিম্বসার কি অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার নির্দেশ পাওয়া যায় না। “It is uncertain whether Dionysius presented his credentials

সেলুকাস-হুহিতা চন্দ্রগুপ্ত-মহিষীর সহিত সাক্ষাতকালে অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থান কালীন, তিনি যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন তাহাই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “ইণ্ডিকা” (১৯) নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়া, তৎকালীন ভারতের, ভারতীয় স্বর্ণযুগের এক পরিস্ফুট চিত্র রাখিয়া গিয়াছে।

মেগস্থেনিসের ইণ্ডিকা হইতে, পরবর্তী অনেক লেখক ভারতবর্ষের কথা সঙ্কলন করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মেগস্থেনিসের সমসাময়িক কালে, এমন কি পরবর্তী কালেও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বৃত্তান্ত কেহই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। ষ্ট্রাবো তাঁহাকে অনেকবার ‘মিথ্যাবাদী’ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ষ্ট্রাবোও মেগস্থেনিসের গ্রন্থ হইতে, নিজ গ্রন্থে ভারতীয়-চিত্র উদ্ধৃত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ষ্ট্রাবোর অবিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, মেগস্থেনিস তাঁহার ইণ্ডিকা গ্রন্থে অনেকগুলি অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু, এই সকল অদ্ভুত বৃত্তান্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। সুতরাং পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাইতেছে যে, মেগস্থেনিস, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাসকালীন লোকপরম্পরায় এই সকল মনুষ্যের কথা অবগত হইয়াই উহাদের বর্ণনা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, বর্তমানে সকলেই মেগস্থেনিসের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

to Bindusara or to his successor, Asoka." (Vincent Smith : Early History of India, Second Edition p 109).

(১৯) মেগস্থেনিস প্রণীত ‘ইণ্ডিকা’ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইণ্ডিকায় চিত্রিত বর্ণনার সহিত চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। (১) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ডিমাকস নামক অন্ততম গ্রীসীয় দূতও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে, ডিমাকসের পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং ভারতবর্ষের আয়তন সম্বন্ধে (২০) তিনি অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছিলেন। টলেমি ফিলাডেলফিয়াস্ কর্তৃক প্রেরিত দূত, ডাইওনিসিয়াস্ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না।

মেগাস্থেনিসের গ্রন্থ-রচনার কিছুকাল পরে, পাট্রোক্লিস নামক অন্ততম গ্রন্থকার ভারতবর্ষ, কাম্পিয়ানসাগর প্রভৃতি প্রদেশ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পাট্রোক্লিস প্রথমতঃ সেলুকস নিকেটর (২১) এবং পরে, প্রথম আন্টিয়োকসের কন্মচারীরূপে কাম্পিয়ানসাগরস্থ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো পাট্রোক্লিসের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে অনেক বিবরণ সংকলন করিয়াছিলেন। তৎকালে পাট্রোক্লিসের বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ষ্ট্রাবো ও আলেকজান্দ্রিয়াস্থ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ইরাটস্‌থিনিস্, পাট্রোক্লিস লিখিত পুস্তকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ইরাটস্‌থিনিস্ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার ভূগোলে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইরাটস্‌থিনিস্ ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রান্তসীমায় অবস্থিত এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

পলিবিয়াস্ নামক অন্ততম গ্রন্থকার পূর্ব্বখৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্ব্যভাগে (১৪৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে) যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে

(২০) ষ্ট্রাবোর বর্ণনা দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থে যথাস্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

(২১) আলেকজান্দ্রের অন্ততম সেনাপতি। আলেকজান্দ্রাবের যুদ্ধের পরে ইনি সিরিয়া দেশে এক স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইনিও চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। (১) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

খুব সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতবিষয়ক মূল্যবান বৃত্তান্ত ছিল। কিন্তু, দুঃখের বিষয় পলিবিয়াসের গ্রন্থের কোন চিহ্ন মাত্র নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। এই অমূল্য পুস্তকের সামান্য কয়েক পংক্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

ইফিসাস নগরবাসী আর্টিমিডোরাস্ ১০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে তাঁহার “ভূগোলে” ভারতবর্ষের কিছু কিছু বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, ইহাতে বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।

ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, মেগস্থেনিসের পরে আমরা প্রাচীন ভারতসম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত পাই, তাহা বিশেষ মূল্যবান নহে এবং তাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষারও তৃপ্তি হয় না।

অতঃপর, আমরা খৃষ্টের মৃত্যুর পরে যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থমধ্যে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বিবরণাদি পাই, সেই সকল আলোচনা করিব।

দুঃখের বিষয় এই সকল গ্রন্থকারই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, সে সকল ইহারা বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে ভারতবর্ষকে কেহই চক্ষে দেখেন নাই। তবে, যতদূর বোধগম্য হয়, তাহাতে পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার এবং কসমসের লেখক সম্ভবতঃ লঙ্কা এবং মালবার প্রদেশের উপকূলে আসিয়াছিলেন। এই উভয় গ্রন্থকারই নিজ নিজ গ্রন্থে অনেক আবশ্যিক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে আমাদের প্রভূত উপকার হইয়াছে।

পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার কে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং তিনি কোন্ সময়ে নিজ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সে যাহা হউক, তাঁহার গ্রন্থ যে মূল্যবান, সে সম্বন্ধে কোন

মতভেদ নাই। পেরিপ্লাস ব্যতীত, প্লিনি, ভৌগোলিক টলেমি এবং আরও ২১ জনের লিখিত পুস্তকে ভারতবর্ষের কথা দেখিতে পাই। পেরিপ্লাস ও টলেমি পাঠে ভারতীয় ভূগোল ও বাণিজ্যের অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। টলেমি লঙ্কা দ্বীপের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ছিলেন; তবে, তিনি ভারতবর্ষের যে মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে যথেষ্ট ভ্রম প্রমাদ আছে। টলেমির ভূগোল ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থে ভারতীয় ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পম্পোনিয়াস মেলা, সলিনাস, ডাইওনিসিয়াস এবং মার্কিয়ানাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ ৪২ খৃষ্টাব্দে মেলা তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী নহে। সলিনাস ২৩০ খৃষ্টাব্দে নিজ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন; তিনি প্লিনি লিখিত বৃত্তান্তের উপরই নির্ভর করিয়াছেন, এবং অনেক সময় প্লিনির ভাষা পর্যান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ডাইওনিসিয়াস পণ্ডে নিজগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত ক্লাসিক গ্রন্থে অনেক স্থলে প্রাচীন ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ খণ্ডে যে সকল বর্ণনা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত রোমের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং ভারতবর্ষ হইতে রোম ও কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরিত দৌত্যবাহিনী সকলের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ম্যাক্রিগল এই সকল মূল্যবান বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া, আমাদের যে প্রভূত উপকার সাধিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র ও সন্দেহ নাই।

আমরা অধ্যাপক ম্যাক্রিগলের গ্রন্থাবলী, চৈনিক পরিব্রাজকগণের

ভ্রমণ বৃত্তান্ত, মুসলমান ঐতিহাসিক সমূহের বর্ণনা ও ইউরোপীয়ান পর্য্যটক
বৃন্দের আলেখ্যাদি অবলম্বনে সমসাময়িক ভারত নামে যে এক
গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছি, তাহার প্রথম কল্প “প্রাচীন-ভারতে”
গ্রীক ও রোমকদিগের, দ্বিতীয় কল্প “চৈনিক-পরিব্রাজকে”
ফাহিয়ান, হিউয়েন সিয়াং প্রভৃতির তৃতীয় কল্প “মুসলমান
ঐতিহাসিকে” মুসলমান ঐতিহাসিকগণের ও চতুর্থ “ইউরোপীয়ান
পর্য্যটক” কল্পে, ঐ দেশীয় ভ্রমণকারিগণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিব।

সমগ্র গ্রন্থাবলী স্কুড্র বৃহৎ পঞ্চবিংশ খণ্ডে বিভক্ত হইবে। মাননীয়
শ্রীযুক্ত শ্রার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি, বর্দ্ধমানের
মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি বাহাদুর,
সুসঙ্গাধিপতি, মাননীয় মৈমনসিংহের নবাব বাহাদুর, শ্রার গুরুদাস
বানার্জি, শ্রার তারকনাথ পালিত, মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মিঃ
ভিনসেন্ট স্মিথ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, রায় যত্ননাথ মজুমদার বাহাদুর,
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন রায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র
নাথ বিদ্যাবূষণ প্রভৃতি মহোদয়গণ আমার এই কার্য্যে উৎসাহ দিয়া
আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাহিত্য-
রথিগণ আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রতি খণ্ডের স্বতন্ত্র ভূমিকা লিখিতে
প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার
মহাশয় আমাকে নানারূপ উপদেশাদি দিয়া বিশেষ ভাবে সাহায্য
করিতেছেন। আমি ইহাদের সকলের নিকটেই ঋণী এবং কি প্রকারে
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইব বলিতে পারি না।

পরম পূজনীয় মাননীয় শ্রার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বরস্বতী শাস্ত্র-

বাচস্পতি মহোদয় এই খণ্ড তাঁহার মহিমাঘনিত নামের সহিত সংযোজিত করিতে দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বহু-ভাষাবিদ পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে অনুগ্রহীত করিয়াছেন। তজ্জন্ত তাঁহাকেও ধন্যবাদ দিতেছি।

আমার শক্তি সামান্য, আশা অনন্ত। কিন্তু ভরসা আছে, বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইব না।

পাটলিপুত্র
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

}

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমদার

ভূমিকা

(শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত)

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অবগত হইবার যে সমস্ত উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে বৈদেশিকগণের লিখিত মন্তব্য বা বিবরণ অন্যতম। এই বৈদেশিকদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর গ্রন্থকারের সংগৃহীত বৃত্তান্ত সুপণ্ডিত ম্যাক্রিঙল সাহেব (J. W. McCrindle) ১৮৭৭ ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে একত্র সংকলন পূর্বক ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। সুপণ্ডিত প্রেমাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার মহাশয় এই অমূল্য পুস্তকগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষা-ভাষী মাঝেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কএক বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এমিল রাইখ্ (Emil Reich) তাঁহার 'প্রতীচ্য জাতিদিগের ইতিহাস' (History of the Western Nations) গ্রন্থে, রোম ও গ্রীস দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি এই গ্রন্থে ভারতের প্রাচীন গৌরব কাহিনী যে ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তিনি দেখাইয়াছেন, জ্ঞান ও সভ্যতার প্রাচীন ভারতের সহিত পুরাতন গ্রীস ও রোমের গুরুশিষ্ট্য সম্বন্ধ ছিল। রাইখের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে শ্বানবেক (Schwanbeck), ম্যাক্রিঙল (McCrindle), রবার্টসন (Robertson) প্রভৃতি মনীষিগণ গ্রীস, রোম, এসিয়ামাইনর ইত্যাদি স্থানের প্রাচীন গ্রন্থকারগণের ভারত বিবরণ অনুশীলন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের

বহিঃপ্রদেশবাসীদের মধ্যে যাহারা প্রাচীন যুগে ভারতেতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়ও নয়। ৩২০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে গ্রীক বিজয়ের পূর্বে ভারতবর্ষের ভূগোল বা ইতিহাস ইহাদের দ্বারা আরম্ভ হয় নাই, বলিলেও চলে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত ও হুমধ্যসাগর এতদ্ভূমির মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও গৌণভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত। হোমর টিন এবং অন্যান্য কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের সংস্কৃত নাম অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বাইবেলেও ভারতজাত দ্রব্যের একটা প্রকাণ্ড তালিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হোমরের কাব্যমালায় ভারতীয় পণ্যের উল্লেখ দেখিয়া বোঝা যায় যে, প্রাচীন গ্রীকগণ অতি পুরাকালে ভারতের অস্তিত্বের কথা জানিতেন; কিন্তু তাঁহাদের ভারত বিষয়ে বড় একটা যথার্থ জ্ঞান ছিল না। ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে গ্রীক ঐতিহাসিক মিলেটোসের হেকাটাইওস্‌কে গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ভারতের উল্লেখ সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা গ্রীক সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, গ্রীক কবিকুল পাশ্চাত্য জাতি সমূহকে ইতিহাস-ভূগোল অমুশীলনে অমুপ্রাণিত করিয়া ছিলেন। গ্রীক কবিগুরু হোমরের আবির্ভাবের পর প্রায় ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত কবি-কল্পনার অবিরাম স্রোত গ্রীকদিগের ইতিহাস ও ভূগোল-ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল। ৪২০—৪৮৮ পূর্ব খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখক হেরোডোটস্‌ জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাপুরুষের লেখনী-প্রসূত ঘটনাবলীর অধিকাংশই কল্পিত এবং অতিরঞ্জিত হইলেও সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিই তাহা ঐক্যে বলিয়া গ্রহণ পূর্বক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়।

হেরোডোটসের ভারত-জ্ঞান সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ, তিনি ভারত সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তবে তিনি গঙ্গার নামটি মাত্র

শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন গ্রীকগণ ভারতকে মিশরের সদৃশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; ইহার নাম দিয়াছিলেন—প্রাচ্য ইথিওপিয়া। মেগস্থেনিস যে ভারতবাসিগণকে সাতটি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন তাহার মূলে বোধ হয় হেরোডোটস্ কর্তৃক উল্লিখিত মিশর বাসীদিগের সপ্তজাতি-বিভাগ।

পারস্ত যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের ভারত বিষয়ে বড় একটা জ্ঞান ছিল না। হেরোডোটস্ ও ক্টেসিসের (Ktesias) গ্রন্থে আমরা ভারতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রাপ্ত হই। ক্টেসিস পারস্ত সম্রাট আরটাক্সেরক্জেস্ নেমনের (Artaxerxes Mnemon) চিকিৎসক ছিলেন। ইহার বিবরণে অনেক আজগুবি গল্প আছে। ইনি ইহার প্রবাস-ক্লেত্র পারস্ত হইতে ভারতের রঙ, তন্তু, বানর ও তোতাপাখী আনিয়াছিলেন। আলেকজান্ডারের পরবর্ত্তিগণ ভারতে আসিয়া ইহার বিবরণ ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। সিকুনের পূর্ব পর্য্যন্ত ভারত সম্বন্ধীয় জ্ঞান, আলেকজান্ডারের সহিত সমাগত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক-গণ সর্বপ্রথম যুরোপে প্রচার করেন। আলেকজান্ডার যে সকল প্রদেশের মধ্য দিয়া অভিযান করিয়াছিলেন সেই সমস্ত দেশ হইতে এই সকল পণ্ডিত ও মনোবীদিগকে সঙ্গে কারিয়া স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। যদিও এক্ষণে তাঁহাদের বিবরণ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহাদের বিবরণের সার মর্ম্ম ষ্ট্রাবো, আরিয়ান ও প্লিনি লিখিত বিবরণ মধ্যে পাওয়া যায়। অনতিকাল পরে মেগস্থেনিস বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থল পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে গ্রীকদূতরূপে অবস্থান করিয়া ভারতবাসীদের আচার ব্যবহার দেখিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন। কার্য্যতঃ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, গ্রীক ও রোমানদিগের ভারত-জ্ঞান ইহারই গবেষণা-প্রসূত। মেগস্থেনিসের নিজের সম্বন্ধে বড় বিশেষ কিছু বিবরণ

পাওয়া যায় না। এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, তিনি পূর্ব খৃষ্টাব্দ ৩০২—২৮৮তে প্যাটলিপুত্রে বাইবার জন্ম যাত্রা করেন। ইহার বিবরণে অনেক দেশের উল্লেখ আছে ; কিন্তু ইনি সম্ভবতঃ কাবুল ও পঞ্জাব ভিন্ন অত্র কোন দেশ স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। বোধ হয়, তিনি একবার মাত্রই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। মেগস্থেনিসের বিবরণ ক্টেসিয়সের বিবরণের ত্রায় সমান মূল্যবান। কিন্তু ইরাটথিনিস, ষ্ট্রাবো ও প্লিনি ইহাদের বিবরণের উপর আদৌ আস্থা স্থাপন করেন নাই।

মিশররাজ টলেমিদিগের সাহায্যে ইরাটসথিনিস, আলেকজান্ডার ও তাঁহার সেনাপতিদিগের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করেন। আলেকজান্দ্রিয় সমিতির গ্রন্থকারের ঐ সকল বিবরণ প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ সময়ে আলেকজান্দ্রিয় সমিতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞা বিষয়ক অনুশীলনের প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়। ইরাটসথিনিস পৃথিবীর এক মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভ্রমপূর্ণ হইলেও উহা ভূগোল-বিজ্ঞা-সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত, বিশেষতঃ ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যে অল্প ছিল তাহা ইরাটসথিনিস প্রণীত মানচিত্র দর্শনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আলেকজান্ডার দিগ্বিজয় উপলক্ষে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গা ও তাহার তীরবর্তী জন পদের কথা কর্ণে শুনিয়াছিলেন মাত্র। তাহা হইতেই কল্পনার বশীভূত হইয়া আলেকজান্দ্রিয় সমিতির সদস্যেরা ভারতের এক কিস্তুতকিমাকার মানচিত্র আঁকিয়া ফেলিলেন !

রোমান মনোবিবৃন্দের মধ্যে প্লিনি সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ছিলেন। তিনি প্রাণিতত্ত্ব ও ভৌগোলিক বিষয় সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো ও মেলা প্রণীত পদ্ধতিক্রমে প্লিনিও ইতিহাসে, ভূগোলের কথা বলিয়াছেন। তবে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্লিনি, তাঁহার

পূর্ববর্তী সমস্ত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের আড়ম্বরপূর্ণ সৌন্দর্য্য এবং অতুল ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, হোরোডোটস্ প্রভৃতি গ্রীসের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদিগের জ্ঞান কেবল কল্পনার সাহায্যে গ্রীসি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি মহাবীর আলেকজান্ডারের যুদ্ধ যাত্রা এবং তাঁহার সহযাত্রী ডায়-গোনেটস্ ও বীটনের জরিপ কার্য্য অবলম্বন করিয়া ভারত-তথ্য আলোচনা পূর্বক সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; এতদ্ব্যতীত সেলিউকসের দিগিজয় ও মেগস্থেনিসের দৌত্য-কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা পূর্বক তিনি সাগর-সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

রোমানদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ জুলিয়াস সিজারের দিগিজয় এবং সরকারী জরিপ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তারপর মেলা এবং গ্রীসি সেই সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ পূর্বক প্রচার করেন। ষ্ট্রাবো ও গ্রীসির এক শত বৎসর পরে, টলেমি তাঁহার পূর্ববর্তী ভৌগোলিকগণের পুস্তকাবলী অমূল্যলব্ধ এবং অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিয়া পুরাতত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। হিন্দুস্থান সম্বন্ধে টলেমি অনেক কথা বলিয়াছেন।

বৈদেশিক পণ্ডিতেরা ভারত সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন। সব কথা বিশ্বাস যোগ্য কি নয় তাহা বিচার করিবার স্থান ইহা নয়। তবে ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে ভারত সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যে নিষ্ঠাবান হইয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মুসলিম ব্যবহার-শাস্ত্রবিৎ সার হেনরি মেনের মতে প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের তথ্যগুলি নিম্নলিখিত তিনটী উপাদান হইতে সংগ্রহ

করিতে পারা যায়। প্রথম, সমসাময়িক সত্য-দর্শকগণের বিবরণ ; দ্বিতীয়, জাতিদিগের সম্বন্ধ রক্ষিত প্রাচীন ইতিবৃত্ত ; তৃতীয়, সুপ্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম উপাদানটিই সমধিক বিশ্বাস যোগ্য ও প্রকৃত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এক সঙ্গে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। উন্নতি স্থান, কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। জাতির উন্নতির সহিত মানবগণের দর্শন ও বিশ্লেষণ শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। এস্থলে দর্শন অর্থে আমরা বিজ্ঞান সম্বন্ধ দর্শন (scientific observation) বলিতে চাই। দর্শনেন্স্রিয়ের সাহায্যেই যে কেবল বস্তুর প্রকৃত সত্য বুদ্ধিতে পারা যায় তাহা নয়। দর্শনোপযোগী যন্ত্রাদি চাই—সংস্কারের বশবর্তী হইয়া বা পতামুগতের অনুসরণ করিলে চলিবে না, ভাবপ্রণোদিত হইয়া দর্শন করিলেও চলিবে না—চাই সত্যের প্রতি অবলা নিষ্ঠা—চাই সুসভ্য বা অসভ্য জাতিদিগের দৃষ্ট আচার ব্যবহার রীতি নীতির প্রতি শ্রদ্ধা। হৃদয়ে বিদ্যেভ ভাব পোষণ করিয়া অন্ত জাতির সামাজিক ইতিহাস বা ভবিষ্য ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত পাশ্চাত্য মনীষীরা ভারতবর্ষের বিবরণ যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বঙ্গানুবাদ করিয়া ও তাঁহাদের সেই সকল স্মরণে কুসুম চরন করিয়া মালা গাঁথিয়া “সমসাময়িক ভারত” নাম দিয়া মালাকর যোগীন্দ্র বাবু একটা মালা লইয়া বঙ্গ-ভারতীয় পূজার ঘরে আজ উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি আলোচ্য খণ্ডে তিনি সুপণ্ডিত ম্যাক্রিওল সাহেবের বিশ্ব-বিস্তৃত পুস্তকের সহজ সরল ভাষায় বঙ্গানুবাদ ও উপযুক্ত পাদটীকা সংযোগ সহকারে প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। এই খণ্ডে তিনি রোম, গ্রীস ও এসিয়া মাইনরের মনীষিগণের লিখিত বিবরণ দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এই সংগ্রহ ভারত ইতিহাসের

উপাদান মাত্র। তিনি সম্বন্ধে মাল মসলা সংগ্রহ করিয়া ভারতের ইতিহাস নাই এই হুঁসি প্রকাশন করিবার জন্ত বন্ধ পরিকর হওয়ার আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। তিনি রত্নের সন্ধান দিয়াই কান্ত হন নাই, অদম্য উৎসাহে ভারত ইতিহাসের উপাদান সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রত্ন আহরণ করিয়া আমাদের উপহার দিতেছেন। জানি না কবে কাহার দ্বারা সর্বদা সুন্দর নবনাতিরাম ভারত-ইতিহাস-সৌধ নিম্নিত হইবে? তবে যাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হউক না কেন যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার পথ সহজ সরল করিয়া দিয়া যাইতেছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ভগবানের নিকট আমাদের সাহুনের প্রার্থনা তিনি সুস্থ শরীরে আরও কার্য্যে সাফল্য লাভ করুন।

.

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা (শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় লিখিত)	১০
নিবেদন	১
১। হেরোডটস	১৭
২। ট্রাবো	২২-১০৩
৩। প্লিনি	১০৪-১২৬
৪। ইলিয়ান	১২৭-১৪৮
৫। কসমস্ ইণ্ডিকোপ্লিউসটিস	১৪৯-১৫৫
৬। বার্দেসানেস	১৫৬-১৫৯
৭। পরফাইরিয়স	১৬০-১৬৩
৮। জোহনেস স্টোবেয়স	১৬৪-১৬৬
৯। ডায়ন থিসসটম	১৬৭-১৬৯
১০। কালিসথিনিস	১৭০-১৭২
১১। ক্লিমেন্স	১৭৩
১২। ওরিজেন	১৭৪
১৩। সেন্ট জিরোমি	১৭৪
১৪। আর্কিলেয়স	১৭৫
১৫। কেড্রনস	১৭৬
১৬। ককিনাস	১৭৭
১৭। হিরোক্লিস	১৭৭
১৮। ডাউওনিসিয়স	১৭৮-১৮০

১৯।	ফিলোসট্রেটস	১৮১-১৮৬
২০।	নোনস	১৮৭-১৯১
২১।	দায়দরস সিকুলস	১৯২-১৯৫
২২।	প্লুটোর্ক	১৯৬-১৯৮
২৩।	ফ্রনটিয়াস	১৯৮-১৯৯
২৪।	পলিবিস	২০০
২৫।	পসেনিস	২০১
২৬।	ভূ-প্রদক্ষিণ	২০২
২৭।	ভূগোল	২০৩
২৮।	ডায়ন কাসিস	২০৪
২৯।	আমিগ্যানাস মার্সেলিনাস	২০৫
৩০।	সেক্সটাস ওরিলিয়াস ভিক্টর	২০৬
৩১।	জোহনেস ম্যাললা	২০৬
৩২।	আপিয়ান	২০৭
৩৩।	ইউসিবিস প্যামফিলি	২০৭
৩৪।	প্রপারটিয়াস	২০৮
৩৫।	হোরেস	২০৮
৩৬।	ভার্কিল	২০৯
৩৭।	বিরোসাস	২১০
	নির্ঘণ্ট	২১৫

১। হেরোডটস

খৃষ্টের জন্মের চাৰিগত চুৰাশী বংসৰ পূৰ্বে, এসিয়ামাইনৰেৰ অন্তৰ্গত হালিকারনাস নগৰে, হেরোডটস জন্মগ্রহণ করেন। হেরোডটসকে “আদিম ঐতিহাসিক” (Father of History) বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হয়। তিনি ইতালির অন্তৰ্গত থুরি নগৰে প্রাণত্যাগ করেন। এইস্থানেই তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন কৰিয়াছিলেন। হেরোডটস ব্যাবিলন, মিশর, সিথিয়া, কলচিস, থ্রেস, সাইরিণ এবং ম্যাগনা-গ্রীসীয়া প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ কৰিয়াছিলেন এবং এই সকল দেশের বৃত্তান্তই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খৰূপে সংগ্রহ কৰিয়া লিপিবদ্ধ কৰিয়া গিয়াছেন। ৪৪৭ পূৰ্ব খৃষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন উন্নতির চরমসীমায় অবস্থিত, সুপ্রসিদ্ধা আথেন্স নগরীতে গমন কৰিয়া, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস পাঠ করেন (১)। আথেন্স-বাসিগণ ৪৪৬ পূৰ্ব খৃষ্টাব্দে হেরোডটসকে এই গ্রন্থের জন্য পুরস্কৃত করেন।

পারস্তাধিপতি দারিয়াস সিংহাসনাধিরোহণ কৰিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য কুড়ি অংশে বিভক্ত কৰিয়া, প্রত্যেক অংশে একজন কৰিয়া শাসনকর্ত্তা (“স্যাট্রাপ”)(২) নিযুক্ত করেন। প্রতিবৎসর, প্রত্যেক অংশ কি পরিমাণে রাজকর রাজকোষে প্রেরণ কৰিবে, তাহাও ঐ সঙ্গে নির্দ্ধারণ করেন। ভারতবর্ষ এই কুড়ি অংশের এক অংশভূক্ত ছিল (৩)।

(১) সমবেত জনবৃন্দের সম্মুখে গ্রন্থকারণ নিজ নিজ গ্রন্থ পাঠ কৰিতেন। তৎপরে তাঁহাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা হইত।

(২) পারস্ত-রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃগণ স্যাট্রাপ (Satrap) নামে অভিহিত হইতেন।

(৩) পারস্ত-রাজ্যের প্রতাপ পঞ্চনদে বিস্তৃত হয় মাই এবং এই রাজকর সিদ্ধুনদের পশ্চিমস্থ প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইত। যখন আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন, তখনও সিদ্ধুনদের পশ্চিম সীমা পারস্ত-রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিত।

তৎকালে অন্তান্ত দেশাপেক্ষা, ভারতবর্ষের অধিবাসীর সংখ্যা, অত্যন্ত অধিক ছিল। ভারতবাসীরা তৎকালে সম্রাটকে ৩৬০ ট্যালেন্ট (৪) মূল্যের সুবর্ণেরেণু কর দিত। উত্থানশীল সূর্য্যের দিকে অবস্থিত ভারতবর্ষের অংশ বালুকাপূর্ণ। ভারত-বাসীরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে। ঐ সকল জাতির মধ্যে কোন কোনটা ভ্রমণশীল। কোন কোন জাতি জলাভূমিতে বাস করে এবং বেতস-নির্মিত নৌকা-সাহায্যে মৎস্ত ধৃত করিয়া, তাহাতেই উদরের কার্য সম্পন্ন করে। ভারতবাসীরা তৃণ (৫) নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে, এবং নদী-গর্ভ-জাত নলদ্বারা মাহুর প্রস্তুত করিয়া বক্ষজ্ঞাণরূপে ব্যবহার করে।

অন্ত এক জাতীয় ব্যক্তিগণ ভ্রমণশীল এবং ইহারা অসিদ্ধ মাংস ভোজন করে। ইহাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি পীড়িত হয়, তখন পীড়িত ব্যক্তি পুরুষ হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে হত্যা করে; কারণ, তাহারা মনে করে যে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি অনেক দিন পীড়িত থাকিলে উহার মাংস নষ্ট হইয়া যায়। যদি পীড়িত ব্যক্তি নিজের ব্যাধির কথা অস্বীকার করে, তবে তাহার আত্মীয়গণ, তাহার সহিত অমত হইয়া নীচ নীচ তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করে। জ্বীলোক পীড়িত হইলে, তাহার আত্মীয়গণ, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঐ জ্বীলোককে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করে। তাহারা বৃদ্ধগণকেও এই প্রকারে ভক্ষণ করে; কিন্তু, এই জাতির মধ্যে কাহাকেও অধিক বয়স্ক হইতে দেখা যায় না। কারণ, সামান্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইলেই তাহার জাতিবর্গ

(৪) ট্যালেন্ট—প্রত্যেক ট্যালেন্টের মূল্য ২১৩ হইতে ২৩৫ পাউণ্ড। প্রতি পাউণ্ড ১৫ টাকা।

(৫) এখানে Rush কথাটা ব্যবহার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা নল।

তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া, মহানন্দে তাহার মাংস ভক্ষণ করে (৬)।

ভারতীয় অন্ত এক জাতি জীবিত কোন জন্তুই আহার করে না। এবং জীবহত্যা ভয়ে ভূমি কর্ষণ বা বীজ বপন করে না। ইহারা গৃহে বাস করে না, এবং শাক সবজী ভক্ষণে জীবনধারণ করে। যখন কোন ব্যক্তি ব্যাধি-গ্রস্ত হয়, তখন সে মরুভূমিতে যাইয়া দেহত্যাগ করে। তাহার অন্তান্ত আত্মীয়বর্গ তাহার কোনই অশ্রুসন্ধান লয় না।

অন্ত একটা জাতি পারস্ত-রাজ দারিয়ার্সের অধীনস্থ ছিল না।

কাসপাট্রাস (৭) নগরের নিকটে এক জাতীয় ভারতবাসী বাস করে। ইহাদের ব্যাকট্রিয়ানদের জায় আচার ব্যবহার। ভারতবাসীদের মধ্যে ইহারাই অধিক যুদ্ধশ্রিয় এবং ইহারাই স্তব্ধ সংগ্রহে প্রেরিত হয়। ইহাদের দেশের নিকটে বালুকাপূর্ণ মরুভূমি (৮)।

(৬) কোন কালেই আর্ধ্য-সন্তানগণের মধ্যে মনুষ্য-মাংস ভোজনের কথা শ্রুত হওয়া যায় না। তবে ভারতের সীমান্ত প্রদেশস্থ বস্ত্রজাতির মধ্যে এই কু-প্রথা থাকিতে পারে। অন্ততম গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, নর্মদা নদীতীরস্থ প্রদেশে পার্শ্বত্যাগ বনচরগণ নরমাংস ভোজন করিত।

(৭) এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট মত-ভেদ আছে। হিরেণ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের মতে কাসপাট্রাস বর্তমান কাবুল ; কিন্তু লাসেন, হামবল্ড এবং অন্তান্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ইহাকে কান্দীর বলিতে চান। টলেমী নামক গ্রন্থকার স্বীয় ‘ভূগোলে’ কাসপিরিয়া নামক দেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্রিগল কাসপিরিয়া ও কান্দীরকে এক বলিতে চান। সংস্কৃত সাহিত্যে কস্তুরপুর নামক স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৮) সিদ্ধনদ-সেবিত পাক্কাবের অব্যবহিত পরেই মরুভূমি থাকিতে পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণ পাক্কাবের নিকটে এক বিরাট মরুভূমির অবস্থিতি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

এই মরুভূমিতে এক প্রকার পিপীলিকা (৯) পাওয়া যায়। ইহারা আকারে শূগল অপেক্ষা বৃহৎ এবং সারমেয়্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই প্রকার কয়েকটি পিপীলিকা পারস্তরাজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল এবং অদ্ভাবধি তাহারা তথায় বাস করিতেছে। ইহারা মৃত্তকাগর্ভে বালুকা-স্তূপে বাস করে। এই বালুকার সহিত সুবর্ণ মিশ্রিত থাকে। ভারতবাসীরা প্রত্যেকে তিনটি উষ্ট্রসহ মরুভূমিতে সুবর্ণ আহরণার্থ গমন করে। এই তিনটি উষ্ট্রের দুইটি পুরুষ জাতীয় এবং এই দুইটিকে উভয় পার্শ্বে রাখিয়া ও স্ত্রী-উষ্ট্র আরোহণ করিয়া, ভারতবাসীরা মরুভূমিতে গমন করে।

দ্বিপ্রহরে যখন রৌদ্রের তাপ অত্যন্ত অধিক হয়, তখনই ইহারা সুবর্ণ-অন্বেষণার্থ গমন করে। ভারতবর্ষে প্রাতঃকালে সূর্য্যের উত্থাপ প্রথর এবং এই উত্থাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত অধিবাসীরা প্রাতঃকালে অনেকদূর শীতল জলে অবগাহন করে। ভারতবাসীরা মরুভূমি পৌছিয়া, এই সুবর্ণ-বালুকা দ্বারা থলি পূর্ণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাগমন করে। পিপীলিকাগুলি মনুষ্যের গন্ধ পাইলেই পশ্চাৎদ্রাবন করে এবং দ্রুত পলায়ন না করিতে পারিলে, ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর ; কারণ এই সকল পিপীলিকার স্ত্রায় দ্রুতগামী জন্তু আর নাই।

(৯) মেগস্থেনিস, নিয়ার্কাস প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থকার এই স্বর্ণপ্রসূ-পিপীলিকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, তিনি স্বচক্ষে এই পিপীলিকার চর্চ দেখিয়াছেন। মহাভারতেও এই প্রকার পিপীলিকার উল্লেখ দেখা যায়। প্রথিতনামা উইলসন লিখিয়াছেন "that gold which is dug up by Pipilicas (ants) and is therefore called Pipilicas (ant-gold)." ম্যাক্রিওল সাহেবের মতে এই পিপীলিকাগণ তিব্বতবাসী। ("The Pipilicas were probably Tibetan miners, since Megasthenes states that the gold was derived from the Derdai, that is the people of Dardistan".)

ভারতবর্ষীয় চতুর্পদ জন্তু এবং পক্ষিগণ অগ্নাত্ত দেশাপেক্ষা উত্তম ; কেবল ভারতীয় অথ মিডিয়া দেশের অথ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্য পাওয়া যায়। পশম উৎপাদনকারী এক প্রকার বৃক্ষ আছে। ভারতবাসীরা এই বৃক্ষজাত পশম দ্বারা নিজেদের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে।

পারশুরাজ দারিয়াস এলিয়া মহাদেশের অনেকস্থান অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সিদ্ধনদের কোন্ অংশে কুস্তীর থাকে, এই সংবাদ অবগত হইবার জন্ত তিনি কারিয়ান্দা (১০) নিবাসী স্বাইলাস ও অগ্নাত্ত ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল কর্মচারী ক্যাসপাটিরাস নগর ও প্যাকটিসি (১১) প্রদেশ হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রে পৌছিয়াছিলেন। দারিয়াস এই জলযাত্রার পরে, ভারত-বিজয় করিয়াছিলেন এবং ভারতসাগরে যাতায়াত করিয়াছিলেন (১২)।

(১০) কারিয়ান্দার কথা মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে। হেরোডটস যে জ্যালিকারনাস নগরে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার সন্নিকটে এই কারিয়ান্দা নগর অবস্থিত ছিল।

(১১) ষ্টিল সাহেব প্যাকটিসিকে প্রাচীন গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার) বলিতে চান।

(১২) আমরা পূর্বেই দারিয়াসের ভারত-বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি।

(১২)—(৩) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। ষ্ট্রাবো

ভূগোল বিষয়ক যে সকল পুস্তক পুরাকালে প্রণীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ষ্ট্রাবোর ভূগোলই সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং পুস্তকখানি নিঃসন্দেহে গ্রন্থকারের পারদর্শিতা জ্ঞাপন করে। অনেক গ্রন্থকারের মতে, প্রাচীন কালে যে সকল ভূগোল লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার যোগ্য। ষ্ট্রাবো-প্রণীত ভূগোলে অঙ্ক-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ও পদার্থতত্ত্ব বিষয়ক বিবরণ ব্যতীত, পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং বাণিজ্য বিষয়ক অনেক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যে সাধারণ পাঠকের পক্ষেও উপকারী হইবে, গ্রন্থকার নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

ষ্ট্রাবো, পণ্টাশ প্রদেশস্থ আইরিশ নদী-তীরবর্তী আমাসিয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হুঃখের বিষয়, তাঁহার জন্ম বা মৃত্যুর কোন তারিখই অবগত হওয়া যায় না। তবে তিনি যে রোমক-সম্রাট অগষ্টস্ (১) ও তৎপূর্ববর্তী টাইবিরিয়াসের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে ষ্ট্রাবো ২৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। আদিম ঐতিহাসিক হেরোডটাসের মতে ষ্ট্রাবোও অনেক দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন। যে সকল দেশের বৃত্তান্ত তাঁহার গ্রন্থভূক্ত হইয়াছে তিনি উহার অনেক দেশই ভ্রমণ করিয়া-ছিলেন এবং ঐ সকল বর্ণনা তাঁহার পর্যটনের ফল-প্রসূত। নিজগ্রন্থে ষ্ট্রাবো আশ্বপ্লাষার সহিত নিজ পরিভ্রমণের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু মিশরের শাসনকর্তা ইলিয়াস গ্যালাসের সন্ততি তিনি নীল নদ দিয়া সাইনি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মিশর সম্বন্ধীয় বর্ণনা সত্য এবং সম্পূর্ণ। মাইয়স হর্দাসের (২) বর্ণনা কালে ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন—“আমার বন্ধু ইলিয়াস গ্যালাসের

(১) অগষ্টস্—সুপ্রসিদ্ধ জুলিয়াস সিজারের ভ্রাতৃপুত্র। রোমকসম্রাট অগষ্টস ১৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

(২) মাইয়স হর্দাস—মিশর-রাজ টলেমি ফিলাডেলফিয়স কর্তৃক এই সুপ্রসিদ্ধ বন্দর ২৭৪ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে যখন মিশর ও ভারত-বর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, তখন এই বন্দরের খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া-ছিল। বর্তমানে মাইয়স হর্দাস ‘আবু সার এল কিবলি’ নামে খ্যাত।

অধীন একদল রোমসৈন্য আরবদেশে প্রবেশ করিতে এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর বণিকগণের জাহাজ নীলনদ এবং আরব্যোপসাগর হইয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে আমাদের পূর্বপুরুষগণাপেক্ষা, আমরা এই সকল দেশের সমধিক বুভুক্ষ অবগত হইয়াছি। আমি গ্যালাসের সহিত মিশরে ছিলাম এবং তাঁহার সহিত সাইনি (৩) এবং ইথিওপিয়া (৪) দেশের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, মাইয়সহর্দাস হইতে যে একশত কুড়িখানি জাহাজ ভারতবর্ষে যাত্রা করে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম; কিন্তু টলেমিদিগের (৫) রাজত্বকালে কেহই একপভাবে সমুদ্রযাত্রা বা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে সাহসী হইত না।”

(৩) সাইনি—মিশর দেশের অন্তর্গত প্রাচীন নগর।

(৪) ইথিওপিয়া—ইথিওপিয়া পূর্বে মিশরের অধীনে ছিল; কিন্তু অষ্টম পূর্ব শতাব্দীতে স্বাধীন হয় এবং কিছু কাল মিশরের উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পারস্তাধিপতি কামবাইসিস ৫২৪ পূর্ব খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়া জয় করেন। রোমক-সম্রাট অগষ্টস পরে ইহা নিজ রাজ্য-ভুক্ত করিয়াছিলেন।

(৫) টলেমি—প্রথম টলেমি সম্রাট প্রবাদ এই যে, তিনি মাসিদনাধিপতি ফিলিপের পুত্র ও আলেকজান্দারের ভ্রাতা ছিলেন। আলেকজান্দারের ভারত-অভিযানের সময় টলেমি আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিলেন এবং আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে তিনি মিশরে রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম টলেমির পরে, তাঁহার পুত্র টলেমি ফিলাডেলফাস ২৫৮ হইতে ২৪৭ পূর্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ টলেমি ফিলাডেলফাসই আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফিলাডেলফাসের পরে, ক্রমে ক্রমে একাদশজন টলেমি মিশরে রাজত্ব করেন ত্রয়োদশ টলেমি জুলিয়াস কর্তৃক মিশর-সিংহাসনে স্থাপিত হ'ন, কিন্তু সুবিখ্যাত রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ৩০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে ক্লিওপেট্রা রোমক সম্রাট অগষ্টস কর্তৃক পরাজিতা হইয়া আত্মহত্যা করেন।

এসিয়ার সিলিসিয়া, প্যামফিলিয়া এবং লিসিয়া ব্যতীত তারস (৬) পর্বতের অপর পার্শ্বস্থিত ভারতবর্ষ হইতে নিল নদ পর্য্যন্ত দেশ, তারস পর্বত ও দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। এসিয়ার পরেই লিবিয়া; আমরা পরে উহা বিবৃত করিব। প্রথমে, আমরা পূর্বদিকস্থ এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভারতবর্ষের বর্ণনা করিব।

আমি, ভারতবর্ষের বিবরণের জন্য পাঠকবর্গের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি; কারণ, এ দেশ অত্যন্ত দূরে অবস্থিত এবং আমাদের দেশস্থ অত্যন্ত সংখ্যক ব্যক্তিই এই দেশ দেখিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের উপকূল দেখিয়াছে, তাহারা উপকূলের অংশমাত্রই দেখিয়াছে এবং তাহারা লোক-পরম্পরায় বাহা শ্রবণ করিয়াছে, তাহারা কেবল উহাই বর্ণনা করিতে পারে। যে সময় আলেকজান্ডারের সৈন্যগণ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিল, তখন বাহা তাহাদের সম্মুখে পড়িয়াছিল, তাহারা কেবল তাহাই স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। এই জন্য তাহাদের পুস্তকে একই বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ, তাহারা প্রত্যেক বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে। আলেকজান্ডার যে বাহিনীর সাহায্যে এসিয়া জয় করিয়াছিলেন, ইহাদের কেহ কেহ সেই বাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু তথাপি অনেক সময় ইহাদের বৃত্তান্তে

(৬) যে সকল জাতি তারস পর্বতমালার উত্তরে বাস করিত, ট্রাবো তাহা-দিগকে “তারসের অভ্যন্তরে” (within Taurus) এবং যে সকল জাতি দক্ষিণে বাস করিত, তাহাদিগকে “তারসের বহির্ভাগে” (without Taurus) বাস করিত বলিয়া লিখিয়াছেন। ইরাটসথিনিস প্রভৃতি ভৌগোলিকগণ তারস পর্বত এসিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া পিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ ধারণা ভ্রমপূর্ণ। “দক্ষিণ সমুদ্র” অর্থে ভারতীয় মহাসাগরকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৈষম্য দেখা যায়। যখন প্রত্যক্ষীভূত ঘটনার বর্ণনায় এতদূর বৈপরিত্য দৃষ্ট হয়, তখন বাহ্যিক লোক-পরম্পরায় অবগত হওয়া যায়, তাহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে ?

যাহারা আলেকজান্দারের পরবর্তীকালে এই দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বা যাহারা বর্তমানে ঐ দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করেন, তাঁহারাও সঠিক খবর দিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পাথিয়ার ইতিহাস প্রণয়নকারী আপলোডোরসের (৭) (যিনি সেলুকাস নিকেটোরের (৮) পরবর্তী সিরিয়া রাজগণের বিরুদ্ধে যে সকল গ্রীকগণ বাকট্রিয়ার বিরুদ্ধে

(৭) আপলোডোরস ব্যাবিলনের অন্তর্গত: আর্টিমিটার অধিবাসী ছিলেন। কোন সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তিনি নাগিয়ার যে ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কয়েক জন প্রত্নকার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এই ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

(৮) সেলুকাস নিকেটার আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় অভিযানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, যখন তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য দ্বিতীয়বার তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, তখন ব্যাবিলোনিয়া সেলুকাসের অংশে পড়িয়াছিল। আন্টিগোনাস নামক অন্ততম সেনাপতি কর্তৃক কিছুদিনের জন্য তিনি স্বাধিকার-চ্যুত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু ৩১২ পূর্ব খৃষ্টাব্দে আন্টিগোনাসকে পরাভূত করিয়া ব্যাবিলনে-সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভে অক্ষম হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত-দত্ত পাঁচশত হস্তী বিনিময়ে আলেকজান্দার-বিজিত ভারতীয় প্রদেশগুলি চন্দ্রগুপ্তের হস্তে প্রদত্ত করিয়াছিলেন। সেলুকাসই সুপ্রসিদ্ধ মেগস্থেনিসকে দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের দরবারে প্রেরণ করেন। মেগস্থেনিসের ভারত-বিবরণ পাঠে তৎকালীন ভারতের যথেষ্ট বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

সকলকাম হইরাছিলেন, তাঁহারাই পরাক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এইরূপ লিখিয়াছেন) কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে । যে সকল বিবরণ সকলেই অবগত ছিলেন, তদ্ব্যতীত তিনি অধিক কিছুই উল্লেখ করেন নাই । বরং, প্রচলিত বিবরণের প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলেন যে, মাসিদোনিয়ানগণ অপেক্ষা বাকট্রিয়ানগণ ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইরাছিলেন ; কারণ, তাঁহার মতে সহস্রাধিক নগরী ইউক্রেটিডসের (৯) অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল ; কিন্তু পূর্ববর্তী লেখকগণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, হাইডাসপীস ও হাইকানিসের (১০) মধ্যবর্তী নয়টা জাতিকে মাসিদোনিয়ানগণ পরাজিত করিয়াছিল । উহারা, কস মেরোসিস্ (১১) অপেক্ষা কোন অংশে ক্ষুদ্র নহে, এরূপ

(৯) সেলুকাস নিকটের বাকট্রিয়া পরাজিত করিয়া নিজ-রাজ্যভুক্ত করেন, কিন্তু ২৫৬ পূর্ব খৃষ্টাব্দে আন্টিওকস থিরস সেলুকাসের বংশধরের নিকট হইতে বাকট্রিয়া জয় করিয়া বাকট্রিয়ায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন । ১৮১ পূর্ব খৃষ্টাব্দে ইউক্রেটিডস বাকট্রিয়ায় সিংহাসনাধিবেশন করেন । বাষ্ট্রিন ইউক্রেটিডস সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজা ডেমেট্রিয়স ৬০,০০০ সৈন্যসহ ইউক্রেটিডসকে আক্রমণ করিলে, তিনি মাত্র কয়েকশত সৈন্যসহ ডেমেট্রিয়সকে পরাজিত করিয়া ভারত-বিজয়ে সক্ষম হইরাছিলেন । প্রত্যাগমন কালে, তাঁহার পুত্র আপলোডোটস তাঁহাকে হত্যা করেন । কোন্ সময় এই ঘটনা ঘটে, উহা সঠিকরূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে । মনসী লাসেন বলিয়াছেন যে, ১৬০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে এই পিতৃ-হত্যা সম্পাদিত হয় । (ভিনসেন্ট দ্বিখ প্রণীত ইতিহাস দ্রষ্টব্য) ।

(১০) হাইডাসপীস বর্তমানে ঝিলাম বা বিতল্লা নামে পরিচিত । হাইকানিস বিপাসা নামে খ্যাত । আলেকজান্দার এই পর্য্যন্তই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইরাছিলেন ।

(১১) বর্তমানে ইহা কসবীপ নামে পরিচিত—এসিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ।

পাঁচহাজার নগর অধিকার করিয়াছিল এবং আলেকজান্ডার এই সকল দেশ অধিকার-ভুক্ত করিয়া পোরসকে প্রদান করিয়াছিলেন।

অধুনা যে সকল বণিক্, নীলনদ হইয়া মিশর হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ গমন করে, তাহারা কদাচিৎ গান্ধের-প্রদেশে গমন করিয়াছে। এই বণিক্গণ অশিক্ষিত এবং দর্শনীয় স্থানের বর্ণনার অমুপযুক্ত। ভারতবর্ষের কোন এক স্থানাদিপতি পাণ্ডুরনের ১২) নিকট হইতে এবং কাহারও কাহারও মতে, পোরসের (১৩) নিকট হইতে সিজর অগষ্টসের (১৪) নিকট উপহার প্রেরিত হইয়াছিল এবং কালানসের স্ত্রায় (১৫) যে দার্শনিক আথেন্সে অগ্নিমধ্যে নিজদেহ বিসর্জন করিয়াছিল, সেই দার্শনিক সহ এক দৌত্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল।

(১২) এই রাজ্যের কথা প্লিনি, পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার এবং টলেমি উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যাক্রিগল বলিতেছেন, "The name Pandion is derived from the Sanskrit Pandu, the name of the Father of the Five Pandava brothers who are such conspicuous figures in Indian epic poetry।" অর্থাৎ, মহাভারতোক্ত পাণ্ডু হইতে পাণ্ডুরন নাম হইয়াছে।

(১৩) প্রাচীন গ্রন্থে তিন জন পোরসের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—যিনি আলেকজান্ডার কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, প্রথমোক্ত পোরসের আস্থায়। তৃতীয়—যাঁহাকে ট্রাবো এই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাঁহার বিস্তৃত বিবরণ নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১৪) সিজর অগষ্টসের নিকট প্রেরিত দৌত্য-বাহিনীর উল্লেখ করেকথানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ফোরাস নামক গ্রন্থকার "সংক্ষিপ্ত রোমের ইতিহাস গ্রন্থে," ও ডনকাসিয়াস এই দৌত্যবাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৫) ট্রাবো নিজগ্রন্থের শেষভাগে কালানসের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। এই চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত আমরা যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি। ট্রাবো ব্যতীত আরিয়ান, প্লুটার্ক ও লুসিয়ান এই উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। শেবোক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, নিয়ার্কাসের সন্মুখে এই ঘটনা ঘটে।

একণে, যদি আমরা এই সকল কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া, আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্বে যে সকল বৃত্তান্ত প্রচলিত ছিল, সেই সকল কাহিনী আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এগুলি আরও ভ্রান্তিপূর্ণ। আলেকজান্দার অত্যাশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতার জন্য অহঙ্কারী হইয়া, এই সকল বর্ণনায় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। নিয়ার্কাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেমিরামিস (১৬) এবং সাইরাস (১৭), উভয়েই গেট্রোসিয়ার অভ্যন্তর দিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান লইয়া যাত্রা করিয়া, প্রথম মাত্র কুড়িজন ও দ্বিতীয় মাত্র সাত জন সৈন্যসহ প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, আলেকজান্দার তাঁহার বাহিনী গেট্রোসিয়ার অভ্যন্তর দিয়া পরিচালিত করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, যে ক্ষেত্রে সেমিরামিস ও সাইরাস অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইলে অধিকতর প্রশংসা হইবে। আলেকজান্দার নিশ্চিতই এই সকল গল্পে বিশ্বাস করিতেন।

সাইরাস বা সেমিরামিসের আক্রমণকালে সংগৃহীত ভারতবর্ষের বিবরণের উপর কি প্রকারে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে? ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে মেগস্থেনিস আশাদিগকে নিবেদন করিয়াছেন। মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা কোনদিন নিজ সীমান্তের বহির্ভাগে সৈন্য প্রেরণ করে নাই

(১৬) সেমিরামিসের যুদ্ধযাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা আমরা এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং সেইখানে এই অভিযানের সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

(১৭) সাইরাসের যুদ্ধযাত্রার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। গেট্রোসিয়া-বর্তমান বেলুচিস্তান।

এবং হিরাক্লিস, ডাইওনিসাস এবং ম্যাসিদোনিয়ানগণ ব্যতীত, কোন বৈদেশিক তাহাদের দেশে প্রবেশ বা তাহাদের দেশ অধিকার করে নাই। মিশরদেশীয় সিসট্রিস (১৮) এবং ইথিওপিয়ন টিয়র্কন, ইউরোপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং হিরাক্লিস অপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ নেবুকোড্র-সোর (১৯), “স্তুস্ত” (২০) পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন। টিয়র্কনও এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিসট্রিস নিজ বাহিনীকে আইবিরীয়া হইতে থ্রেস ও পন্টাস পর্য্যন্ত চালিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সিথিয়ান ইউনটরিসস্ মিশর পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা কেহই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই। যে সেমিরামিস ইহার আক্রমণে ক্লান্ত-সংকল্প হইয়াছিলেন, তিনিও আরোজনাদি শেষ হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ করেন।

পারসীকগণ হিড্রাকাইগণকে (২১) বেতনভোগী সৈন্ত-স্বরূপ তাহাদের

(১৮) গ্রীক গ্রন্থকারদিগের মতে সিসট্রিস পৃথিবী জয় করিয়াছেন; প্রবাদ এই যে তিনি ভারত-বিজয়েও সক্ষম হইয়াছিলেন। দায়দরস বলিয়াছেন যে, সিসট্রিস ভারতবর্ষ জয় করিয়া লোহিত সাগরে চারিশত রণতরী প্রেরণ করেন। এই রণতরী সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষ অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন।, বর্তমানে কেহই এ আখ্যানে বিশ্বাস স্থাপন করেন না।

(১৯) বাইবেল কথিত নেবুচাদ নেজর। ইনি খৃষ্টীয় বর্ষ পূর্ব শতাব্দীতে ব্যাবিলনে রাজত্ব করিতেন।

(২০) “Pillars of Alexandar”—টলেমি কথিত “আলেকজান্দার স্তুস্ত”। সারমেসিয়ার প্রান্তদেশে অবস্থিত।

(২১) ইহাদের বিষয় বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ইহাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়াছেন। আরিয়ান নামক গ্রন্থকার, ইহাদিগকে ‘অস্কিডাকাই’ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন এবং ইহারা হাইডাসপীস তীরে বাস করিত বলিয়াছেন। বানবেরি নামক অন্যতম গ্রন্থকার ইহাদিগকে শতদ্রু ও চিনাবেস সঙ্গম স্থলে বাস করিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্লিনি

সহিত যোগদান করিতে আদেশ দিয়াছিল সত্য ; কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই । কেবল, যখন সাইরাস মাসাজেটাইগণের (২২) বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখনই তাহারা ভারতবর্ষের সীমান্তদেশে পৌঁছিয়াছিল ।

মেগস্থেনিস এবং অন্ত্র কেহ কেহ হিরাক্লিস এবং ডাইওনিসাসের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন ; কিন্তু ইরাটসথিনিসপ্রমুখ অনেক গ্রন্থকার, এই সকল বর্ণনাকে গ্রীসদেশে প্রচলিত কাহিনীর স্ফূটন অধিবাসযোগ্য ও কল্পিত বলিয়া পরিগণিত করেন । ইউরিপাইডস (২৩) তাঁহার “বাকাই” নামক গ্রন্থে ডাইওনিসাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি লিদিয়ান ও ফ্রিজিয়ানগণের সুবর্ণময় দেশ, পারসীকদিগের সূর্য্য-তাপিত সমতল ক্ষেত্র সমূহ এবং বাকট্রিয়া নগরের প্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া, মিডিসগণের (২৪) ভূষারময় দেশে এবং আরব ও এসিয়ান উপস্থিত হইয়াছিলেন ।

“সফোক্লিসে” একব্যক্তি নিসার (২৫) জয়গান করিতে করিতে

ইহাদিগকে সিদ্রাসী নামে অভিহিত করিয়াছেন । আলেকজান্দার ইহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন ।

(২২) হেরোডটাস বলিয়াছেন যে, মাসাজেটাইগণ আরাক্সিস নদীর অপর পারে বাস করিত । সাইরাসের যে অভিযানের কথা এই স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ অভিযানে মাসাজেটাইগণ তাহাদের রাজ্যী টেমিরিসের নেতৃত্বে সাইরাসকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিল ।

(২৩) ইনি ব্যাকাস কর্তৃক ভারত-বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন ।

(২৪) মিডিয়া দেশবাসিগণ । ৩৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দার মিডিয়া

জয় করেন ।

(২৫) সফোক্লিস—গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক প্রণয়নকারী ।

নিসা—এইস্থান নির্দেশ করা হুহুহ । আলেকজান্দারের যুদ্ধযাত্রায় যে নিসার

বলিতেছে যে, “এই স্থান হইতে ব্যাকানালগণের (২৬) প্রিয়, সুপ্রসিদ্ধ নিসা দেখিতে পাই। শৃঙ্গধারী ইয়াকস (২৭) এক্ষণে এই নিসার তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থল করিয়াছেন। এই স্থানে পক্ষীর কাকলী শ্রুত হয় না,” ইত্যাদি।

কবি হোমর, ইডোনিয়ান (২৮) লাইকারগসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—
“পূর্বে, লাইকারগস, নিসাপর্বতে ক্রুদ্ধ ডাইওনিসাসের ধাত্রীগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।”

ডাইওনিসাসের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। কেহ কেহ হিরাক্লিস (২৯) সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি পশ্চিমদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাহারও কাহারও মতে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম, উভয় দিকেই প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এই সকল কাহিনী হইতে, তাহারা কোন না কোন জাতিকে নিসিয়ান নাম প্রদান করে এবং তাহাদের নগরকে ডাইওনিসাস কর্তৃক স্থাপিত নিসা নামে খ্যাত করে। তাহাদের নগরের উর্দ্ধদেশস্থ পর্বতকে তাহারা মিরন নামে অভিহিত করে। কারণ-স্বরূপ, তাহারা বলে যে, আইভি ও দ্রাক্ষা ঐ স্থানে জন্মে। এদেশীয় দ্রাক্ষা-লতার ফল পাওয়া যায় না ;

কথা উল্লিখিত হইয়াছে ইহা সে নিসা হইতে পারে না ; কারণ, সফোক্লিসের বহু পরে আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

(২৬) ব্যাকাস নামক গ্রীকদেশীয় দেবতার অমৃতচরণ। ব্যাকাসকে গ্রীসীয় পুরাণে “মন্ডের দেবতা” বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হয়।

(২৭) ব্যাকাসের অন্ততম নাম।

(২৮) ষ্ট্রাইমন নদীতীরবাসী থ্রেসিয়ান জাতি। ‘ইলিয়দ’ বর্ষ অধ্যায় দ্বষ্টব্য।

(২৯) হিরাক্লিস বা হার্কিউলিস প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত। ইনি দেবরাজ জিয়াসের পুত্র বলিয়া পরিচিত।

কারণ, অতিরিক্ত বর্ষার জন্য পরিপক্ব হইবার পূর্বেই ফলগুলি পড়িয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থকারগণের মতে, অন্ধ্রিড্রুকাইগণই ডাইওনিসাসের বংশধর। কারণ তাহাদের দেশেও দ্রাক্ষা জন্মে; তাহারা বিশেষ সাজ-সজ্জার সহিত শোভাযাত্রা করে; তাহাদের নরপতিগণ, ব্যাকাসের পছন্দ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অন্ত্র সময়ে পুষ্পযুক্ত বেশ পরিধান করিয়া বাজকরগণ সহ রাজ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। প্রথম আক্রমণেই আলেকজান্ডার আর্যস (৩০) নামক সিদ্ধনন্দ-সেবিত পর্বত অধিকার করেন, [হিরাক্লিস ঐ পর্বত তিনবার আক্রমণ করিয়া তিনবারই পরাজিত হইয়াছিলেন,] মাসিদোনিয়ানগণ এইরূপ প্রচার করিয়া নিজেদের কৃতকার্যতার জন্য সমধিক শ্লাঘা বোধ করিতেছিল। হিরাক্লিসের যুদ্ধ-যাত্রাকালে যে সকল যোদ্ধা তাঁহার সহগামী হইয়াছিল, শিবাইগণ (১৩) তাহাদেরই বংশধর বলিয়া খ্যাত। শিবাইগণ নিজ উৎপত্তির চিহ্ন রক্ষা করিয়াছে, তাহারা হিরাক্লিসের ত্রায় বর্ম পরিধান করে, মুগুর বহন করে; তাহাদের

(৩০) আর্যসের স্থান নির্দেশে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ম্যাক্রিগুল সাহেবের মতে, সিদ্ধনদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মহাবনই আর্যস। সেনাপতি কোট আটক নগরীর অপর পার্শ্বে স্থাপিত 'রাজা হোদি' নামক দুর্গ ও সুপ্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ কানিংহাম ঝিল হইতে বোডল মাইল উত্তরে অবস্থিত রাণীবাট দুর্গকে আর্যস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সেনাপতি আবট মহাবনকেই আর্যস বলিয়া নির্দেশ করেন এবং অনেকেই এই মতের সপক্ষে মত দিয়াছেন। কিন্তু ১৯০৪ সনের অক্টোবর মাসে কর্ণেল সার হ্যারল্ড ডীনের সাধ্যাে ডাক্তার টীন মহাবন পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীক-বর্ণিত আর্যস মহাবন নহে।

(৩১) আরিয়ান তাঁহার 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে এবং কার্টিয়াস তাঁহার 'ইতিহাসে' এই জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা আকসাইন নদীর পশ্চিম তীরবর্তী-প্রদেশে বাস করিত। সম্ভবতঃ ইহারা শৈব ছিল বলিয়া ইহাদিগকে শিবাই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

যুব ও অশ্বতরের গাত্রে ৩ মূল্যব-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখে। পারোপামি-
সাদাইগণের (৩২) দেশে, পবিত্র গুহা থাকার জন্য তাহারা প্রমিথিয়াস
(৩৩) এবং ককেসাস সঞ্চায় আখ্যান, পণ্টাশে ঘটে নাই, এই স্থানে
ঘটিয়াছে এইরূপ প্রকাশ করে। তাহারা বলে যে, এই গুহাই
প্রমিথিয়াসের কারাগার ছিল, হিরাক্লিস প্রমিথিয়াসের উদ্ধার-কল্পে
এইস্থানেই আসিয়াছিলেন এবং গ্রীকগণ বর্ণিত প্রমিথিয়াসের কারাগার
যে ককেসাস (৩৪) পর্বতে অবস্থিত ছিল, ইহাই সেই ককেসাস ।

এই সকল বর্ণনাই যে আশ্চর্যজন্যের চাটুকার্যের কল্পিত,
সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এক লেখকের বর্ণনার সহিত
অপর লেখকের সাদৃশ্য দেখা যায় না এবং একজন যে বৃত্তান্ত উল্লেখ
করিয়াছে, অপর তাহা আদৌ উল্লেখ করে না। যে সকল কার্যো
যশোরশি বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে স্বতঃই গৌরব অমুভব করা যাইতে
পারে, সেই সকল কার্য যে নির্ণয় হয় নাই এবং নির্ণীত হইলেও
যে উল্লিখিত হয় নাই, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অধিকন্তু, ডাইওনিসিয়াস
হিরাক্লিস যে সকল রাজার অভ্যন্তর দিয়া নিজ সৈন্য-বাহিনী সহ

(৩২) টলেমি “পারোপানিসাদাই” নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন।
সম্ভবতঃ ট্রাবো লিখিত “পারোপানিসাদাই” ও টলেমি কথিত “পারোপানিসাদাই”-গণ
একই জাতি। ইহারা হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণ এবং পূর্বে বাস করিত।

(৩৩) প্রমিথিয়াস স্বর্ণ হইতে ‘দেবাগ্নি’ চুরি করিয়া নিজ-কৃত মনুষ্যের জীবন দানের
চেষ্টা করিতে দেবতাগণ তাঁহাকে এই স্থানে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৩৪) আসিডোনিয়ানগণ ইউক্লাইন এবং কাম্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী পর্বতকে
ককেসাস পর্বত বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং হিমালয়কেও ককেসাস নামে অভিহিত
করিতেন। এরূপ করিবার প্রধান কারণ এই যে তাঁহারা মনে করিতেন যে একই
পর্বতেরই ইউক্লাইন সাগর হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রদর হইয়াছিলেন, তাহারা এই সকল বাহিনীর যাতায়াতের কোন প্রমাণই দেখাইতে পারে না । বিশেষতঃ, হিরাক্লিস যে বেশ পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়, উহা ট্রোজান সমরের অনেক পরে ব্যবহৃত হইয়াছিল । তাহারা “হিরাক্লিয়া” রচনা করিয়াছিল, এ বৃত্তান্ত তাহাদেরই কল্পিত । পিসান্দার (৩৫) বা অন্য কেহ, এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না । হিরাক্লিসের প্রাচীন দাক্ষন্য মূর্তিগুলি কেহ একরূপভাবে সজ্জিত করে নাই ।

এই জন্ত এই সকল বিষয় আমাদের বিশেষ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে । গ্রন্থের ভূমিকায় এই সকল বিষয় নিজ সাধ্যানুসারে পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই সময় যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহা এবং যাহাতে অজ্ঞাত ঐ সকল বিষয় পাঠকগণের বোধগম্য হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিব । আমার মতে, ইরাটস্থিনিস তাঁহার ভূগোলে যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় । দিক্কুনদই ঐ সময়ে ভারতবর্ষ ও আরিয়ানীর সীমা নিকারণ করিত । তৎকালে, আরিয়ানী পারস্যসকলগণের অধিকারভুক্ত ছিল ; তৎপরে, মাসিদোনিয়াগণের নিকট প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষাধীরা উহার অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল ।

ইরাটস্থিনিস ভারতবর্ষের নিম্নরূপবর্ণনা করিয়াছেন :—

ভারতবর্ষের উত্তরে, এরিয়ানা হইতে পূর্বসাগর পর্যন্ত তারাস

(৩৫) রোডস দ্বীপবাসী পিসান্দার খৃষ্টীয় পূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন । তাঁহার রচিত “হিরাক্লিস” নামক গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল । এই বিরাট গ্রন্থের মাত্র কয়েক ছত্র পাওয়া যায় । এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথমে হিরাক্লিসকে পরাধারী এবং সিংহচৰ্ম্ম-পরিহিত বলিয়া বর্ণনা করা হয় ।

পর্বত (৩৬) । মাসিনোনিয়ানগণ ইহাকে ককেসাস পর্বত বলে ; কিন্তু দেনাগেরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করে ; যথা,—পারোপামিসস, ইমোদস এবং ইমায়স প্রভৃতি । ইহার পশ্চিমে সিঙ্কুনদ । ইহার দক্ষিণ এবং পূর্বাংশ অপরাংশাপেক্ষা বৃহৎ । এই দুই অংশ আটনাটিস (৩৭) সাগরে পড়িয়াছে । দেশটা রথইন্ডের দ্বারা । ককেশিয়ান পর্বত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমাংশ ১৩,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া এবং বিপরীত দিকের পূর্বাংশ ১৬০০০ হাজার ষ্টাডিয়া । ভারতবর্ষের বিস্তৃতি এইরূপ । পশ্চিম হইতে পূর্বদিকের পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা পালিবোণা পর্য্যন্ত সঠিক বলিতে পারি, কারণ, ইহা পরিমাপ করা হইয়াছিল (৩৮) । ১০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া

(৩৬) ট্রাবো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় পারা গ্রন্থে । এরিয়ানি বা আর্থাভূমি—
 আরিয়ান তাহার 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে বলিয়াছেন—“The range of Tauros bears different names in the various countries which it traverses. In one place, it is called Parapamisus, in another Emodos, and in a third Imaos, and it has perhaps other names besides these. The Macedonians who served with Alexander called it Kaukasos” অর্থাৎ, এই পর্বতকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় । কোনদেশে পারাপামিসস, কোন দেশে ইমোদস, কোথায় বা আমায়স নামে কথিত হয় । আলেকজান্ডারের সহযাত্রী মাসিনোনিয়ানগণ ইহাকে ককেসাস নামে আখ্যাত করিত ।

(৩৭) ট্রাবোব সময়ে, সকল সমুদ্রকেই 'আটনাটিস' নামে অভিহিত করা হইত ।

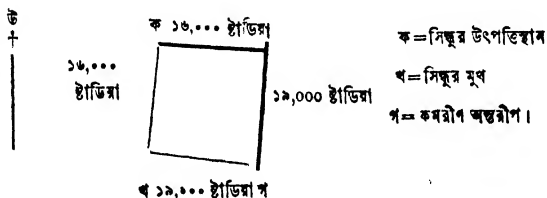
(৩৮) প্রায় ৩ ক ষ্টাডিয়া = $৬০৬ \frac{৩}{৪}$ ফীট

“Strabo's description, as here given, of the Configuration of India may be represented by a rhomboid. Of this Construction, where the north side is represented by a line drawn from the supposed source

দীর্ঘ একটা রাজপথ আছে । গঙ্গা নদী দিয়া যে সকল জাহাজ সাগর হইতে পালিবোথায় যায়, তাহাদের গতায়ত হইতে পালিবোথায় পরবর্তী দেশের আয়তন আন্দাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে । মোট দৈর্ঘ্য, ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়ার কম নহে । ইরাটস্‌থিনিস ও এইরূপ অনুমান করেন । মৈত্রগণের অগ্রসর হইবার কালে স্কন্দাবার যে যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবধানের দূরত্ব হইতে তিনি ঊহা নির্ণয় করিয়াছেন এবং এক্ষেত্রে মেগাস্থিনিস ও তাঁহার একই মত । পাটোক্লিসের মতে, ঊহা এক হাজার ষ্টাডিয়া কম ; কিন্তু ইহার

of the Indus to the mouth of the Ganges ; the west side by a line drawn from the same point to the mouth of the Indus ; the south side by a line drawn to Cape Comorin, and the east side by a line from that Cape to the mouth of the Ganges, beyond which Strabo's knowledge of the east did not extend".—Mac. Crindle.

ঊর্বো লিখিত ভারতবর্ষের পরিমাণ ইত্যাদি :—



ঊর্বোর মতে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা ১৬,০০০ ষ্টাডিয়া বা ১৪২৪ মাইল ।
 দ্বিকসিন্ধু নদের প্রকৃত দৈর্ঘ্য ১৮১০ মাইল । প্রাচীন গ্রীকগণ সিন্ধু উৎপত্তি-স্থানের

সহিত যদি পূর্বদিকস্থ অস্তরূপ যোগ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই ৩০০০ হাজার ষ্টাডিয়া লইয়া ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িবে। সিন্ধুনদের মুখ হইয়া বাহুভাগস্থ সমুদ্র দিয়া, পূর্বোক্ত অস্তরূপ লইয়া, ইহার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত পরিমাপ করিলে, দৈর্ঘ্য এইরূপই হইবে। ঐ দেশের লোকাদিককে “কনিয়াকই” (৩২) নামে অভিহিত করা হয়।

অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থকারের বর্ণনার সহিত উপযুক্ত বর্ণনার প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। টিসীয়াস (৪০) বলেন যে, ভারতবর্ষ এশিয়ার অত্যাশ্চর্য্য প্রদেশোপেক্ষা

বিষয় অবগত ছিলেন না। আরিয়ান ইরাটসথিনিস বর্ণিত বিবরণ হইতে ভারতবর্ষের ভৌগলিক-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রকৃতত্ববিদ কানিংহাম সাহেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ‘Ancient Geography of India’ (ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল) গ্রন্থে লিখিয়াছেন ‘যে তৎকালীন ভারতবাসীরা নিজদেশের সঠিক ভৌগলিক-বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।’ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত ‘পৃথিবীর ইতিহাসের’ দ্বিতীয় খণ্ডের “প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক-তত্ত্ব” দ্রষ্টব্য।

(৩২) পম্পোনিয়াস মেলা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমান্ত প্রদেশকে ‘কোলিস’ নামে অভিহিত করা হইত। অশ্ব কোথায়ও ‘কনিয়াকই’ শব্দ দৃষ্ট হয় না।

(৪০) কারিয়ার অশ্ব গর্ত নাইডস নগরবাসী টিদিয়স, চিকিৎসকরূপে অনেক কাল ধরিয়া পারস্তাধিপতি আর্টাক্সারাক্সিসের রাজধানীতে বাস করিতেন। তিনি ‘পার্সিকা’ নামক এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই গ্রন্থের অতি সামান্য অংশ মাত্রই পাওয়া যায়। তিনি ‘ইণ্ডিকা’ নামে আরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে প্রচলিত কিংবদন্তী সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধারণে এই গ্রন্থ অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই উপাদেয় গ্রন্থের বর্তমানই পাওয়া যায়।

আকারে কম নহে। অনিসিক্রিটস ভারতবর্ষ ভ্রমণের এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এইরূপ বিবেচনা করেন। নিয়ার্কাস বলেন যে, কেবলমাত্র সমতলভূমিগুলি ভ্রমণ করিতেই চারিগাস অতিবাহিত হয়। মেগাস্থিনিস এবং ডিমাকস লিখিত পরিমাণ উহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে পরিমিত। ইহাদের মতে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ককেশাস কুড়িসহস্র ষ্টাডিয়ার কম। ডিমাকস বলেন যে স্থানে স্থানে ইহা ত্রিশ সহস্র ষ্টাডিয়ারও অধিক। আমরা পূর্বেই এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণনা আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, এই স্থানে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলের স্মরণ পাত্র।

ভারতবর্ষে অনেক নদী আছে। এই সকল নদীর কতকগুলি সিন্ধু ও গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে; অন্যান্যগুলি সমুদ্রগর্ভে পড়িয়াছে। এই সকল নদীই ককেশাস পর্বত হইতে নির্গতা হইয়াছে (৪১)। পর্বত-গাত্র হইতে নির্গতা হইয়াই তাহার দক্ষিণাভিমুখিনী হইয়াছে। যাহারা সিঙ্কনদের সহিত মিলিতা হইয়াছে, তাহারাই দক্ষিণাভিমুখিনী, অপরগুলি, গঙ্গার গ্রাম পূর্বাভিমুখিনী। গঙ্গা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। গঙ্গা পর্বত হইতে নির্গতা হইয়া সমতল-ক্ষেত্রে পড়িয়া পূর্বাভিমুখিনী হইয়াছে। পর, পালিবোথার চরণ দ্বারা বোত করিয়া, ইহা সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছে। তদ্বার, ইহার একটা মাত্র মুখ (৪২)।

(৪১) উল্লিখিত হইয়াছে যে মাসিদোনিয়ানগণ ইউক্সাইন এবং কাম্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী পর্বতকে ককেশাস পর্বত বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ৩৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪২) ট্রাবোর পুস্তক প্রকাশের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে টলেমি তাহার ভূগোলে গঙ্গার পঞ্চ মুখের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বপ্রথমে টলেমিই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপকূল ভাগের সঠিক বর্ণনা করেন। টলেমি সিঙ্কনদের সাঁটা মুখের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পাটলীন দেশ (৪৩) খেঁচন করিয়া, সিঙ্কু দ্বিমুখী হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের সন্ধিত মিশিত হইয়াছে । ইরাটস্থিনিস বলিয়াছেন যে, এই সকল নদ নদী হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাতে বর্ষাকালে বারিপাত হইয়া সমতল ক্ষেত্র প্রাণিত হয় । বর্ষাকালে শন, ধাতু, তিল, “বসমোরণ” (Bosmoron) ও অগ্ন্যস্ত্র শস্ত এবং শীত ঋতুতে য়েব, গম, ডাল এবং আমাদের অজ্ঞাত অগ্ন্যস্ত্র ভক্ষাদ্রব্য বপন করা হয় । ইথিওপিয়া এবং মিশরে যে সকল জন্তু প্রতিপালিত হয়, ভারত-বর্ষেও সে সকল জন্তু পাওয়া যায় । এই সকল দেশীয় নদীতে যে সকল জন্তু পাওয়া যায়, সিঙ্কুঘোটক বাতীত আর সকল জন্তুই ভারতীয় নদীতে দেখিতে পাওয়া যায় । অনিসিক্রিটস বলেন যে, সিঙ্কুঘোটকও ভারতীয় নদীতে দেখা যায় । অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণাত্যবাসিগণের বর্ণ ইথিওপিয়ানদিগের তায়, কিন্তু তাহাদের মুখ ও চুল অগ্ন্যস্ত্র জাতির তায় । বায়ুর জন্ত তাহাদের চুল কুঞ্চিত হয় না । উত্তরাংশের লোক মিশরবাসীদিগের তায় ।

পরম্পরা শুনিতে পারা যায় যে, সমুদ্রে অবস্থিত তাপ্রোবেণ (৪৪) নামক দ্বীপ ভারতবর্ষের সন্মাপেক্ষা দক্ষিণ অস্ত্রদ্বীপ হইতে দক্ষিণ দিকে সাত দিবসের পথ । এই দ্বীপ ইথিওপিয়ার দিকে ৮০০০ হাজার ষ্টাডিয়া বিস্তৃত । এ দ্বীপেও হস্তী পাওয়া যায় । ইরাটস্থিনিসের

(৪৩) পাটলীন—গ্রীকগণ সিঙ্কুর বর্ষাপকে পাটলীন নামে অভিহিত করিতেন; রাজধানী ‘পাটন’ নামে আখ্যাত হইত ।

(৪৪) তাপ্রোবেণ—লঙ্কাদ্বীপ । লঙ্কাদ্বীপের আয়তন সম্বন্ধে প্রাচীনগণের মধ্যে মতভেদ ছিল । টলেমী লঙ্কাদ্বীপকে তাহার প্রকৃত পরিমাণের চতুর্দশগুণ অধিক বলিয়াছেন । পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার ইহাকে অংকিতার সন্নিকটে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । গ্রীষ্মকাল লিখিত তাপ্রোবেণের বৃত্তান্ত “প্রাচীন ভারতে” উদ্ধৃত হইয়াছে ।

গ্রন্থে এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং এই লেখকের বৃত্তান্তের সহিত অন্যান্য লেখকের সঠিক বৃত্তান্ত যোগ করিলে, ভারবর্ষের বিবরণ পাওয়া যাইবে ।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনিসিক্রিটস তাপ্রোবেণের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতির কথা উল্লেখ না করিয়া উহার আয়তন ৫০০০ হাজার ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মহাদেহ হইতে সমুদ্র-পথে ঐ স্থানে পৌছিতে কুড়ি দিন সময় লাগে ; এই সমুদ্র-পথে যাত্রার নিয়োজিত তরীগুলি তাহাদের পাল ও গঠনের বিশেষত্বের জন্য দ্রুত যাইতে পারে না । মধ্যবর্তী পথে অগ্ন্যাগ্ন দ্বীপ আছে, কিন্তু তাপ্রোবেণ সর্বাপেক্ষা দক্ষিণে অবস্থিত ; ইহার তীরে তিমি-জাতীয় উভচর জন্তু বিচরণ করে এবং উহারা আকারে অশ্ব, বা ঘণ্ড এবং অন্যান্য স্থলচর জন্তুর ন্যায় (৪৫) ।

নিয়ার্কাস নদী দ্বারা বর্ধন-শীল ভূমির নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । হার্মিস, কেসট্রস, মৈয়ান্দ্রস এবং কৈকস নামক সমতল ক্ষেত্রগুলির এক্রূপ নাম-করণ হইয়াছে ; কারণ, পর্বত হইতে নদী সকল আর্দ্র ও উর্বর ভূমি বহন করিয়া আনে এবং প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল সমতল ক্ষেত্র নদী হইতেই উৎপন্ন এবং উহাদিগকে নদীরই অন্তঃভূত, এক্রূপ বলা যাইতে পারে । হেরোডটাসও নীল ও তম্নিকটবর্তী ভূমির সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, এই ভূমি নদীরই উপহার । এই জন্য নিয়ার্কাস বলেন যে নীল নদকে মিশর নামে আখ্যাত করা হয় ।

(৪৫) আমরা “প্রাচীন ভারতে” ইলিয়ান নামক যে ঐতিহাসিকের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি, উহাতে তাপ্রোবেণে প্রাপ্য এক প্রকার বিরাট জন্তুর উল্লেখ আছে ।

আরিষ্টবোলস (৪৬) এইরূপ বলিয়াছেন :—বৃষ্টি এবং বরফ কেবলমাত্র পর্বত ও তাহাদের সামুদ্রেশস্থ ভূমিতেই পড়ে ; সমতল ক্ষেত্রে বৃষ্টি বা বরফ পড়ে না এবং নদীর জল বৃদ্ধি না হইলে, উহার প্রাবিত হয় না । শীতকালে পর্বতগুলি বরফাবৃত হয় এবং বসন্তের প্রারম্ভে, দিবারাত্র অবিরত বৃষ্টিপাত হয় । আর্কটুর্বাসের (৪৭) উদয় হওয়া পর্য্যন্ত ইটিসিয়ান বাতাস বহিতে থাকে । বরফ গলিয়া যাওয়াতে এবং বৃষ্টির দ্বারা জল বৃদ্ধি হইয়া, নদী সকল সমতল ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করে । আরিষ্টবোলস বলেন যে, এই সকল ঘটনা, যখন তাঁহারা পারোপামিসানাই হইতে ভারতবর্ষাভিমুখীন হইয়াছিলেন তখন এবং যখন তাঁহারা আসপেসিরষ্ট এবং আসাকানিয়ানগণের অধিকৃত পার্শ্বপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন, তখনই ঘটিয়াছিল । তাঁহারা বসন্তের প্রারম্ভে সমতলক্ষেত্রে পৌছিয়াছিলেন ; তথা হইতে তক্ষশীলা নামক বৃহৎ নগরে এবং পরে, হাইডাসপিস পৌছিয়া, তথা হইতে পোরসের রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন । শীত ঋতুতে বারিশপাত হয় নাই ; তবে, অনবরত তুষার-পাত হইয়াছিল । যখন তাঁহারা তক্ষশীলায় ছিলেন, তখনই প্রথম বারিশপাত হয় । হাইডাসপিস নদী দিয়া অগ্রসর হইয়া ও পোরসকে দমন করিয়া, পূর্বাদিকে হাইফানিস পর্য্যন্ত ঘাটরা তিনি পুনরায় হাইডাসপিসে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । এই

(৪৬) কাসান্দ্রিগনিবাসী আরিষ্টবোলস আলেকজান্ডারের সহগামী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিযানের এক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী ছিলেন এবং প্রকাশ এই যে, তিনি ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ।

(৪৭) গ্রীষ্মকালে কুমধাসাগরে এই বায়ু প্রবাহিত হয় । প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করিতেন যে নিরিয়ান নদীর উৎসের পূর্বে ৪০ দিন ধরিয়া ইজিয়ান সমুদ্রে এই বাতাস প্রবাহিত হইত । আর্কটুর্বাস হেমন্ত ঋতুর নিদর্শন ।

সময়ে, বিশেষতঃ যখন ইটিমিয়ান বাতাস প্রবাহিত হইত, তখন অমবরত বারিপতন হইত। আর্কটুরাস উদিত হইলে বারিপতন বন্ধ হইয়াছিল। হাইডাসপিস তীর্থে কিছু দিন রণতরী নির্মাণে অতিবাহিত করিয়া, তাঁহারা প্লিয়াডিসের (৪৮) অন্তঃগমনের কিয়দিবস পূর্বে পাল বিস্তার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন এবং হেমন্ত, শীত, বসন্ত এবং গ্রীষ্মকাল নিয়গামী যাত্রায় অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা সিটিয়াসের উদয় হইবার প্রাক্কালীন পাটলে পৌছেন। তাঁহারা দশ মাস এই জলযাত্রায় অতিবাহিত করেন, কিন্তু ইহাও মধ্যে একদিনও বৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু নদী সকল জলপূর্ণ ছিল এবং তাহারা সমতল ক্ষেত্র-গুলিকে প্রাবিত করিয়াছিল। প্রতিকূল বায়ুর জন্য সমুদ্র-যাত্রা সম্ভব হয় নাই।

নিয়ার্কাসও উপযুক্ত মর্মে লিখিয়াছেন; কিন্তু, গ্রীষ্মকালীন বারিপতন সম্বন্ধে, নিয়ার্কাস আরিষ্টোবোলসের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। নিয়ার্কাসের মতে, গ্রীষ্মকালেই অধিক বারিপতন হয়, এবং শীত ঋতুতে আদৌ বারিপতন হয় না। উভয় লেখকই নদীর জলবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, যখন তাঁহারা আকেসাইন তীরে ছাউনি ফেলিয়াছিলেন, তখন নদীর জল-বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা উচ্চভূমিতে গটাপাসগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উত্তরায়ণ সংক্রান্তির সময় ঘটিয়াছিল। বিরূপ পরিমাণে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়াছিল, আরিষ্টোবোলস তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নদীর জল ৪০ হাত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই ৪০ হাতের মধ্যে ২০ হাত নদীর কিনারা পূর্ণ করিয়াছিল; অবশিষ্টে ক্ষেত্র প্রাবিত হইয়াছিল। উচ্চ ভূমির উপরে-স্থিত নগরগুলি যে দ্বীপের ভ্রায় হইয়াছিল, উভয়ে তাহাও

স্বীকার করেন। আর্কটুরাস অন্তর্গামী হইলে জল কমিতে থাকে। উভয়ে ইহাও বলেন যে, ভূমি আর্দ্র থাকিতেই বীজবপন করা হয়, এবং যদিও সাধারণ শ্রমিক দ্বারা ই ভূমি কথিত হয়, তত্রাপি যাহাট বপন করা হউক না কেন, তাহাতেই সুন্দর ফসল হয়। আরিষ্টেবোলস বলেন যে, জল-মধ্যেই ধান্য বপন করা হয় এবং জলমধ্যেই উঠারা জন্ম লয়। ধান্যের গাছগুলি চারি হাত উচ্চ হয়; অনেকগুলি শীস হয় এবং এক একটীতে প্রচুর ধান্য জন্মে। প্লিনাডিসের অন্তর্গমনের কিয়দ্বিবস পূর্বে ধান্য সংগৃহীত হয় এবং বার্ণির ন্যায় ইহারও তুষ ছাড়ান হয়। ধান্য অনাত্রও জন্মে। বাকট্রিয়া, বাবিলন, সোসিস এবং নিম্ন সিরিয়ায়ও ধান্য জন্মে। মেগিলস বলেন যে, বর্ষার পূর্বে ধান্য বপন করা হয় এবং ইহার জন্য জল-সেচন করিতে হয় না, ইহাদের প্রতিরোপণেরও আবশ্যকতা নাই; কারণ ধান্য-বৃক্ষতেই প্রচুর জল থাকে। অনিসিক্রিটস বসম্বরণ সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা গমের অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র এবং ইহা নদীতীরে জন্মে। তুষ ছাড়াইয়া, পরে ইহাকে ভিজিত করা হয় এবং ভিজিত হইবার পূর্বে বাঁহাতে বীজ রপ্তানী না হয়, তজ্জনা অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

মিশর ও ইথিওপিয়ায় সহিত ভারতবর্ষের কি বিভিন্নতা ও কি সাদৃশ্য আছে এবং দক্ষিণ দিক হইতে বারিপতন হইয়া যখন নীল নদের জল বৃদ্ধি পায়, তখন ভারতবর্ষের নদীর জল উত্তর দিকের বারিপতনে বৃদ্ধি পায় এবং মধ্যবর্তী প্রদেশে কেন বৃদ্ধি হয় না, এই সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কারণ, থিবইস ও মিরোর নিকটবর্তী দেশ এবং ভারত-বর্ষে পাটলীন ও হাইডার্নাপিসের মধ্যবর্তী দেশে বস্তুতঃ বৃষ্টিপাত হয় না। কিন্তু এতদ্বাতীত অন্যান্য দেশে যে যে স্থানে বৃষ্টি ও তুষার-পাত হয়, সে সকল দেশও ভারতবর্ষের ন্যায় কুণ্ঠ হয়, কারণ, বৃষ্টি ও তুষারেও জমি আর্দ্র হয়। পূর্বোক্ত গ্রন্থকার বাহা বলিয়াছেন

তাঁহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষে ভূমিকম্প হয়, কেন না, অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিদ্র হয় এবং সে জন্য নদীর গতিরও পরিবর্তন হয়। তিনি বলেন যে, যখনই কোন কার্য-ব্যাপক্ষে তিনি তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখনই দেখিতে পাইয়া ছিলেন যে, সহস্র সহস্র গ্রাম ও নগর বিশিষ্ট জনপদ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ইহার কারণ এই যে, সিদ্ধ নিজ গতি পরিবর্তন করিয়া বামদিকস্থ জনপদে জলপ্রপাতের ন্যায় পতিত হওয়াতে এক্ষণে আর দক্ষিণের ভূমি প্লাবিত করে না (৪৯)।

অনিসিক্রিটসও নিজগ্রাঙ্ঘে নদীপ্লাবনের কথা বলিয়াছেন। অনিসিক্রিটস বলিয়াছেন যে, পলি পড়াতে, উপকূলগুলি জলাভূমি পূর্ণ। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসরেই দুইবার করিয়া পুষ্প ও শস্য হয়। ইহা হইতে ভারতবর্ষের ভূমি কিরূপ উর্বর তাহা বোঝাইবে। ইরাটস্‌থিনিসও এই মর্মে লিখিয়াছেন। তিনিও শীত ও গ্রীষ্মকালে দুইবার বপনের কথা বলিয়াছেন এবং উভয় ঋতুতেই যে বর্ষা হয়, তাহাও বলিয়াছেন। লতাব মূলদেশ অত্যন্ত মিষ্ট, কারণ, বৃষ্টি ও নদী উভয়েরই জল সূর্য্যের কিরণদ্বারা তপ্ত হয়। লতাব মতে ঠিক এই কারণেই, সকল বৃক্ষের শাখা হইতে শকটের জন্য চক্র নির্মিত হয়; তাহার অত্যন্ত নমনীয় এবং এই কারণেই ঐ দেশীয় বৃক্ষে পশম জন্মে। নিয়ার্কাস বলেন যে ভারতবাসীদের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট কার্পাস নির্মিত বস্ত্র এই সকল বৃক্ষের পশম হইতেই (৫০) নির্মিত হইয়াছিল। গদি এবং জীন পূর্ণ করিবার জন্য ম্যাসিদোনি-

(৪৯) সিদ্ধ বহুকাল হইতে ক্রমেই পূর্বে হইতে পশ্চিমে সরিয়া বাইতেছে।

(৫০) “ভারতব. ক’র পশম পাওয়া যায়। একপ্রকারে সূত্র নির্মিত হয়—
অস্ত্র প্রকার বালিস ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।” (Mac Crindle)

মানগণ এই পশমই ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে নল হইতে এক প্রকার মধু পাওয়া যায় (৫১)। সে দেশে মৌগাছি নাই। নিয়াকাস এক প্রকার ফলবান বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহার ফল আহার করিলেই মত্ততা আনয়ন করে।

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে। তন্মধ্যে, যে বৃক্ষের শাখা নিম্নগামী ও যাহার পত্রগুলি আকারে ঢালের ন্যায়, সেই বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত মৌসিকানস্ দেশের বিবরণ (৫২) পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণন করিবার সময়, অনিসিক্রিটস বলেন যে অনেক বৃক্ষের শাখা ছাদশ হস্ত দীর্ঘ। এই সকল শাখা গুলি নিম্নগামী হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করে। তৎপরে, ঐ সকল শাখাগুলি মৃত্তিকাগর্ভে প্রবেশ করিলে, অন্যান্য রোপিত বৃক্ষের ন্যায় উহাদের শীকড় জন্মে। পুনর্ব্বার তাহারা উদ্ধমুখী হইয়া বৃক্ষের ন্যায় হয় এবং পুনরায় পূৰ্ণোক্ত রূপে ভূগর্ভে প্রবেশ করে। তিনি বৃক্ষের আকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তাহাদের কাণ্ড পাঁচজন লোকেও বেঠেন করিতে পারে না। আকিসাইন ও হিয়ারোটিসের (৫৩) সম্মুখল, আরিষ্টবোলস এরূপ বৃহৎ বৃহৎ

(৫১) সম্ভবতঃ গ্রন্থকার এই স্থলে ইক্ষুদণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পরবর্ত্তী স্থলে গ্রন্থকার বটবৃক্ষের কথা বলিতেছেন।

(৫২) ম্যাক্রিওলের মতে এই রাজ্য সিন্ধুর উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল। সেন্ট মার্টিন নামক পাণ্ডিত্য পণ্ডিত বলেন যে মোগলগণ এই মৌসিকানিসগণের বংশধর।

(৫৩) আরিয়ান এবং কাটীগাস ইরাবতীকে হাইড্রাওটাস বলিয়াছেন। টলেমি ইহাকে আফ্রিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই সমুদ্রমূল মূলতান হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত কিন্তু আলেকজান্দারের সময় ইহা মাত্র পঞ্চাশ মাইল ব্যবধান ছিল।

এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিয়াছেন যে, দ্বিপ্রহরের দারুণ গ্রীষ্মেও এক একটা বৃক্ষতলে পঞ্চাশটা করিয়া অঝোরোহী আগ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। আরিষ্টেবোলস্ অন্য এক প্রকার বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৃক্ষের ফল দশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ইহার কল মধুপূর্ণ। কিন্তু বাহারা এই ফল আবাদন করিয়াছিল, তাহারা সহজে নিজ জীবন লইয়া পলায়নে সক্ষম হয় নাই (৫৪)। কিন্তু বৃক্ষাদির আকার প্রসঙ্গে যে সকল গ্রন্থকার বলেন যে হিরানেটিসের নিকট একগু বৃক্ষ আছে যে দ্বিপ্রহরে তাহাদের ছায়া ৫ ষ্টাডিয়া ভূমির উপর পড়ে, তাহারা সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। আরিষ্টেবোলস পশম বৃক্ষের বর্ণনা কালে বলিয়াছেন যে, ঐ বৃক্ষের ফলের অভ্যন্তরে একটা করিয়া প্রস্তুত থাকে। এই প্রস্তুত নিষ্কাশিত করিয়া ফলের অধিকাংশকে পশমের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আরিষ্টেবোলস বলিয়াছেন যে মোসিকানস দেশে এক প্রকার গম ও মদ্যপ্রদায়িনী এক প্রকার লতা জন্মে। কিন্তু, অন্যান্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মদ্য পাওয়া যায় না (৫৫)। এই জনাই আনাকারসিস (৫৬) বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের বংশী, থল্লনী, ঢকা এবং বাহুরদিগের ব্যবহৃত ঘর ঘর শব্দকারী ব্যতীত অন্য যন্ত্র নাই। আরিষ্টেবোলস এবং অন্যান্য গ্রন্থকার বলেন যে, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার ভেবজ ওষধি এবং যে সকল লতা হইতে রং উৎপাদিত হয়, তাহাও যথেষ্ট

(৫৪) ফালকোনর সাহেব বলিয়াছেন যে সম্ভবতঃ ইহা Carouba ফল।

(৫৫) কাট্ট্রাস বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে মদ্য ব্যবহৃত হইত কিন্তু মেগাস্থিনিস স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে ভারতীয়গণ কেবল মাত্র পূজার সময় মদ্য ব্যবহার করিত। প্রাচীন ভারতে মদ্যপানকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত।

(৫৬) সিথিয়া দেশীয় আনাকারসিস বৈদেশিক হইলেও আথেলে প্রসিদ্ধি লভ করিয়াছিলেন এবং প্রথিত নামা নিয়ম প্রবর্তক সোলনের বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন।

পাওয়া যায় (৫৭)। আরিষ্টবোলস ইহাও বলিয়াছেন যে কেহ কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আবিষ্কার করিলে, যদি সে বিষাক্ত দ্রব্য আবিষ্কার না করিতে পারে, তাহা আইনানুসারে তাহার মৃত্যু-দণ্ড হয়। বিষাক্ত দ্রব্য আবিষ্কার করিলে পুরস্কৃত হয়। আরও, ইথিওপিয়া দেশের ন্যায় ভারত-বর্ষে দারুচিনি, স্পাইকনার্ড (৫৮), এবং অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য জন্মে। এই সকল দেশে সূর্যের উত্তাপ একই প্রকার প্রথর কিন্তু অন্যান্য দেশ-পেক্ষা এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পড়ে। এই জন্য তথাকার জলবায়ু আর্দ্র, দেশ উর্বরা এবং স্বাস্থ্যকর। এই জন্য অন্যান্য দেশপেক্ষা ভারত-বর্ষের জন্ত সকল বৃহদাকারের। নীলনদও এই জন্য দেশকে উর্বরা করে এবং ইহাতে বৃহৎ জলচর জন্তু জন্মে। মিশর দেশীয় জীলোকগণও এত বহু-প্রসবিনী যে তাহারা কখন কখন একেবারে চারিটী সন্তান প্রসব করে। আরিষ্টবোলস বলিয়াছেন যে, একটী জীলোক একবারে সাতটী সন্তান প্রসব করিয়াছিল (৫৯)। তিনি নীলকে এই জন্য উর্বরা ও পুষ্টিকারী বলিয়াছেন যে, সূর্যের উত্তাপ অপকারী দ্রব্যকে বাষ্পীভূত করিয়া, কেবল পুষ্টিকর দ্রব্যকেই রাখিয়া যায়।

এই জন্য অপর নদ নদীর জল উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ উত্তাপ আবশ্যক হয়, নীলের জল উষ্ণ করিতে উহার অর্দ্ধাংশ আবশ্যক হয়। নীলনদ অপেক্ষা ভারতীয় নদ নদীগণ অধিক পুষ্টিকারী এবং সেই জন্য

(৫৭) অন্যান্য রংয়ের মধ্যে নীলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে নীলের চাষ হইতেছে।

(৫৮) স্পাইকনার্ড—লতা বিশেষ। “As a perfume and a stimulant medicine, it has always been hold in great esteem.”

(৫৯) বাস্তবিক পক্ষে আরিষ্টটেল মাত্র পাঁচটির কথা তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয় নদীর তিনি জাতীয় জীবগণ নীল নদের জন্তুগণ অপেক্ষা আকাশে বৃহৎ ও সংখ্যাগুণ অধিক ।

আরিস্টোবোলসের দলবর্জীগণ ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না এবং তাঁহারা বলেন যে, ভারতীয় ক্ষেত্রগুলিতে বৃষ্টিপতন হয় না । যাহা হউক, অনিসিক্রিটস বিবেচনা করেন যে জলের জ্যানই ভারতীয় জন্তুগুলির বিশেষত্ব এবং তিনি প্রমাণস্বরূপ বলেন যে বৈদেশিক জন্তুগণ এই জল পান করিলেই তাহাদেরও বর্ণ এই দেশীয় পশুর ন্যায় হয় । তিনি যথা বলেন তাহা সত্য বটে কিন্তু তিনি ইথিওপিয়ানদিগের বর্ণ ও কুঞ্চিত কেশের জন্য মাত্র তদেশীয় জলের দোষ দিয়া এবং থিওডিক্টস্ (৬০) নিম্নোক্ত মর্মে সূর্য্যকে নিন্দা করা ব জন্য তাহাকে দোষী করিয়া ভ্রম করিয়াছেন । থিওডিক্টস্ বলিয়াছেন যে, সূর্য্যদেব নিজ রণ ইথিওপিয়ানদিগের দেশের নিকট দিয়া চালিত করাত, চক্রোখিত ধূমে তাহাদের চন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ঐ ধূমে তাহাদের কেশগুলি কোমল হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয় । অনিসিক্রিটসের একরূপ বলিবার কারণ আছে । যদিও সূর্য্য অপর দেশোপেক্ষা ইথিওপিয়ানদিগের অধিক নিকট দিয়া ভ্রমণ করেন না, কিন্তু তথাপি সূর্য্যের উত্তাপ এ দেশে লম্বানভাবে পতিত হয় এবং এই জন্য থিওডিক্টস্ সূর্য্য ইথিওপিয়ানদিগের সন্নিহিত, একরূপ বলাতে নিশ্চয়ই ভ্রম করিয়াছিলেন । বিশেষতঃ, সূর্য্যের উত্তাপেই তাহাদের ঐরূপ বর্ণ হয় না । কারণ, গর্ভস্থ সন্তানেরও ঐরূপ বর্ণ । যাহারা বলেন যে, সূর্য্যের উত্তাপে চন্দ্রের আদ্রতা শুষ্ক করিয়া একরূপ বর্ণ হয়, সম্ভবতঃ তাহাদের মতই অধিক বিশ্বাস যোগ্য । এই জন্য আমরা বলি

(৬০) থিওডিক্টস্ মাসিদনাদিগণি ফিলিপের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন । জীবনের অনেক সময় আথেলে অভিযাহিত করিয়াছিলেন এবং তথায় বিরোধান্ত নাট্যকার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।

যে, ভারতবাসীদের চুল পশমের ন্যায় নহে এবং তাহাদের বর্ণও ইথিও-
পিয়ানগণের ন্যায় নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষের জল
বায়ু আর্দ্র। পিতার কোন ব্যাধি থাকিলে, যেক্রপ সন্তানেরও অনেক
সময় ঐ ব্যাধি হয়, তক্রপ সন্তানের বর্ণও পিতার বর্ণের উপর নির্ভর
করে। স্বর্ঘ্য যে সকল মনুষ্য হইতেই সমদূরবর্তী, এ কথা আমরা ইন্দ্রিয়
দ্বারা বোধ করিতে পারি। কিন্তু অনিসিক্রিটস যে অর্থে স্বর্ঘ্যকে ইথিও-
পিয়ানদিগের নিকটবর্তী বলেন, বস্তুতঃ সে অর্থ সমীচীন নহে।

যাহারা ভারতবর্ষের সহিত মিশর ও ইথিওপিয়ায় তুলনা করিয়া
উহাদের সমতুল্য মনে করে, তাহারা ইহাও স্বীকার করে যে, যে সকল
ক্ষেত্র প্রাবৃত হয় না, তথায় জলাভাবে ফসল উৎপন্ন হয় না। নিয়ার্কাস
বলেন যে, নীলনদের জল কি জন্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে
ভারতীয় নদীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া ও তাহারা গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির জন্য বৃদ্ধি পায়,
ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি বলেন যে, আলেকজান্দার হাইডাসপিসে
কুস্তীর দেখিয়া এবং আকিসাইনে মিশর দেশীয় সীম দেখিয়া নীল
নদের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, এক্রপ মনে করিয়াছিলেন এবং
ঐ নদীদ্বারা মিশর পৌছিবার আশায় রণতরি সজ্জিত করিয়া যাত্রা করি-
বার উপক্রম করিয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উহা অসম্ভব। কারণ
“মধ্যস্থলে বৃহৎ ২ নদী ও দ্রুতর প্রবাহ এবং প্রথমেই সমুদ্র” (৬১) পরে,
আরিয়ানি, পারস্তোপসাগর, আরব এবং ট্রোগলোডাইটসের দেশ।
আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, নদী, বাতাস, বৃষ্টি এবং জলপ্লাবন সম্বন্ধে
উহাই লেখকগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।

(৬১) মহাকবি হোমর লিখিত “For midway were mighty rivers
and formidable streams, And first the ocean” টাবো নিম্ন ব্রহ্মে ভাবান্তরিত
করিয়াছেন।

কি প্রকারে নদী সকল ভৌগোলিক হিসাবে উপকারী এবং ঐতিহাসিকগণই বা কিভাবে তাহাদের বর্ণনা করিতেছেন, আমরা এই সকল নদী সম্বন্ধে সেই সকল বিষয় আলোচনা করিব। বিশেষতঃ নদী সকলই দেশের স্বাভাবিক সীমা নির্দেশ ও তাহাদের আকৃতি নির্ধারণ করে এবং সেই জন্য এই গ্রন্থে তাহাদের বর্ণনার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। নিল নদ ও ভারতীয় নদ নদীগণের অন্যান্য দেশের নদী অপেক্ষা এই সুবিধা যে, তাহারা না থাকিলে মিশর ও ভারতবর্ষে বাস করা যায় না। নদীদ্বারাই এই সকল দেশ ভ্রমণ করিতে পারা যায়, ভূমি কর্ষণকরা সম্ভব এবং নদী না থাকিলে এই সকল দেশ অনধিগম্য ও বাসেরও অসম্ভবপযোগী হয়। এক্ষণে আমরা যে সকল নদী সিন্ধুর সহিত মিলিতা হইয়াছে এবং তাহারা যে সকল দেশে প্রবাহিতা হইতেছে, তাহাদের বর্ণনা করিব। অন্যগুলি সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তদপেক্ষা আমাদের অজ্ঞানতাই অধিক। যাহারা দারিয়াসকে (৬২) বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক হত্যা করিয়া বাকট্রিয়ার সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, আলেকজান্দার (যিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য সমধিক সম্মান পাইবার যোগ্য,) প্রথমতঃ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করাই স্থির করিলেন। এই জন্য তিনি আরিয়ানি-য়ানদের মধ্যদিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পরে, ভারতবর্ষ দাক্ষিণে রাখিয়া তিনি পারোমামিসাস উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া বাকট্রিয়া পৌঁছিলেন। এদিকস্থ যে সকল দেশ পারসিকদিগের অধীনে ছিল, তাহাদের স্বাধিকারভুক্ত করিয়া এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্যকেও পরাজিত করিয়া যে ভারত সম্বন্ধে তিনি নানা স্থান হইতে নানা প্রকার

(৬২) দারিয়স—পারস্তাধিপতি। আলেকজান্দার ইহাকে পরাভূত করেন এবং পরে ইহার কন্যাকে বিবাহ করেন। আলেকজান্দার-হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন কালীন নিজকর্ণচাকারী-হস্তে হত হইয়াছিলেন।

বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ভারত বিজয়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইল ।
 এক্ষণে তিনি পশ্চাৎগমন করিয়া ও ভারতবর্ষকে বামপার্শ্বে রাখিয়া পুনরায়
 ঐসকল পর্বতাবলী উত্তীর্ণ হইলেন । পরে, তিনি পুনরায় ভারতবর্ষ ও
 তাহার পশ্চিমদিকস্থ নদী ও কোফেস ও চোয়াসপেসের (৬৩) দিকে
 অগ্রসর হইলেন । শেবোক্ত নদী বান্দোবিন ও গণ্ডোরিদিস (৬৪) দিয়া
 প্রবাহিত হইবার কালীন গোরাই নগর হইয়া প্লোমিরিয়ানের (৬৫) নিকট
 কোফেসের সহিত মিলিতা হইয়াছে । আলেকজান্দার অনুসন্ধান করিয়া
 জানিতে পারিলেন যে, বাসের পক্ষে পর্বতাবলী ও উত্তরদেশ সর্বাপেক্ষা
 উপযুক্ত এবং উর্বরা । দক্ষিণাত্যে স্থানে ২ বর্ষা হয় না ; আবার স্থানে ২
 জলপ্লাবন হয় (৬) । কোন ২ স্থানে রৌদ্রের তেজ এত প্রখর যে সে
 সকল স্থান পশুর বাসের উপযুক্ত, মনুষ্যের নহে । এই জন্য তিনি যে
 সকল স্থান সুন্দর, সেগুলি অধিকারে মনস্থ করিলেন এবং স্থির করিলেন
 যে, যে সকল নদী বক্রভাবে প্রবাহিতা হইতেছে, তাহাদের উৎপত্তি স্থান

(৬৩) কোফেস—কাবুল-নদী । এই নদীকে আরিয়ান 'কোফেন' এবং টলেমি
 'কায়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । আরিয়ান বলিয়াছেন যে 'কোফেন' পিউকেলাটিসের
 দেশে উৎপন্ন হইয়া সিন্ধুর সহিত মিলিতা হইয়াছে । চোয়াসপেস—কাবুল-নদীর
 শাখা—বর্তমান নাম কুন্যর ।

(৬৪) গান্ডোরিদিস—গান্ধারদেশ—বর্তমান কান্দাহার । গান্ধার অতি প্রাচীন নাম ;
 বেদে ও মহাভারতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় । গান্ধার-রাজ্য কাবুল-নদীর উত্তর পার্শ্বেই
 বিস্তৃত ছিল ।

(৬৫) সম্ভবতঃ, জালালাবাদের সম্মুখটহ কোন স্থান ।

(৬৬) বর্তমানেও দেখা যায় যে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অধিক বর্ষা হয় ; আবার
 স্থানে স্থানে আদৌ বর্ষা হয় না । শেবোক্ত স্থান সমূহে পরঃপ্রণালী দ্বারা ভূমি কর্ষণ
 করিতে হয় ।

উত্তীর্ণ হওয়াই সুবিধাজনক । তিনি ইহাও অবগত হইলেন যে অনেক-
গুলি নদী একত্রীভূতা হইয়া একটা নদীতে পরিণতা হইয়াছে এবং নৌকা-
বাতীত এসকল দেশে গমনাগমন অসম্ভব । যদি তাঁহার গতিরোধ হয়,
এই আশঙ্কায় তিনি কোফিস উত্তীর্ণ হইয়া পূর্বদিকস্থ পার্শ্বতা দেশ জয়
করিলেন ।

কোফিসের পরেই সিন্ধু ; পরে হাইডাসপিস ; তৎপরে, আকিসাইন
এবং হিরারোটাস এবং সকলের পরে, হাইফানিস । তিনি ইহার অধিক
দূরে অগ্রসর হন নাই । কারণ, প্রথমতঃ দৈববাণীর নিষেধ এবং দ্বিতী-
য়তঃ তাঁহার সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ব্যুষ্টিপাতের জন্য অত্যন্ত কষ্ট
পাইতেছিল । আমরা এই জন্য হাইফানিস নদীর পূর্বাঞ্চল ও
আলেকজান্দারের পরবর্তীকালের হাইফানিস হইতে গঙ্গা ও পালিবোথ্রার
মধ্যবর্তী যে স্থানের বৃত্তাস্ত বিবরিত হইয়াছে, তাহাই জানিতে পারি ।
কোফিস নদীর পরেই সিন্ধুনদ । এই দুই নদীর মধ্যবর্তীদেশ আষ্টাকেনই,
(৬৭) মাসিয়ানই, নিসেইআই এবং আসপেসিয়াই কর্তৃক অধিকৃত । ইহার
পরে আসাকেনদের দেশ ; এই দেশের রাজধানীর নাম মাসাগা (৬৮) ।

(৬৭) আরিয়ান বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের অভিযানকালে আন্তিস নামক
এক নরপতি সিন্ধুতীরবর্তী পিউকোলাইটিস প্রদেশ শাসন করিতেন । সম্ভবতঃ, এই
এদেশবাসীরাই আষ্টাকেনই নামে অভিহিত হইত । পিউকোলাইটিস কাহারও কাহারও
মতে গাকারের অন্ততম রাজধানী ।

(৬৮) মাসাগা নামক সুরক্ষিত নগরী আলেকজান্দারের গতিরোধ করিয়াছিল
টলেমি, তাঁহার ভূগোলে ইহা উল্লেখ করেন নাই । আসাকেনসগণ ২০, হাজার পদাতিক
৩০ হাজার অশবাহী ও ৩০টা হস্তীসহ আলেকজান্দারের গতিরোধ করিয়াছিল ।
এইস্থানে আলেকজান্দার আহত হইয়াছিলেন । মাসাগা অধিকারের পরে রাণী ক্লিওক্সিস
আলেকজান্দারের অঙ্গশায়িনী হইয়াছিলেন । Vincent Smith : Early History
of India Page 5.

সিদ্ধনদের পরেই পিউকোলাইটস (৬৯) নামক নগর। এই নগরের নিকটবর্তী স্থানে, আলেকজান্দার নিজ সৈন্যের পায়াপায়ের জন্য একটা সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন।

তক্ষশীলা (৭০) সিদ্ধ ও হাইডাসপিসের মধ্যবর্তী। ইহা একটা বৃহৎ নগর এবং ইহার আইনাদিও উত্তম। নিকটবর্তী প্রদেশ বহু-জনা-কীর্ণ ও উর্বরা। অধিবাসীবৃদ্ধ ও তাঁহাদের রাজা তাক্সিলীশ আলেকজান্দারের অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহারা আলেকজান্দারকে যাহা উপহার স্বরূপ প্রদান করেন, তদপেক্ষা অধিক মূল্যের উপহার আলেকজান্দারের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। একরূপ ব্যবহারে, ম্যাসিদোনিয়ানগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া বলে যে, আলেকজান্দার সিদ্ধনদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে যানের উপযুক্ত ব্যক্তি পান নাই (৭১)।

কাহারও কাহারও মতে এই দেশ মিশরাপেক্ষাও বৃহৎ। এই দেশের

(৬৯) ৩৭ টকা ট্রটব্য। কেহ কেহ ইহাকে গাক্কার রাজ্যের অন্ততম রাজধানী বলেন।

(৭০) সিদ্ধুর পূর্বতীরে কালা-কা-সেই নগরের নিকটে এই বিরাট নগরীর ধ্বংস-বশেষ রহিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষ পূর্ব পশ্চিমে দুই মাইল ও উত্তর দক্ষিণে তিন মাইল বিস্তৃত। তক্ষশীলাধিপতি বীরবর পোরসই আলেকজান্দারকে উত্তর করিয়াছিলেন যে তিনি “রাজার মতই” ব্যবহৃত হইতে চান।

(৭১) কার্টিয়াস বলিয়াছেন যে “তাক্সিলীশ” আলেকজান্দার ও তাঁহার প্রত্যেক বন্ধকে হুণ্ড মুকুট ও অন্যান্য মণিমুক্তা প্রদান করেন। আলেকজান্দার এই সকল উপহার প্রত্যর্পণ করিয়া তক্ষশীলাধিপতিকে ত্রিশটা হুসজ্জিত অশ্ব, এক সহস্র টালেণ্ট (প্রত্যেক টালেণ্টের বর্তমান মূল্য ২১৩ হইতে ২৩৫ পৌণ্ড) ও মহার্ঘ বস্ত্র সমূহ উপহার বরণ প্রদান করেন।

উত্তরে পর্কিত মধ্যে অভিসারের রাজ্য (৭২)। দূতমুখে আমরা অবগত হইলাম যে ইহাতে ৮০ ও ১৪০ হাত দীর্ঘ দুইটা সর্প আছে। আমরা এই বৃত্তান্ত অনিসিক্রিটসের (৭৩) নিকট হইতে জানিতে পারি। অনিসিক্রিটস যেরূপ আলেকজান্দারের প্রধান রণতরী পরিচালক ছিলেন, তদ্রূপ তিনি প্রধান গল্প রচয়িতাও ছিলেন। আলেকজান্দারের সঙ্গিগণ সত্য অপেক্ষা অসত্যকেই অধিক পছন্দ করিত; কিন্তু, অনিসিক্রিটস এ বিষয়ে, অত্যাশ্চর্য্যপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার কতকগুলি বর্ণনা সত্য ও লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য এবং কেহ সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও, সেগুলি পরিত্যাগ করা কোন কারণেই যুক্তি সম্মত নহে। অত্যাশ্চর্য্য লেখকগণও এই সর্পগুলির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, অধিবাসিগণ ইমদই (৭৪) পর্কিতে এইগুলি অন্বেষণ করে এবং গুহা মধ্যে প্রতিপালন করে।

হাইডাসপিস ও আকিসাইনের মধ্যবর্তী স্থান পোরসের রাজ্যের

(৭২) আরিয়ান ইহাকে ভারতীয় পার্কিত্য জাতিগণের অধিপতি বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ বর্তমান কাশ্মির রাজ্য ইহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পোরসের বন্ধু হইলেও, তিনি পোরসকে সাহায্য করেন নাই। যদি যথাসময়ে অভিসার পোরসকে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে আলেকজান্দারের নদীপার হওয়া সুকঠিন হইত। অভিসারের নিকট পোরসের পরাজয় সংবাদ পৌছিলে, তিনি আলেকজান্দারের নিকট উপহার সহ দূত প্রেরণ করেন এবং মাসিদনাদিপতি সমানদের সহিত এই দৌত্য-বাহিনীর অভ্যর্থনা করেন।

(৭৩) অনিসিক্রিটসের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি আলেকজান্দারের প্রিয় রপাত্র ছিলেন এবং ভারতীয় অভিযান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আলেকজান্দার অনিসিক্রিটসকে সুবর্ণ-মুকুট উপহার দেন।

(৭৪) পশ্চিম হিমালয়।

অস্তিত্ব। টোহা প্রায় তিনশত নগর বিশিষ্ট বৃহৎ উর্বরা জনপদ।
 টেমদই পর্বতের সন্নিকটে বনে আলেকজান্দার রণতরী নির্মাণের
 জন্য অনেকগুলি দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন। তিনি
 হাইডাসপিসে এই সকল কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া, এই নদীতীরে যে সকল
 নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকটে রণতরী সমূহ প্রস্তুত
 করিয়া ও নদী পার হইয়া, তিনি তাঁহার অশ্বের নামানুযায়ী ঐ সকল
 নগরের একটীর বৌকিফালিয়া বলিয়া নামকরণ করেন। কপোলের
 প্রশস্ততার জন্য, পোরসের সহিত যুদ্ধে যে অশ্ব হত হইয়াছিল, সে ঐ
 নামে খ্যাত হইয়াছিল (৭৫)। যুদ্ধের সময় আলেকজান্দার ইহার
 পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিতেন। যুদ্ধজয়ের চিহ্নস্বরূপ তিনি নিকাটয়া
 নামে অন্য একটি নগর স্থাপন করেন। এই মাত্র যে বনের কথা উল্লেখ
 করা হইল, কথিত হয় ঐ বনে অস্বাভাবিক আকারের বৃহৎ লাকুল বিশিষ্ট
 অনেক বানর আছে। মাসিদোনিয়ানগণ এক সময়ে, এই আকারের
 এক দল বানরকে পর্বতশৃঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান দেখাতে, উহা-
 দিগকে শত্রুসৈন্য বিবেচনা করিয়া আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল। তাকি-
 লিস সেই সময়ে আলেকজান্দারের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার নিকটে সত্য
 ঘটনা অবগত হইয়া, আলেকজান্দার আক্রমণে বিরত হন (৭৬)। উই
 প্রকারে এই জন্তকে শিকার করা হয়। বানরগণ অত্যন্ত অমুকাবরণ প্রিয়
 জন্তু, এবং ইহারা বৃক্ষে আরোহণ করে। শিকারিগণ বানরকে বৃক্ষোপরি
 আরুঢ় দেখিলে, ইহার সন্নিকটে জলপূর্ণ এক পাত্র স্থাপন করিয়া, ঐ

(৭৫) আরিয়ন বলিয়াছেন যে বৌকিফেলা যুদ্ধে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়
 নাই ; অরাজীর্ণ হইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিল।

(৭৬) দায়বরসও এই বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

জল দ্বারা নিজেদের চক্ষু ধোত করে। পরে, ঐ স্থানে চূর্ণ মিশ্রিত এক পাত্র জল রাখিয়া কিছু দূরে অপেক্ষা করে। বানর নীচে আসিয়া নিজ চক্ষুতে চূর্ণপূর্ণ জল লেপন করিলে, আর চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না এবং জীবিতাবস্থায় এই প্রকারে ধৃত হয়। ইহা ব্যতীত অন্য এক প্রকারে উহার ধৃত হয়। যথা,—শিকারিগণ পেটালুনের ন্যায় থলিয়া পরিধান করে এবং চূর্ণপূর্ণ থলিয়া রাখিয়া নিজেবা লুপ্তাশ্রিত থাকে। বানরগুলি এটর্ভাল পরিধান করিতে যাওয়া সহজেই ধৃত হয়।

কোন কোন লেখক বলেন যে কাথাইয়া এবং নরপতি সোফিইথিসের ক্ষুদ্র রাজ্য হাইডাসপিস ও আকিসাইনের মধ্যবর্তী দেশে অবস্থিত। অন্যান্য লেখকেরা উহাদিগকে আকিসাইন ও হিয়ারোটিসেরও পরবর্তী দেশে স্থাপিত বলিয়া নির্দেশ করেন। শেষোক্ত লেখকগণের মতে এই সকল প্রদেশ আলেকজান্দার কর্তৃক বিজিত পোরসের ভ্রাতুষ্পুত্র অন্যাতর পোরসের রাজ্যের এবং আকিসাইন ও হিয়ারোটিস হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলেন। কাথাইয়া দেশে সৌন্দর্যের প্রাতি অসাধারণ মান্য প্রদর্শন করা হয়। কারণ অনিসিক্রিটস বলেন যে, সর্ষাপেক্ষা রূপবান ব্যক্তিকে এই দেশে রাজ্য বলিয়া মনোনীত করা হয় এবং সম্ভান ভূমণ্ড হইবার দুইমাস পরে তাহার সৌন্দর্য্য ও গঠন দেশ-প্রথামুযায়ী কি না, পরীক্ষা করা হয় (৭৭)। পরীক্ষান্তে, শাসনকর্ত্তা এই সম্ভানকে জীবিত রাখিতে দেওয়া হইবে বা হত্যা করিতে হইবে, ইহা নির্ধারণ করেন। নিজেদের অঙ্গ চিত্র-সুশোভিত করিবার জন্য তাহারা নানা প্রকার বর্ণে নিজ নিজ দাড়ী রঞ্জিত করে।

(৭৭) দায়রসও ইহা নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠ্য করিলে, পার্চায় বিষম প্রণয়নকারী লাইকারগাসের বিষয়ের কথা স্মৃতিপথে উত্তিত হয়।

এই রীতি ভারতবর্ষের অন্যত্রও প্রচলিত আছে এবং ভারতবাসীরা নিজ নিজ কেশ ও বস্ত্রাদি তদ্দেশজাত উজ্জ্বল রং দ্বারা সুশোভিত করে। অধিবাসীরা অলঙ্কার-প্রিয় কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ইহারা মিতব্যয়ী। কাথিয়ানদিগের মধ্যে একটি অভিনব প্রথা আছে যে জ্ঞীপুরুষ একে অন্যকে পছন্দ করিয়া গয় এবং জ্ঞীগণ নিজ নিজ যুগ্ম-স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়। ইহার কারণ এই যে কোন কোন সময়ে জ্ঞীগণ যুবকগণের প্রেমে পড়িয়া নিজ স্বামীকে পরিত্যাগ করে বা বিষ-প্রয়োগে হত্যা করে। বিষ প্রয়োগ রহিত করিবার জন্যই এই নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু, খুব সম্ভব, এই আইন প্রকৃতপক্ষে প্রণয়ন করা হয় নাই বা যে ঘটনাবলী এই আইন প্রণয়নের হেতু তাহাও কোন দিন ঘটে নাই। কথিত হয় যে, সোফিথিসের দেশে একরূপ একটি লবণের পর্বত আছে যে, উহা হইতে সকল ভারতবর্ষের লবণের স্বাদ চলিতে পারে। খনক গর্গস বলিয়াছেন যে, নিকটবর্তী পর্বত সমূহে সুন্দর সুন্দর সুবর্ণ ও রৌপ্যের আকর আছে। ভারতবাসীরা বর্ন সংক্রান্ত কার্য ও ধাতু দ্রব করিবার পদ্ধতি বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া নিজেদের অর্থ চিনিতে পারে না এবং অধিকতর সরলতার সহিত ব্যবসায় করে।

কথিত হয় যে, সোফিথিসের রাজ্যস্থ সারমেরগুলি অত্যন্ত সাহসী। আলেকজান্ডার উপহার স্বরূপ এই জাতীয় স্বাধীনত সারমের পাইয়াছিলেন। শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের দুইটিকে একটি সিংহকে আক্রমণ করিতে দেওয়া হয় এবং এই দুইটি পরাজিত হইলে অপর দুইটি সারমেরকে প্রেরণ করা হয়। এই যুদ্ধে যখন উভয় পক্ষই একরূপ সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন সোফিইথিস একটি সারমেরকে তাহার পা ধরিয়া টানিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু

কুকুর সিংহকে পরিত্যাগ না করাতে তিনি ঐ অশ্বক্ষেদনে অমুমতি প্রদান করেন। আলেকজান্দার কুকুরের জীবন রক্ষার জন্য এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; কিন্তু, যখন সোফিইথিস বলিলেন যে, তিনি একটীয় পরিবর্তে আলেকজান্দারকে চারিটা সারমেয় দিবেন, তখন আলেকজান্দার সম্মত হইলেন। ধীরে ধীরে কুকুরের পদক্ষেদন করা হইল, তথাপি সে সিংহকে পরিত্যাগ করিল না (৭৮)।

হাইডাসপিস পর্বাণ্ড পথ দক্ষিণাভিমুখী; পরে হাইফানিস পর্য্যন্ত পূর্বাভিমুখী। আলেকজান্দার হাইফানিস হইতে হাইডাসপিসে প্রত্যাবর্তন করিয়া এবং রণতরীসমূহ প্রস্তুত করিয়া ঐ নদী দিয়া জলযাত্রা করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে যে সকল নদীর উল্লেখ করিয়াছি, সকল গুলিই সিন্ধুর সহিত মিলিতা হইয়াছে এবং এই প্রকারে সিন্ধুনদের সহিত পঞ্চদশটা নদী (৭৯) সম্মিলিতা হইয়াছে। কোন ২ লেখক বলিয়াছেন যে এই জগুই কোন ২ স্থানে ইহার বিস্তৃতি দেড়শত ষ্টাডিয়া। কেহ ২ আবার ৫০ ষ্টাডিয়া বলেন। কেহ ২ মাত্র ৭ ষ্টাডিয়া বলেন। দক্ষিণ সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইবার সময়, দুইটা মুখ হইয়া তন্মধ্যে পাটলীন দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ যে, অনেক জাতি ইহার চতুর্দিকে বাস করে এবং অনেক নগরীও আছে। আলেকজান্দারের পূর্বদিকের দেশ পরিত্যাগের দুইটা কারণ ছিল। প্রথম, হাইফানিস উত্তীর্ণ হইতে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞতাবারা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্বে তিনি যে সংবাদ পাঠিয়াছিলেন যে সমতল ভূমি

(৭৮) ম্যাক্রিডোল বলিতেছেন যে একজাতীয় হিংস্রক সারমের পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। এই বৃত্তান্ত দায়দরস এবং ইলিয়ানের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়।

(৭৯) আরিয়ান ও তাঁহার পুস্তকে এই সংখ্যক নদীর কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

গুলি বহু পশুরই বাসের যোগ্য, মনুষ্যের বাসোপযোগী নহে, উহা মিথ্যা । এই জন্ত তিনি পূর্বাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সেই কারণেই বিশেষরূপে এই দেশ গুলির অবস্থা অবগত হওয়া গিয়াছে ।

হাইফানিস এবং হাইডাসপিসের মধ্যবর্তীদেশে নয়টি জাতি বাস করে, এবং কসমেরোপিস হইতে কোন প্রকারেই ক্ষুদ্র নয়, এরূপ পাঁচহাজার নগর ঐ প্রদেশে আছে । কিন্তু, এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় । সিন্ধু এবং হাইডাসপিসের মধ্যবর্তী জনপদে অবস্থিত জাতির প্রায় সকল গুলিরই বৃত্তান্ত প্রদান করা হইয়াছে ।

তন্নিম্নপ্রদেশে সিবাই জাতি বাস করে ; ইহাদের বিবরণও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাদের পরেই মালাই এবং অস্কিড্রাকাই নামক দুইটি জাতি বাস করে । মালাইগণের অধিকৃত একটি ক্ষুদ্র নগর অধিকার কালে আলেকজান্দার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিলেন (৮০) । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রবাদ এই যে অস্কিড্রাকাইগণ ডাইওনিসিয়াসের বংশজাত । পাটলিনের নিকটে, মোসিকানসের দেশ । তৎপরে, সাবসের (৮১) দেশ ; ইহার রাজধানীর নাম সিন্দোমনা । পরে, পোটাকানস এবং অস্ত্রাশ্র সিন্ধুতীরবর্তী জাতি । আলেকজান্দার এই সকল দেশই পরাজিত করিয়াছিলেন এবং অবশেষে, পাটলীন দ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন । অনিসিক্রিটস এই

(৮০) ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাসে ইহার বর্ণনা আছে ; কিন্তু এই নগরের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না ।

(৮১) আরিয়ান ইহাকে সাখাস নামে উল্লেখ করিয়াছেন । বর্তমান সিন্ধুতীরবর্তী সিহোল নগরই প্রাচীন সিন্দোমনা ।

দ্বীপকে বদ্বীপ বলেন ; কিন্তু উহা অমূলক । পাটলীন দ্বীপে পাটল নামে একটা নাতি বৃহৎ নগর আছে । ঐ নগরের নামানুসারেই দ্বীপের নাম পাটলীন হইয়াছে (৮২) ।

অনিসিক্রিটস বলেন যে, এতদেন্দ্রীয় সমুদ্রের বেলাভূমি, বিশেষতঃ ময়ামুখ, জলাভূমি পূর্ণ । তিনি মৌসিকানস দেশের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং ভারতবাসী ও এতদেন্দ্রীয় অধিবাসীবৃন্দ যে দীর্ঘজীবী, তাহারা যে মন্বল এবং তাহাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সকল দ্রব্য জন্মিলেও যে তাহারা মিতব্যয়ী, তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । নিম্নলিখিত রীতি-শুভি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে :—মাসিনোনিয়ানদের দ্বায় প্রকান্ত্রে একত্রে মৃগয়ালক দ্রব্যাদি ভোজন ; স্বর্ণ ও রৌপ্যের আকর থাকাসম্বন্ধেও এগুলি ব্যবহার না করা ; ক্রীটান দিগের আফামিওটাইগণের ব্যবহারের দ্বায় (৮৩) বা লাসিদোমিনিয়ানগণের হেলট পর্য্যবস্কে (৮৪) প্রাপ্তবয়স্ক যুবকগণকে কার্যে নিযুক্ত করণ ; চিকিৎসা ব্যতীত অস্ত্রাস্ত্র শাস্ত্র অন-ব্যয়ন ; হত্যা বা সত্যন নষ্ট ব্যতীত অস্ত্র কোন অপরাধের ক্ষম্ত আদা-লতের আশ্রয় না লওয়া ইত্যাদি । যে সকল ব্যক্তি আলেকজান্দারের সহিত ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন, তাহারা এই প্রকার বিবরণ দিয়াছেন ।

(৮২) ম্যাক্রিওল বলেন যে পাটল শব্দ সংস্কৃত "পোত" শব্দ হইতে হইয়াছে ।

(৮৩) আফামিওটাইগণ স্পার্টার হেলটগণের দ্বায় দাস ।

(৮৪) হেলটগণকে স্পার্টার ক্রীত-দাসের দ্বায় কার্য্য করিতে হইত । স্পার্টার নিয়ম প্রণয়নকারী লাইকারগাস স্পার্টার অধিবাসিগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া-
হিবেব ; হেলটগণ তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত ছিল ।

ক্রেটেরস, (৮৫) তাঁহার মাতৃদেবী আরিষ্টেপেট্রাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে, অনেকগুলি অত্যাশ্চর্য্য বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বৃত্তান্তের সহিত অপূর্ণ লেখকগণের বৃত্তান্তের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ক্রেটেরস বলিয়াছেন যে আলেকজান্ডার গাঙ্গেয়দেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ক্রেটেরস বলিয়াছেন যে, তিনি যে নদীতে ভিমি মৎস্য পাওয়া যায়, ঐ নদী ও ভিমি মৎস্য দেখিয়াছেন এবং ঐ নদীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতার একরূপ অস্বাভাবিক বিবরণ দিয়াছেন যে, উহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। গঙ্গা যে তিনটি মহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী, ইহা সর্ববাদী সম্মত; তৎপরে সিন্ধু, পরে দানিযুব তৃতীয়স্থান এবং নীল চতুর্থস্থান অধিকার করে। কিন্তু, ভিন্ন ভিন্ন লেখক ইহার ভিন্ন ভিন্ন আকারের কথা উল্লেখ করেন। কাহারও মতে ইহা প্রস্থে ৩০ ষ্টাডিয়া; আবার কেহ মাত্র ৩ ষ্টাডিয়া বলেন। মেগাস্থিনিস বলেন যে, ইহার সাধারণ বিস্তৃতি ১০০ শত ষ্টাডিয়া এবং যে স্থলে ইহা সর্বাপেক্ষা কম গভীর, তথায় ইহার গভীরতা ২০ ফাদম। (৮৬)

গঙ্গা ও ইরাণোবোরসের (৮৭) সঙ্গমস্থলেই পালিবোথ্রা অবস্থিত (৮৮)।

(৮৫) ক্রেটেরসের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি আলেকজান্ডারের অশ্রুতম সেনাপতি ছিলেন এবং আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে, ইনি ও আন্টিপেটর মাসিদন, গ্রীস ও অস্কাশ্র প্রদেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। ৩১২ পূর্ব খৃষ্টাব্দে তিনি ইউমিনিসের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। এই পত্রের বিবরণ আদৌ বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

(৮৬) ফাদম—২গজ

(৮৭) পাটলিপুত্রের অবস্থিতি সন্ধ্যা যথেষ্ট মতভেদ হইলেও বর্তমানে হিরীত হইয়াছে যে বর্তমান পাটনাই পাটলিপুত্র এবং উহা গঙ্গা ও পুরাতন সোনের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল।

(৮৮) পালিবোথ্রা—পাটলিপুত্র—বর্তমান পাটনা।

এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টাডিয়া :ও প্রস্থে ১৫ ষ্টাডিয়া। ইহা আকারে চতুর্ভুজ, চতুর্দিক কাঠের প্রাচীর-গাত্রে তীর নিক্ষেপের জন্তু ছিদ্র আছে। নগরের ময়লা বহির্গত করিবার জন্য ও নগর রক্ষার্থ ইহার চতুর্দিকে একটা প্রাকার আছে। এই নগর যে প্রদেশে, অবস্থিত, তথাকার অধিবাসীবৃন্দ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং তাহাদিগকে প্রাসিয়াই নামে অভিহিত করা হয়। নিজ নামের সহিত রাজা পালিবোথ্রাস নাম ধারণ করিতে বাধ্য। যে সাম্রাজ্যকোটসের নিকট মেগাস্থিনিস দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহারও এই নাম ছিল। পাথিয়ানগণের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত; কারণ, যদিও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, তত্রাপি তাহাদের সকলকেই আরসাকাই নামে অভিহিত করা হয়।

হাইফানিসের অপর পার্শ্বের জনপদ উর্বরা বলিয়াই প্রসিদ্ধ কিন্তু এ প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া যায় না। দূরত্ব ও অজ্ঞতার জন্ত এ প্রদেশ সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা অতিরিক্ত এবং অত্যাস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুবর্ণ-খনিকারী পিপীলিকা এবং দুই শত বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট মনুষ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহারা পাঁচসহস্র সদস্য সমন্বিত আভিজাত্যগণের এক শাসনপ্রণালীর কথা উল্লেখ করে। সকল সদস্যই রাজাকে একটা করিয়া হস্তী সরবরাহ করেন। মেগাস্থিনিসের দৃষ্টান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্বাধিক বৃহৎ ব্যাঘ্রগুলি প্রাসিয়াই দেশে পাওয়া যায়; তাহারা সিংহের দ্বিগুণাকারের এবং এরূপ বলবান যে চারিজন রক্ষক কর্তৃক পালিত ব্যাঘ্র একটা অস্তরকে তাহার পশ্চাদ্দেশের পদ ধরিয়া আকর্ষণ ও পরাক্রম করিয়া নিজের নিকট টানিয়া আনে। এ দেশের হুম্মানগণ বৃহৎ বৃহৎ সারমেরোপেকা বৃহদাকারের। তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল ব্যতীত,

দেহের অগ্রাভ্যাংশ খেত । তাহাদের লেজ দুইহস্তের অধিক দীর্ঘ । তাহারা অত্যন্ত পোষ্য মানে । ইহাদের প্রকৃতি শান্ত এবং ইহারা কাহাকেও আক্রমণ করে না, বা কাহারও দ্রব্য চুরি করে না । এতদেশীয় ভূগর্ভস্থ প্রস্তরগুলি ধূনার ন্যায় বর্ণ এবং মধু বা ডুম্বুরাপেক্ষা মিষ্ট । দেশের কোন কোন স্থলে বাহুড়ের ন্যায় পক্ষ বিশিষ্ট বৃশ্চিক দেখিতে পাওয়া যায় । তথায় আবলুশ কাষ্ঠ জন্মে । তথায় পরাক্রান্ত ও সাহসী সারমেয় পাওয়া যায় ; ইহাদের নাসারন্ধ্রে জল ঢালিয়া না দিলে ইহারা কিছুতেই ধৃত বস্তু পরিত্যাগ করে না । ইহারা একরূপ ভাবে কামড়াইয়া ধরে যে, ইহাদের কাহারও কাহারও তজ্জন্য চক্ষু বিকৃত হইয়া যায়, কাহারও চক্ষু কোটর হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে । একটি সিংহ ও ষণ্ডকে এইরূপ একটি কুকুর দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল । কুকুর ষণ্ডার মুখ একরূপ ভাবে ধরিয়াছিল যে, কুকুরকে অপসারিত করিবার পূর্বে ষণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল ।

পার্সিয়া প্রদেশে সাইলাস নামে একটি নদী আছে ; এই নদীতে কোন দ্রবাই ভাসমান থাকে না । ডিমোক্রিটস নামক পর্য্যটক যিনি আসিয়ার অনেকস্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি ইহা বিশ্বাস করেন না । যদিও কোন কোন বায়ুমণ্ডলে পক্ষী উড্ডীন থাকিতে পারে না, তথাপি আরিষ্টটল পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত বিশ্বাস করেন না । তৈলক্ষটিক যেরূপ তৃণ, এবং চুষক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, তজ্জন্ম উর্জগামী কোন কোন বাষ্পের সংস্পর্শে যে সকল দ্রব্য আইসে, তাহা আকর্ষিত হয় এবং জলেরও এ প্রকার কোন গুণ থাকিতে পারে । যাহা হউক, এই সকল বিষয় শদার্থ বিদ্যার অন্তর্ভূত এবং সেই জন্য এই সকল বিষয় এই শাস্ত্রের আলোচনার্থ রাখিয়া আমরা ভৌগোলিক বিষয়ই আলোচনা করিব ।

মেগাস্থিনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দ সাতটি জাতিতে

বিত্তান্ত (৮৯)। অতাল্পসংখ্যা বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ দার্শনিক। এই সকল দার্শনিক পূজার্থ নিযুক্ত হয়। সাধারণের কার্যের জন্য রাজা বৎসরের প্রারম্ভে দার্শনিকগণকে নিযুক্ত করেন। সকল দার্শনিকগণ বৎসরের প্রারম্ভে এই মহাসভায় সমবেত হন। এই স্থানে, তাঁহাদিগের কেহ যদি রাজার মঙ্গল-বিষয়ক কোন প্রস্তাব বা অন্য কোন বিষয় লিপি-বদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে উহা প্রকাশ্য রূপে ঘোষণা করা হয়। যদি কেহ মিথ্যা সংবাদ প্রদান করেন, তবে তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য মৌনাবলম্বন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু, যদি সংবাদাদি সত্য হয়, তবে রাজকর বা অন্যান্য প্রকার শুল্ক হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কৃষকগণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। সংখ্যার ইহারা ইত্যধিক এবং ইহাদের প্রকৃতি ধীর। ইহাদের সৈন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না; নির্বিবাদে কৃষিকার্য্য করিতে পারে। ইহারা কার্য্য বশতঃ বা আমোদ প্রমোদের জন্য নগরে গমন করে না। স্মৃতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দেশের এক স্থানে সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত চইতেছে বা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিজ জীবন বিসর্জন করিতেছে, সেই স্থানেই অন্যান্য ব্যক্তি এই সকল সৈন্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া হল চালনা বা ভূমি খনন করিতেছে। রাজাই সকল ভূমির সত্বাধিকারী এবং উৎপাদিত দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ বেতন স্বরূপ পাইবে, কৃষকগণ এই সত্বে ভূমি কর্ষণ করে (৯০)।

পশুপালক ও শিকারীই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কেবল মাত্র

(৮৯) মেগাস্থিনিস হইতে উদ্ধৃত এই বৃত্তান্ত দায়দরসেও পাওয়া যায়।

৯০) দায়দরস বলিয়াছেন যে, “ভারতবর্ষে রাজাই সকল ভূমির অধীশ্বর এবং কৃষকগণ রাজাকে উৎপাদিত দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ দান করে।”

ইহারাই মৃগয়ায় রত থাকে ও পশুরক্ষণ ও ভারবাহী পশু-বিক্রয় ও ভাড়া দিতে পারে । বন্য পশু ও পক্ষীর বাসভূমি পারিষ্কার রাখিবার জন্য ইহারা রাজার নিকট হইতে শস্য পায় । ইহারা পট্টাধাসে বাস করে এবং ভ্রমণশীল । সর্বসাধারণে হস্তী বা অশ্ব রাখিতে পারে না । কেবলমাত্র রাজাই হস্তী ও অশ্ব রাখিতে পারেন । ইহারা সহিসের তত্ত্বাবধানে থাকে (৯১) ।

নিম্নলিখিত প্রকারে হস্তী শিকার করা হয় (৯২) । উন্মুক্ত ভূমির চতুর্পার্শ্বে ৫ । ৬ ষ্টাডিয়া দীর্ঘ গর্ত খনন করিয়া প্রবেশ-দ্বারের নিকট, গর্তের উপর, সন্ধীর্ণ সেতু স্থাপনা করা হয় । এই স্থানে ৪ । ৫ টি গৃহপালিতা হস্তীগী রক্ষিত হয় । রক্ষকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে লুকাইত থাকে । দিবাভাগে বন্য হস্তিগণ এইস্থানের দিকে অগ্রসর হয় না । কিন্তু, রাত্রিতে এক একটী করিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । সকল হস্তিগুলি প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ করা হয় । তৎপরে, শীকারীরা সর্বাপেক্ষা বলবান, যুদ্ধ-পটু, পালিত হস্তী সহ বন্য হস্তিগুলির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে । বন্য হস্তিগুলি অনাহারেও দুর্বল হয় । যখন বন্য হস্তিগুলি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন সর্বাপেক্ষা সাহসী পরিচালক, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে অবতরণ পূর্বক, নিজ হস্তীর নিজে গমন করে, ও তথা হইতে সত্ত্বর বন্য হস্তীর তলদেশে যাইয়া, উহার

(৯১) আরিয়ন ও দায়দরস এই ত্রেণীতে রাখালদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন কিন্তু শিকারীদের ব্যতীত দিয়াছেন ।

(৯২) আরিয়ন উহার ইতিহাস-গ্রন্থের আরোহণ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে হস্তী-শীকারের বর্ণনা করিয়াছেন । উভয় বর্ণনাই একরূপ ।

পদগুলি একত্রে বন্ধন করে। বন্ধনের পর, আবদ্ধ পদ হস্তিগুলি যতক্ষণ ভূমিতে না পতিত হয়, ততক্ষণ উহাদিগকে প্রহার করিবার অগ্র পালিত হস্তীর গলদেশের সহিত বন্য হস্তীর গলদেশ বন্ধন করে। যাহারা, ইহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে যাহাতে শরীর কম্পন দ্বারা ভূতলে নিক্ষেপ না করিতে পারে তজ্জন্য গলদেশের চতুর্দিকে ক্ষত করিয়া, ঐ সকল ক্ষত স্থানে চক্ষুরজ্জু স্থাপিত হয় এবং বস্ত্র হস্তিগণ যাতনা বশতঃ, আত্ম সনর্পন করিয়া শাস্ত থাকিতে বাধ্য হয়। মৃত হস্তী গুলির মধ্যে যে গুলি অতি বৃদ্ধ বা অল্প বয়স্ক, সে গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, অগ্র সমুদায় গুলিকে হস্তিশালায় লইয়া যাওয়া হয়। এখানে একটির সহিত অপর একটির পদ বন্ধন ও সুদৃঢ় স্তম্ভে গলদেশ আবদ্ধ করিয়া ও অনাহারে রাখিয়া ইহাদিগকে বশীভূত করা হয়। তৎপরে, তৃণ ও নবীন নল আহার করাইয়া ইহাদিগকে সবল করা হয়। ইহার পরে কোনটিকে বাধ্যদ্বারা (৯৩) বা ভেরী-বাদন পুঙ্গব বশীভূত করা হয়। হস্তিগণ স্বভাবতঃই এক্রপ শাস্ত ও নিরীহ যে তাহাদিগকে জ্ঞানবান প্রাণীর সন্নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে এবং সেই জন্য বশীভূত করা কঠিন, এক্রপ হস্তীর সংখ্যা অত্যল্প। হস্তিপক যুদ্ধে নিহত হইলে, কোন কোন হস্তী হস্তিপককে যুদ্ধক্ষেত্রের বহির্দেশে আনয়ন করে। কোন হস্তিপক প্রাণভয়ে হস্তীর সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, হস্তী যুদ্ধ করিয়া তাহাকে রক্ষা করে। যে তাহাকে আহার প্রদান করে, বা যে তাহাকে শিক্ষা দেয়, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া যদি

(৯৩) ইলিরাস নামক প্রমুখ্য বলিয়াছেন যে ভারতীয়গণ অব্যাহত হস্তিগণকে শলীত দ্বারা যুদ্ধকরে। ইলিরাসের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

হস্তী তাহাকে হত্যা করে, তবে, হস্তী শোকাকুল হইয়া আহার গ্রহণে বিরত থাকে এবং কখনও কখনও অনাচারে মৃত্যু-মুখে পতিত হয় ।

হস্তিনীগণ বসন্তকালেই সম্ভ্রান্ত প্রসব করে । এই ঋতুতেই হস্তীর ললাটস্থ রন্ধু হইতে মদক্ষরণ হয় । করিণীর ললাটস্থ রন্ধুও এই সময়ে উন্মুক্ত হয় । হস্তিনী, সাধারণতঃ ষোড়শ মাস, কখন কখন অষ্টাদশ মাসও গর্ভধারণ করে । মাত্র শাবকে ছয় বৎসর স্তন্য-দান করে । অধিকাংশ হস্তাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ মনুষ্যের পরমায়ুকাল জীবিত থাকে, এবং কোন কোনটা দুইশত বৎসরের অধিক কালও জীবিত থাকে । তাহাদের অনেক দুরারোগ্য পীড়া হয় । তাহাদের চক্ষুরোগ হইলে গো-দুগ্ধ দ্বারা চক্ষু ধোত করিলে, চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় । অন্যান্য অধিকাংশ রোগে কৃষ্ণবর্ণ মদ্যপান করিতে দেওয়া হয় । ক্ষত রোগের ক্ষত নবনীত আহার করিতে দিতে হয়, কেননা, নবনীতে লৌহ নিষ্কাশিত হয় । ক্ষত স্থানে শূকরের মাংস দ্বারাও শেক দেওয়া হয় । অনিসিক্রিটস বলেন যে, হস্তীরা তিনশত বৎসর জীবিত থাকে এবং দুই শত বৎসর পর্যন্ত কন্ঠ থাকে । তিনি ও অন্যান্য লেখকগণ বলেন যে, আফ্রিকা-দেশীয় হস্তী অপেক্ষা ভারতীয় হস্তী বৃহদাকার ও বলবান । এই জন্য তাহারা শুণ্ড দ্বারা প্রাচীর ভগ্ন বা বৃক্ষ উৎপাটন করিতে পারে । হস্তীরা একরূপ ভাবে শিক্ষিত হয় যে, তাহারা লোটু নিক্ষেপ করিতে, অগ্ন্যাদ ব্যবহারে ও মস্তুরণ করিতে সক্ষম হয় । হস্তী রথও টানিতে পারে এবং তাহাদের পরিচালন করিতে বল্লার আবশ্যক হয় না । অন্যান্য লেখকগণ যে বলিয়াছেন যে, কেবল মাত্র রাজাই হস্তী ও অশ্ব রাখিতে পারেন, একরূপ বোধ হয় না ।

অনিসিক্রিটস বলেন যে, তিনি স্বর্ণ-প্রসূ পিপীলিকার চৰ্চ্ছ দেখিয়াছেন; এই সকল চৰ্চ্ছ চিত্তার চৰ্চ্ছের ন্যায় । মেগাস্থিনিস এই সকল পিপীলিকার

নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন,—“দারদাই নানক (৯৪) ভারতীয় এক জাতি পূর্বাঞ্চলে বাস করে এবং পর্বত মধ্যে ৩০০০ হাজার ষ্টাডিয়া ব্যাস-বিশিষ্ট উপত্যকা আছে। ইহার নিম্নদেশে সূবর্ণের খনি আছে, এবং এই সকল খনিতে পিপীলিকাগণ বাস করে। এই সকল জন্তু আকারে বন্য শৃগালাপেক্ষা নূন নহে। ইহারা অত্যন্ত দ্রুত এবং ঘাড়া পায়, তাহাই আহাৰ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা শীতকালে ভূমি খনন করিয়া, খনি মুখে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করে। এই সূবর্ণকে বিশেষ-রূপে দ্রবীভূত করিবার আবশ্যক হয় না। নিকটবর্তী অধিবাসিগণ ভারবাহী জন্তু সহ গোপনে এইস্থানে গমন করে। পিপীলিকারা কোন প্রকারে ইহা জ্ঞানিতে পারিলে, মনুষ্যগণকে ভীষণরূপে আক্রমণ করে এবং ঘাড়া পলায়ন করে, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করে। এই জন্য, সূবর্ণ সংগ্রহকাৰিগণ, নানাস্থানে বন্য পশুর মাংস রাখিয়া দেয় এবং পিপীলিকাগণ যত্র তত্র গমন করিলে, ইহারা সূবর্ণ সংগ্রহ করে। দ্রবীভূত করিবার প্রথা অবগত না থাকায়, ইহারা, বণিকগণকে অতি স্বল্প মূল্যে সংগৃহীত সূবর্ণ বিক্রয় করে (৯৫)।

মেগাস্থিনিস ও অন্যান্য গ্রন্থকার শিকারী ও বন্যপশু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তদ্ব্যতীত আরও কিছু পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত

(৯৪) সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে বর্ণপ্রশু-পিপীলিকার উল্লেখ পাওয়া যায়—হেরোডটাস, আরিয়ন, ইলিয়ান, স্ট্রাবো, থোপার্ট এক ফিলিসটীস। হেরোডটাসের বর্ণনা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। অত্যন্ত গ্রন্থকারগণের বর্ণনা যথাস্থানে উদ্ধৃত হইবে। কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমাংশস্থিত দাদগণই সম্ভবতঃ দারদাই-জাতির বাসিন্দা।

(৯৫) দায়ন প্রিস্টলি লিখিত বৃত্তান্ত উল্লেখ্য। ইহা যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

করিব । নিম্নার্কাস সর্প দিগের সংখ্যা দৃষ্টে আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন । যে সকল গ্রাম বন্যার জলে প্রাবিত হয় না, সরীসৃপ সকল সেই সকল গ্রামস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে । এই জন্য, অধিবাসীবর্গ তাহাদের শয্যা ভূমি হইতে অনেক উচ্চ করিয়া থাকে, এবং অনেক সময় এই সকল জন্তু হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গৃহভ্যাগ করে (৯৬) । অধিকাংশ লোক অত্যধিক জল-বৃদ্ধির জন্য মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে, এই দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইত । এই সকল জন্তুর কতকাংশ ক্ষুদ্রাকার এবং কতকাংশ বৃহদাকার । কোন প্রকারেই ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না । কোন কোন সর্প দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬ হাত এবং অত্যন্ত তেজস্বী । দেশ মধ্যে সাপুড়েগণ ভ্রমণ করে । এই ব্যাধি ব্যতীত অন্য কোন ব্যাধিতেই ভারতবাসীরা আক্রান্ত হয় না, কারণ, ভারতবাসীরা মস্তপান করে না ও মিঠাচারী (৯৭) । পীড়া হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণই তাহাদের চিকিৎসা করে । আরিষ্টবোলস বলেন যে, তিনি এত দীর্ঘ সর্প দেখেন নাই ; কেবল মাত্র $৯\frac{১}{২}$ হস্ত দীর্ঘ একটা সর্প দেখার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । আমি, মিশরে, ভারতবর্ষ হইতে আনীত ঐ প্রকার একটা বৃহৎ সর্প দেখিয়াছিলাম (৯৮) । এতদ্ব্যতীত,

(৯৬) মার্কপলো নামক সুবিখ্যাত পর্যটক মালাবারদেশীয় অধিবাসিগণের বিষয় বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, তদ্দেশবাসীগণ নানাপ্রকার সরীসৃপ প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উচ্চ শয্যা প্রস্তুত করিয়া নিদ্রা যায় ।

(৯৭) টাসারাস নামক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণ কদাপি দস্ত, মস্তিষ্ক বা চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয় না । তাহাদের মুখে বা শরীরেও কোনরূপ ক্ষোটক হয় না ।

(৯৮) ট্রাবো, তাঁহার বন্ধু ইলিয়াস গ্যালাসের সহিত মিশরে বাসকালীন ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত সর্প দেখিতে পারেন ।

আরিষ্টবোলস ক্ষুদ্রাকারের অনেক সর্প এবং বৃহদাকারের বৃশ্চিক ও ক্ষুদ্রাকারের বিষাক্ত সর্পও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বিতস্তি প্রমাণ সর্পের ন্যায় এগুলি তীক্ষ্ণবীৰ্য্য নহে। এই সকল ক্ষুদ্র সর্প, পট্টাবাসে, গৃহে, তৈজস পত্রে ও প্রাচীর ও বেড়ায় লুক্কায়িত থাকে। এই সকল সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রত্যেক লোমকূপ হইতে রক্ত নির্গত হয়। সর্প-দষ্ট ব্যক্তিগণ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এবং দংশন-মাত্র চিকিৎসা না করিলে সর্প-দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিন্তু ভারতীয় ঔষধি ও বৃক্ষের মূল অত্যন্ত উপকারী বলিয়া শীঘ্রই প্রতীকার করা যায়। আরিষ্টবোলস বলেন যে, সিন্ধুনদে প্রচুর পরিমাণে কুম্ভীর পাওয়া যায় না এবং এই সকল কুম্ভীরগণ মাংসাশী নহে। সিদ্ধুঘোটক বাতীত নীল নদে প্রাপ্ত অন্য সকল প্রকার জন্তুই সিদ্ধুতে পাওয়া যায়। কিন্তু, অনিসিক্রিটস বলেন যে সিদ্ধুতে সিদ্ধু-ঘোটকও পাওয়া যায়। আরিষ্টবোলস বলেন যে, কুম্ভীরের অত্যাচারে নীলনদে সকল প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায় না। কিন্তু সিদ্ধুনদে অনেক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়। পার্শ্বতা প্রদেশেও ক্ষুদ্র চিংড়ি পাওয়া যায় এবং সিদ্ধু ও আকিসাইনের সম্মিলনে বৃহৎ বৃহৎ চিংড়ি পাওয়া যায়।

বন্যপশু সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়া, আমরা মেগস্থিনির ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহাই পর্যালোচনা করিব।

শিকারী ও পশু পালকের পরে বলিক্। ইহার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে এবং শারীরিক শ্রম করে। ইহাদের কেহ কেহ রাজকর প্রদান করে এবং নির্দ্ধারিত বেগার দেয়। কিন্তু অশ্ব ও রণতরী নির্মাণাগণ যে সকল রাজার অধীনে কাৰ্য্য করে, তাঁহাদের নিকট হইতেই বেতন ও আহাৰাদি পাইয়া থাকে। সেনাপতিই সৈন্যগণকে অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহ করেন এবং

নাব্যাক্ষ, সমুদ্রযাত্রাকারী সার্থবাহ ও বণিকগণকে জাহাজ ভাড়া দেন (৯৯) ।

পঞ্চমশ্রেণী যোদ্ধা । ইহারা যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত না থাকিলে আনন্দে ও মত্তপানে সময়োতিপাত করে । রাজাই ইহাদের ব্যয়-ভার বহন করেন এবং সেইজন্য প্রয়োজন মাত্রই ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে । কারণ, নিজ শরীর ব্যতীত ইহাদের কিছুই বহন করিতে হয় না । অস্ত্র শস্ত্র সমস্তই সরকার হইতে সরবরাহ করা হয় (১০০) ।

পরিদর্শকগণই ষষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্ভূত । ইহারা সকল বিষয় পরিদর্শন করিয়া গোপনে রাজার নিকট জ্ঞাপন করে । নগরপ্রাধিক্ষণ নগরের বেষ্টিতগণকে নিজঃ সম্বাহায়ে নিযুক্ত করেন, এবং সৈন্ত-পরিদর্শকগণ সৈন্ত গণের সহিত যে বেশাড়া গমন করে, তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করে । সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হয় (১০১) ।

রাজার অমাত্যগণই সপ্তমজাতি । ইহাদের মধ্য হইতেই রাজ-কর্ম-

(৯৯) মাক্সিমুল সাহেব বলিয়াছেন যে, “River voyage and river traffic are here meant” অর্থাৎ, প্রাচীন হিন্দুগণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন না । বর্তমানে ইহা সর্ববাদীসম্মত যে প্রাচীন হিন্দুগণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের অত্যাৎমকৃষ্ট গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

(১০০) আরিয়ান, তাঁহার ইতিহাস লিখিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ একরূপ উচ্চহারে বেতন পায় যে, ইহারা নিজ ২ ভৃত্যগণ দ্বারা তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র পরিষ্কার করার এবং ইহাদের পরিচালকগণই হস্তী, অশ্ব ও রথ রক্ষণাবেক্ষণ করে ।

(১০১) আরিয়ান, দায়দরস ও ট্র্যাবো—সকলেই এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে পরিদর্শক নামে অভিহিত করিয়াছেন । ‘অর্থশাস্ত্র’ দ্রষ্টব্য ।

চারী, বিচারক ও শাসন কর্তা নির্বাচিত হইয়া থাকেন । কেহই নিজ জাতি ব্যতীত অপর জাতিতে বিবাহ বা এক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্যবসায় গ্রহণ বা একের অধিক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না । কেবল মাত্র, দার্শনিকগণ, অতিরিক্ত বিজ্ঞতার জন্ত এই নিয়মের বহির্ভূত ।

শাসনকর্তাগণের মধ্যে কাহারও প্রতি হাতের, কাহারও উপর নগরের, এবং কাহারও উপর সৈন্তের ভার্য্যাপণ করা হইয়া থাকে । কেহও নদনদী পর্য্যবেক্ষণ, কেহ ভূমিরমাপ এবং যাতাতে সকলগেই সমপরিমাণ ভাগ পাইতে পারে, সেই জন্ত জল-নির্গমেব প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করেন । এই সকল ব্যক্তি শিকারীগণের কার্য্যও পরিদর্শন করিয়া থাকে এবং তাহাদের কার্য্যানুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কার দিবার ক্ষমতাও ইহাদের আছে । ইহারা, রাজকর গ্রহণ ও ভূমিসংক্রান্ত বৃত্তি কাঠসংগ্রাহক, শিল্পী, কর্ম্ম-কার ও খনকগণের কার্য্যও পরিদর্শন করে (১০২) ।

যাহারা নাগরিকগণের কার্য্য পরিদর্শন করে, তাহাদিগকে ছয় দলে বিভক্ত করা হয় ; প্রত্যেক দলে পাঁচজন সদস্য থাকে । প্রথম দল শিল্প, দ্বিতীয়, বৈদেশিকগণকে অভ্যর্থনা ও বাসস্থান নির্ণয়, এবং বৈদেশিকগণের ভ্রাবর্গের নিকট হইতে উহাদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ, দেশ হইতে বহির্গমনের সময় সঙ্গে থাকা, অশ্বখের সময় পরিচর্যা, মৃত্যু হইলে সংকার, এবং তাহাদের মৃত্যু হইলে, সকল প্রকার সম্পত্তি তাহাদের নিজ

(১০২) আরিয়ান বলিয়াছেন যে, সংখ্যার কম হইলেও ইহারা বিজ্ঞ ও সাধু বলিয়া অপরের উপর আধিপত্য পরিচালনা করে । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই শ্রেণী হইতেই শাসনকর্তা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সহকারী শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপাত, নাব্যক্ষ প্রভৃতি নির্বাচিত হইতেন ।

নিজ দেশে প্রেরণ, প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তৃতীয় ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যু নির্ণয় করিতেন (১০৩)। যাহাতে রীতিমত ভাবে রাজ-কর ধাৰ্য্য হয়, তদ্ব্যতীত যাহাতে উচ্চনীচ কেহই জন্ম-মৃত্যু গোপন না করিতে পারেন, তাহাও ইহাদের কর্তব্য ভুক্তছিল। চতুর্থ দল ক্রয় বিক্রয় পরিদর্শন করিতেন। ইহার তুলা ও মান নিষ্কারণ (১০৪) ও যাহাতে সাময়িক উৎপন্নদ্রব্য সাধারণে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। দ্বিগুণ রাজকর প্রদান না করিলে কেহই নানা জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিত না। নূতন ও পুরাতন পণ্য পৃথক করিয়া বিক্রয় হইত এবং উভয় প্রকারের পণ্য একত্র করিয়া বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইত। পঞ্চম দল, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় পরিদর্শন করিতেন। ষষ্ঠদল বিক্রয় দ্রব্যের দশমাংশ সংগ্রহ করিতেন। এই রাজকর প্রদানে চতুরতা করিলে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত (১০৫)। এই সকল দল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই সকল কার্য সম্পাদন করেন। রাজ-পথ সংস্কারণ, মূল্য-নির্ণয়, পোতাশ্রয়, মন্দির প্রভৃতি সাধারণের মঙ্গল জনক কার্য সকলে একত্র হইয়া করিতেন।

নগরাধ্যক্ষগণ ব্যতীত তৃতীয় একপ্রকার শাসন সমিতি আছে; ইহার। যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করিতেন। ইহাও পাঁচজন সদস্য সহ ছয় অংশে বিভক্ত। প্রথম দল নৌবাহিনী, দ্বিতীয়, সাময়িক অস্ত্র, সৈন্য গণের আহার, পন্থাদির ভক্ষ্য তৃণাদি এবং যুদ্ধে ব্যবহার্য অস্ত্রাদি

(১০৩) 'অর্থশাস্ত্র,' প্রথম কল্প ১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০৪) 'অর্থশাস্ত্র,' প্রথম কল্প ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০৫) মহুগু এই শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বহনের বলীবর্দ পরিদর্শন করিতেন। ইহারা ই বাদক, ঘণ্টা-নিবাদক, অশ্ব-রক্ষক, কারিকর ও কারিকরের সহকারী সবব্রাহ্ম করেন। তাহারা ঘণ্টাধ্বনি করিয়া, পৈনাগণকে আহাৰাদি সংগ্রহে প্রেরণ করেন এবং পুরস্কার ও শাস্তিদ্বারা যাহাতে ঐ কার্য্য সত্ত্বর ও নিরাপদে সাধিত হয়, তাহাৰ ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দল পদাতিক সৈন্যের, চতুর্থ অশ্বারোহী, পঞ্চম রথী ও ষষ্ঠ হস্তি-সৈন্যের তত্ত্বাবধান করেন। অশ্বের জন্য মন্দুরা ও হস্তীর জন্য হস্তীশালা আছে। অশ্ব রক্ষা করিবার জন্ত অশ্বাগার আছে, কেন না যুদ্ধ শেষ হইলে সৈন্যগণের অশ্বাদি অশ্বাগারে ও হস্তী ও অশ্ব হস্তীশালায় ও মন্দুবায় প্রতাপণ করিতে হয়। হস্তিগণের জন্ত কোন প্রকার বন্ধা ব্যবহৃত হয় না। যুদ্ধযাত্রা কালে বলীবর্দ রথ টানিয়া লয়। অশ্বগণকে কেবল মাত্র দড়িধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়; অন্যথা রথ টানিয়া লইয়া তাহাদের পায় ক্ষত হইতে পারে বা তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারে। সারথীর পার্শ্বে দুইজন করিয়া সৈন্য উপবেশন করে। যুদ্ধ হস্তী চারিজন করিয়া সৈন্য বহন করে; চালক বাতীত অপর তিনজন তীরন্দাজ হস্তীব পৃষ্ঠদেশে হইতে তীর নিক্ষেপ করে (১০৬)।

ভারতবাসীরা মিতবায়ী; বিশেষতঃ, যখন তাহারা শিবিরে বাস করে, তখন তাহারা আরও সাবধানে থাকে। তাহারা অসম্বদ্ধভাবে একত্র

(১০৬) অজ্ঞাত গ্রন্থেও এই সকল বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রিনিও বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের মধ্যে কেহ ভূমিকর্ষণ করে, কেহ সৈনিক যুক্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে অন্যরে অজ্ঞদেহীয় পণের আমদানী ও স্বদেশীয় পণ্য রপ্তানি করে এবং উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ রাজ্য শাসনাদি করেন। পঞ্চমশ্রেণী দর্শনের আলোচনা করেন এবং ইহারা প্রমুখিত চিত্তায় জীবন বিসর্জন করেন। এতদ্বাতিত অজ্ঞ একশ্রেণী মুগরা ও হস্তীশিকারে জীব নাতিপাত করে।

হয় না এবং নিয়মামুযায়ী গমনাগমন করে । কদাচিৎ চুরি হইতে দেখা যায় । যখন মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে ছিলেন, তখন ৪০,০০০ হাজার সৈন্যের মধ্যে কোনদিন ২০০ ড্রাকমহের (১০৭) অধিক চুরি হয় নাট । বিশেষতঃ, ইহাদের যখন কোন প্রকার লিখিত আইন নাই এবং ইহারা লিখন পদ্ধতি অবগত না থাকায়, ইহারা মনে মনে হিসাব রাখে (১০৮), তখন এরূপ ঘটনা নিশ্চয়ই আশ্চর্যাজনক । যন্ত কালব্যতীত অন্য কোন সময়ে মদ্যপান করে না । তাহাদের আইন ও ব্যবহারের সরলতা ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, তাহাদের কপনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না । বন্ধক বা গচ্ছিত বস্তু লইয়া কোন সময়ে অভিযোগ হয় না । তাহাদের মোহর বা সাক্ষীর আবশ্যক হয় না । প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিশ্বাস করে । অধিকাংশ সময়েই তাহাদের গৃহ ও সম্পত্তি অরক্ষিত থাকে । এই সকল বিষয় হইতে তাহাদের ধৈর্য ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় । কিন্তু, ভারতবাসীদের অপর কয়েকটি ব্যবহার অমুমোদন করা যায় না । তাহারা একাকী আহার গ্রহণ করে । একত্রে এক সময়ে আহার গ্রহণের প্রথা প্রচলিত নাই । যাহার যখন ইচ্ছা, সে তখনই আহার করে । কিন্তু, আমার বোধ হয় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে প্রচলিত আচারের বিপরীত আচার প্রচলিত থাকাই উচিত ।

(১০৭) প্রত্যেক ড্রাকমা = $২\frac{৩}{৪}$ পেনা ।

(১০৮) ভারতীয়গণ যে লিখন পদ্ধতি অবগত ছিলেন, মেগাস্থিনিস অবশ্যই সে বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন । সম্ভবতঃ ইহারা তাহাদের বিচার কার্যে ‘লিখিত আইন’ আরোপ করিতেন না, মেগাস্থিনিস এই বিষয়ই এতদূর উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতীয় লিপির প্রাচীনত্ব সন্দেহে এখন কোন সন্দেহেরই কারণ নাই ।

ভারতবাসীরা শরীরে বর্ষণ পূর্বক ব্যারামই প্রশস্ত বলিয়া মনে করে। ইহা নানা প্রকারে সম্পাদিত হয়। তাহারা নিজ নিজ শরীরের উপর আবলুঘ কাঠের দণ্ডে বর্ষনই অধিক পছন্দ করে। তাহাদের সমাধিস্থল অনলঙ্কৃত এবং মৃতদেহোপরি স্থাপিত মৃত্তিকাস্তূপ অমুচ্চ। তাহারা অন্যান্য বিষয়ে যেকোন আড়ম্বর শূন্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারে সেকোন নহে। তাহারা সুবর্ণ-খচিত ও মণিমুক্ত। সুশোভিত বস্ত্র পরিধান করে এবং কৃত্রিম পুষ্প-সজ্জিত মসলিনের বস্ত্র ব্যবহার করে। ভ্রাতাগণ ছত্র লইয়া প্রভুর অনুগমন করে, কারণ, তাহারা সৌন্দর্যের যথেষ্ট সম্মান করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করে। তাহারা সত্য ও ধর্মের তুল্যরূপ সম্মান করিয়া থাকে। এষ্ট জনা বিশেষ জ্ঞানী না হইলে তাহারা বহু-বিবাহ করিয়া থাকে এবং যুগ্ম গো-বিনিময়ে এই সকল কন্যাকে তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে গ্রহণ করে। এষ্ট সকল পাণ্ডিগণের মধ্যে তাহারা, কাহাকেও আশ্রমভূক্তিনী পরিচাষিকার জ্ঞান, কাহাকেও সুখের জন্য এবং অন্য গুলিকে সম্ভ্রান প্রাপ্তির আশায় গ্রহণ করে (১০৯)। স্ত্রীগণকে সতীত্ব রক্ষার জন্য বলপূর্বক বাধ্য না রাখিলে, তাহারা ব্যাক্তিচারিণী হয়। গন্ধ দ্রব্য প্রদান বা তর্পণ কালে কেহই মন্তকে মালা ধারণ করে না (১১০)। তাহারা বস্ত্রের পশু বব না করিয়া স্থান রোধ করে; ইহার কারণ এই যে, একরূপ করিলে পশুটী অঙ্গহীন না হইয়া সমগ্রভাবে দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত হয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিলে হস্ত পদ ছেদন করা হয়। কেহ

(১০৯) “পূর্বোক্তে ক্রিতে ভাৰ্য্যা ।” ‘অৰ্ঘ্যদাতা’ এবং অস্ত্রান্ত্র গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১১০) প্রাচীন গ্রীকগণের মধ্যে প্রচলিত আচার।

অপরের অঙ্গহানি করিলে অপরাধীর সেই অঙ্গ ছেদন করা হইয়া থাকে । যদি কেহ কোন শিল্পীর হস্ত বা চক্ষু নষ্ট করে, তবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয় । এই লেখকই বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা ক্রীতদাস রাখেন । কিন্তু, অনিসিক্রিটস বলেন যে, কেবলমাত্র মোসিকানসের রাজ্যেই এই প্রথা প্রচলিত । তিনি এই প্রথা ও অন্যান্য প্রথার অনুমোদন করিয়াছেন ।

পিতামাতার নিকট হইতে ক্রীত স্ত্রীলোকের উপর রাজার শরীর রক্ষার ভার অর্পিত হইয়া থাকে (১১১) । শরীররক্ষী এবং অন্যান্য সৈন্যগণ প্রাসাদের বহির্দেশে অবস্থান করে । যে স্ত্রীলোক মদমত্ত রাজাকে হত্যা করে, তাহাকে ঐ রাজার উত্তরাধিকারীর পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া পুরস্কৃত করা হয় । পুত্রগণই পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । রাজা দিবাভাগে নিদ্রা ঘাইতে পারেন না এবং রাত্রিতে ঘড়ঘড়ের ভয়ে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নিজ শয্যা পরিবর্তন করিতে হয় । যুদ্ধ বাতীত, বিচার কার্য পরিদর্শনার্থ তাঁহাকে রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে হয় । সমস্ত দিনই তাঁহাকে বিচার-কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় ; এমন কি দেহ-পরিচর্য্যার সময়েরও তিনি বিচার কার্য নির্বাহ হইতে নিয়ন্ত থাকেন না । কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা দেহ ঘর্ষণই এই দেহ-পরিচর্য্যা । বিচার কার্য নির্বাহের সময়ের চারিজন পরিচারক তাঁহার দেহ ঘর্ষণ করে । যজ্ঞ কার্যের জন্যও তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন । মন্ততাবস্থায়ও (১১২) তিনি যুগ্মার্থ প্রাসাদ বহির্ভাগে গমন

(১১১) অনেক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় । ভাস্ক্যার টাকাকস্থ লিপ্যবহ ইংলিস বা “সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধধর্ম পদ্ধতি গ্রন্থে ।”

(১১২) “Bachanalian fashion”—ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না । উল্লিখিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষে মদ্যপান প্রচলিত ছিল না এবং রাজার শরীর রক্ষণ-গণের কেহ রাজার মন্ততাবস্থায় তাঁহাকে বিহত করিলে, রাজপুত্রের সহিত বিবাহিত

করেন। তাঁহাকে সমন্বিত করিয়া থাকে এবং এই সমন্বিতের বহির্ভাগে বর্ষাধারিগণ বাইতে থাকে। রাজপথ রজ্জ্ব দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং কোন দ্বী বা পুণ্ড্র এই রজ্জ্ব দ্বারা পথে গমন করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বাদ্যকরণ ঘণ্টা ও ঢাক সহ এই শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে গমন করে। রাজা অভয় বনে সুগম্য নিবৃত্ত করেন এবং মঞ্চ হইতে তীর নিষ্ক্ষেপ করেন। তাঁহার পার্শ্বে ২৩ জন সশস্ত্র স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান থাকে। উন্মুক্ত স্থানে শীকার করিতে হইলে, তিনি হস্তী পৃষ্ঠ হইতে শীকার করেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে, কেহ রথে, কেহ অশ্বে এবং কেহ কেহ হস্তী পৃষ্ঠে, যুদ্ধ-যাত্রার দ্বারা অস্ত্র নষ্টে সসজ্জিত হইয়া অবস্থান করে।

আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথার তুলনায় এতদেশীয় প্রথাগুলি অদ্ভুত বোধ হয়; কিন্তু, নিম্নোক্ত প্রথাটি অত্যন্ত। মেগাস্থিনিস বলেন যে, যে সকল জাতি ককেশাস পর্বতে বাস করে, তাহারা প্রকাশ্যে স্ত্রী সম্বন্ধ করে এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের দেহ ভক্ষণ করে (১১৩)। তিনি আরও বলেন যে, এক প্রকার বানর আছে যাহারা তাহাদের অনু-সরণ-কারীদিগের উপর প্রস্তর বর্ষণ করে। আবার, যে সকল জন্তু আমাদের ঘেঁষে গৃহপালিত, তাহারা ভারতবর্ষে ভক্ষণ নহে। তিনি এক শূক-

হইতেন। এ অবস্থায় রাজার 'সন্ততাবহার' প্রাসাদ বহির্ভাগে গমন করা সম্ভবপর নহে। তবে শুভ দ্বীপ পরিবৃত্ত হইয়া সুসম্মত বহির্গত হওয়া সম্ভবপর।

(১১০) হেরোডটাস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের স্থানে এক প্রকার প্রচলিত ছিল এককিনটোন নামের বলিয়াছেন যে, আকস্মিকভাবে সীমান্তপ্রদেশে এই প্রকার প্রচলিত আছে। ভৌগোলিক টলেমিও এই প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। বার্কিংহামে লিখিয়াছেন যে ভিক্টোরিয়ার এই প্রকার প্রচলিত দেখিয়াছেন।

বিশিষ্ট ও হরিণের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট (১১৪) অশ্ব, ৫০ অশ্ব ইয়াই (১১৫) দীর্ঘ ও ৩ হস্তে ৬ হস্ত পরিধি বিশিষ্ট অন্য এক প্রকার বেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন ।

পরে, তিনি (মিথ্যা) উপাখ্যান বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া (১১৬) বলিতেছেন যে, তথায় পাঁচ বিষয়, এমন কি তিন বিষয় দীর্ঘ মনুষ্য আছে ; তাহাদিগের কেহ কেহ নাসিকা বিহীন; ইহাদিগের, কেবল মুখের উর্দ্ধভাগে দুইটা ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্র দ্বারা তাহারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে । হোমর-বর্ণিত ত্রি-বিষয় ব্যক্তিগণের সহিত সারস এবং রাজহংসের ন্যায় বৃহৎ তিতির পক্ষী যুদ্ধ করে । অন্যত্র সারসের ডিম্ব বা শাবক পাওয়া যায় না । কারণ, কেবল মাত্র এই দেশেই সারসেরা ডিম্ব প্রসব করে এবং এতদেশীয় ব্যক্তিগণ, ঐ সকল ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট করে । কোন কোন সময়ে, সারস আহত হইয়া এই দেশ হইতে পলায়ন করে । ইনটোকোটাই (১১৭), বন্য মানুষ এবং অন্যান্য রাক্ষসের বৃত্তাস্তও এইরূপ । চন্দ্রগুপ্তের নিকট বনমানুষ গুলিকে আনিতে পারা যায় নাই । কেননা, তাহারা আহাৰ গ্রহণে অস্বীকার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় । ইহাদের পায়ের গোড়ালির সম্মুখ-ভাগে

(১১৪) ইলিয়ান এই সকল বিষয় বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন । আমরা এই গ্রন্থে উহা যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি ।

(১১৫) অশ্ব ইয়া = ৪ হস্ত । অনেকে এই নলকে বংশ বলিয়া নির্দেশ করেন । ছোঁরাডটাস ও দায়দরস ইহা উল্লেখ করিয়াছেন ।

(১১৬) ট্রাবো অনেক লোককে “মিথ্যাবাদী” বলিয়াছেন এবং এই শ্রেণীস্থ লেখক-গণের মধ্যে নিমাকসকে প্রথম স্থান ও মেগাস্থিনিসকে দ্বিতীয়স্থান দিয়াছেন । কিন্তু ট্রাবো অনেক স্থলেই ইহাদের বৃত্তাস্ত নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

(১১৭) ‘ইনটোকোটাই’ ‘কর্ণপ্রবাহ’ মহাভারতে সভাপর্বে উল্লেখ পাওয়া যায় ।

এবং পদাঙ্গুলি পশ্চাদিকে অবস্থিত (১১৮)। যে কয়েকটি বন-মানুষকে দরবারে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহাদের মুখ ছিল না এবং উহারা অত্যন্ত শাস্ত ছিল। উহারা গঙ্গার উৎপত্তি স্থলে বাস করে। তাহাদের মুখ না থাকাতে এবং খাস প্রখাসের জন্য কেবল মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত থাকাতে উহারা দগ্ধ মাংসের ভ্রাণ ও ফল পুষ্পের শ্লগন্ধ গ্রহণ পূর্বক জীবন ধারণ করে। দুর্গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যে তাহারা বিশেষ কষ্ট বোধ করে এবং এই জন্য তাহাদের জীবন রক্ষা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অন্যান্য অত্যন্তুত ঘটনার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, দার্শনিকগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ‘অকাইপোদিস’ (১১৯) এত দ্রুতগামী যে অশ্বও তাহাদের সহিত দৌড়াইয়া পারে না; ইণ্টোকোটাই (১২০) দিগের কর্ণ তাহাদের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত এবং সেই জন্য তাহারা কর্ণের উপর শয়ন করিতে পারে এবং ইহারা এক্রপ বলবান যে, অনায়াসে বৃক্ষোৎপাটন ও স্নায়ুনির্মিত ধনুর্গুণ ছিন্ন করিতে পারে। মনোমোটাই বা এক চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কুকুরের ন্যায় কর্ণ এবং তাহাদের একটি চক্ষু ললাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তাহারা উর্জকেশী এবং তাহাদের বক্ষ রোমশ। সর্কভুক আমিকটারিস জাতি কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে; ইহারা স্বল্প জীবী এবং বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাদের ওষ্ঠ অশ্বরের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। সহস্র বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট হাইপার

(১১৮) টাসীয়াস ও প্লিনি এই জাতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে ইহাঙ্গিকে ‘পশ্চাদঙ্গুলঃ’ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দৌণ্ডিক পর্ব্ব ব্রহ্মব্য ।

(১১৯) অকাইপোদিস একপাদ জাতি। মহাভারতের সভাপর্ব্বের একপাদ জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণেও ইহাদের কথা আছে।

(১২০) ১১৭ টিকা ব্রহ্মব্য ।

বোরিয়ানস্ (১২১) সম্বন্ধে তিনি লিমোনিডীস, পিত্তার এবং অন্যান্য শৌর্যগিক লেখকগণের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন (১২২)। টিমোজিনিস্ যে পিত্তল-রেণু বৃষ্টি ও লোকের ঐ রেণু সংগ্রহের কথা লিখিয়াছেন, উহা কাল্পনিক। ভারতীয় নদীতে যে স্বর্ণ রেণু পাওয়া যায় এবং উহার অংশ বিশেষ যে রাজাকে রাজত্ব স্বরূপ প্রদত্ত হয়, বেগহেনিস বর্ণিত এরূপ বিবরণ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ইবিরিয়া দেশেও (১২৩) ইহা দৃষ্ট হয়।

বেগহেনিস দার্শনিকগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে ঐহারা পর্কতে বাস করেন, তাঁহারা ডাইওনিসসের উপাসক। ডাইওনিসস যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, বন্য-জাঙ্গা, আইভি, গারেল, মার্বেল, বকস বৃক্ষ এবং অন্যান্য চির-হরিত তরুরাজি বাহা কেবল মাত্র তাঁহাদের মধ্যেই জন্মে এবং বাহা ইউফ্রেটীস নদীর পূর্বদিকে কেবল মাত্র উপবনে জন্মিয়া থাকে এবং বাহা রক্ষণাবেক্ষণে অভ্যস্ত বস্তু আবশ্যক হয়, তাহা এই দেশে জন্মে। তাঁহারা ডাইওনিসসের উপাসকগণের ন্যায় মসলিন বস্ত্র ব্যবহার, উল্লীষ ধারণ, গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার এবং ফুল কাটা উচ্ছল বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহাদিগের রাজা যখন প্রাসাদ বহির্ভাগে গমন করেন, তখন চুম্বুড়ি ও ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে। কিন্তু, যে সকল দার্শনিক সমস্তল ক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা হীরাক্লিসের পূজা করেন।

(১২১) হাইপার বোরিয়ানস্—উত্তরকূল। ভীষণকর্তৃক উদ্ভব। পিত্তার নামক হৃদ্বিখ্যাত কবিও উত্তর মেরুদেশের বর্ণনা করিয়াছেন।

(১২২) বর্তমান জর্জিয়া।

(১২৩) সিনেলের গ্রন্থেও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল বৃত্তান্ত আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং অনেক লেখক এই সকল বিষয়, বিশেষতঃ দ্রাক্ষা ও মদ্য সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেননা, আর্মেনিয়ার অধিকাংশ এবং সমগ্র মেসোপটামিয়া ও পারস্য ও আর্মেনিয়া পর্য্যন্ত মিডিয়ায় অংশ, ইউফ্রেটিসের অপর পার্শ্বে অবস্থিত এবং এই সকল দেশের অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট মদ্য-উৎপাদনকারী দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র আছে।

মেগস্থেনিস দার্শনিকগণকে অল্প এক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি, এক শ্রেণীকে ব্রাহ্মণ ও অপর শ্রেণীকে শ্রমণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণকেই সকলে অধিক সম্মান করেন; কেননা, তাঁহারা অনেকাংশে একই মতাবলম্বী। মাতৃগর্ভে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সন্তানের যত্ন লইতে আরম্ভ করেন। এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মাতার নিকট গমন করিয়া মাতার ও গর্ভস্থ ক্রণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ছলে, সঙ্গদেহ ও সংপরামর্শ প্রদান করেন এবং যে সকল গর্ভধারিণী এই সকল বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রণিধান করেন, তাঁহাদিগকেই সুসন্তানের মাতা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইলে, একের পর অন্যের যত্নে লালিত পালিত হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর জ্ঞানী গুরুর নিকট তাহাদের শিক্ষার ভার ত্রুস্ত করা হয়। দার্শনিকগণ নগরের সমুখস্থ নাতিবৃহৎ বেষ্টিত উপবনে বাস করেন। তাঁহারা মাংস ভোজন ও ইন্দ্রিয় সম্বোগে বিরত থাকেন; তাঁহারা আড়ম্বর বিহীন জীবনাতিপাত করেন এবং তৃণশয্যা বা যুগচর্ম্মে শয়ন করেন। তাঁহারা জ্ঞানপূর্ণ প্রসঙ্গ শ্রবণে এবং শিক্ষার্থী-গণকে শিক্ষাদানে সমরাতিপাত করেন। কিন্তু শ্রোতা কথা বলিতে, এমন কি, নিষ্টিবন ত্যাগ করিতেও নিষিদ্ধ; অতথা, শ্রোতাকে আশ্বসংবধ বিহীন বলিয়া সমাজ হইতে ঐ দিবসই বহিষ্কৃত করা হয়। এই প্রকার

৩৭ বৎসর বাস করিয়া, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তি ভোগে অধিকারী হইয়া মসলিনের বস্ত্রাদি পরিধান এবং হস্তে ও কর্ণে করেকথানি সুবর্ণ-লঙ্কার ধারণ করিয়া নিরাপদে ও অপেক্ষাকৃত যথেষ্টভাবে জীবনান্তিপাত করিতে পারেন। এই সময়ে তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন, কিন্তু শ্রম-সাধ্য কর্মে নিযুক্ত পুত্তর মাংস ভক্ষণ কিংবা উগ্র ও অত্যধিক মসলা বিশিষ্ট খাদ্য-ভক্ষণে বিরত থাকেন। তাঁহাদের ক্রীতদাস না থাকাতে, আবশ্যাকাশুয়ারী সন্তান সন্ততির সেবা অত্যন্ত আবশ্যিক। ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ পত্নীদিগকে দর্শন শিক্ষা-দান করেন না, কারণ, অসচ্চরিত্রা হইলে উহারা এই নিষিদ্ধ বিবর অপরের নিকট প্রকাশ করে এবং ক্রীণ উত্তম দার্শনিক হইলে স্বামীকে পরিত্যাগ করে। কেন না, যাহারা সুখ ও হুঃখ, জীবন ও মরণ, একই ভাবে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহারা অপরের দাসত্ব গ্রহণে ইচ্ছা করে না এবং জ্ঞানীপুরুষ ও জ্ঞানবতী স্ত্রীর উচাই ধর্ম। ইহারা অধিকাংশ সময়েই মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই জন্ম যেন গর্ভস্থ শিশুর পরিণত হইবার সময়, এবং মৃত্যুই দার্শনিকগণের পক্ষে সত্য ও সুখকর জন্ম। এই কারণেই তাঁহারা মৃত্যুর ভয় প্রস্তুত হইবার কারণে, নানা প্রকার শিক্ষা গ্রহণ ও ক্লেশ সহ করেন। মনুষ্যের মৃত্যুই যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহারা সে সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের নিকট ভাল মন্দ ব্রহ্মাত্মত্বের ভ্রাম্য ; নতুবা, একট ব্যক্তি একই বস্তু দ্বারা বিভিন্ন সময়ে সুখ হুঃখ ভোগ করিবে কি রূপে ? আমাদের গ্রন্থকার বলেন যে, ভক্ত-জগৎ সম্বন্ধে ইহাদের মত অত্যন্ত সরল। তাঁহাদের বিশ্বাস উপাখ্যানের উপর স্থাপিত বলিয়া, তাঁহারা যুক্তি অপেক্ষা কার্যোই অধিক প্রিয়। অনেক বিবরে, গ্রীকদিগের সহিত ইহাদের একমত দেখা যায়। গ্রীক-দিগের জ্ঞান ব্রাহ্মণগণও বলেন যে পৃথিবী হইতে এইরাহিল ; উহা অংশীল,

গোলাকার এবং যে দেবতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ও ইহা শাসন করিতেছেন, তিনি সর্বত্রই ব্যাপ্ত। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে প্রত্যেক বিষয়েরই মূল বিজ্ঞান। তাঁহারা বলেন যে, পৃথিবী নির্মাণে জল ব্যবহৃত হইয়াছিল, চারি ভূত ব্যতীত একটী পক্ষম ভূত আছে এবং এই পক্ষমভূত হইতেই স্বর্ণ ও তারাদল সৃষ্ট হইয়াছে এবং পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত। জন্ম, আত্মার প্রকৃতি, এবং অন্তঃকরণ অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও গ্রীকদিগের একই মত। প্লেটোর জ্ঞান ব্রাহ্মণগণও আত্মার অবিনশ্বরত্ব, বসন্তের বিচার প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের মত রূপকাকারে প্রেরিত করিয়া রাখিয়াছেন। মেগস্থেনিস ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

মেগস্থেনিস ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, হিলোবিয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ভাজন। তাঁহারা বনে বাস করেন; বসন্তাত পত্র ও কল ভোজনে জীবনধারণ করেন; বহুল পরিধান করেন এবং মদ্যপান ও স্ত্রী-সঙ্গ হইতে বিরত থাকেন। নৃপতিগণ, ঘটনার কারণ সম্বন্ধে হুঁত প্রেরণ করিয়া ইহাদের মত জিজ্ঞাসা করেন এবং ইহাদের দ্বারা ইন্দ্রদেবের পূজা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। হিলোবিয়ইয়ের পরেই চিকিৎসকগণকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়; কেন না, তাঁহারা দর্শন দ্বারা মনুষ্যের প্রকৃতির অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা বনে বাস করেন না। তাঁহারা ভাত ও যব আহার করেন। তাঁহারা মিতব্যয়ী; কিন্তু এই ভাত ও যব অপরের নিকটে চাহিদারাই পাওয়া যায় এবং তাঁহারা ইহাদের গৃহে অতিথি হন, তদ্ব্যতঃ পাওয়া যায়। ইহারা রমণীগণকে ঔষধ প্রেরণে সন্তানকটী করিতে পারেন। ইহারা ঔষধ অপেক্ষা পশুাদি দ্বারাষ্ট আরোগ্য সম্পাদন করেন। মলম ও চাটনির অধিক ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত

তাহারা অজ্ঞাত ঔষধ অনিষ্টকারী বলিয়া বিবেচনা করেন। এই উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এবং অজ্ঞাত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি সকল এমনাদ্য কর্তৃক হুঃখ সহ করিয়া এমন সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন যে, তাহারা সমস্ত দিন একই অবস্থায়, নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত গণক, বাছকর, প্রেতশাস্ত্র-বিশ্বাস ব্যক্তিগণ এবং তিস্তাজীবী—এ সকল জাতিও আছে। তাহারা ইহাদের অপেক্ষা বিদ্বান এবং মনুষ্যের সহবাসে থাকে, তাহারাও পরলোক সম্বন্ধে কুসংস্কার প্রচার করে। তাহারা মনে করে, ইহাতে ধর্মভীরুতা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। জীলোকেরাও উহাদের কাহারও কাহারও সহিত দর্শন আদায়ন করে, কিন্তু এই সকল জীলোকেরাও ইঞ্জির-সেবা হইতে বিরত থাকে।

আরিষ্টোবেলস বলেন যে, তিনি তক্ষশীলার ব্রাহ্মণজাতীর দুইটি পণ্ডিতের দেখা পাইয়াছিলেন; একটা সুদীর্ঘমস্তক কিন্তু অন্যটির মস্তকে কেশ ছিল। উভয়ের সঙ্গে শিষ্য ছিল। তাহারা অবসর কাল হাটে অভিরাহিত করিতেন। তাহারা বিক্রয়ার্থ জ্বোয়র বাহা ইচ্ছা তাহাই বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে পারিতেন। বাহাকেই তাহারা সম্ভাষণ করেন, তাহার মস্তকেই একপভাবে তিল তৈল ঢালিতে থাকেন যে, উগ তাহাদের মুখ পর্যন্ত গড়াইয়া পড়ে। তাহারা বিক্রয়ার্থ তিল ও মধু, প্রচুর পরিমাণে লইয়া গিষ্টক প্রস্তুত করেন এবং সেই জন্য আহাৰাদিতে তাহাদের কোনই স্বাদ হয় না। তাহারা আলেকজান্দারের নিকট আসিয়া, দণ্ডায়মানাবস্থায় আহাৰ গ্রহণ করেন এবং নিকটস্থ একটা স্থানে তাহাদের সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। ঘোষ্ঠ শাসিত অবস্থায় সুযৌর উদ্ভাপ ও বৃষ্টি সহ করিতে লাগিলেন। অন্যটি, এক পারের উপর ভরষিরা ও ছই হস্ত উচ্চ রাখিয়া, তিন হস্ত দীর্ঘ এক খানি কাটখণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন এবং এই প্রকারে সমস্ত দিন অভিরাহিত

করিলেন। প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টীর আত্মসংবন্ধে অধিক ক্ষমতা ছিল, কেন না, অল্পকাল মাত্র রাজার অনুসরণ করিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বিতীয়টী, আলেকজান্দারের অনুসরণ করিয়া, ভিন্ন প্রকার পোষাক পরিধান করিয়া ও নিজ রীতি নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করিলেন। এই ব্যবহারের জন্য যখন তাঁহাকে তিরস্কার করা হঠেন, তখন তিনি উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত সম্রাটসাম্রাজ্যের চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন (১২৪)। আলেকজান্দার এই দার্শনিকের সম্মানগগণকে যথেষ্ট উপহার প্রদান করেন।

আরিস্টটেলস তক্ষশীলার প্রচলিত কতকগুলি অত্যামূল্য ও অস্বাভাবিক আচরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা দরিদ্রতা-নিবন্ধন নিজ কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পারে না, তাহারা কন্যাদিগকে যৌবনকালে রাজারে লইয়া বাইরা, শব্দ-যাত্রা ও দামামা ধ্বনি দ্বারা ক্রেতা সংগ্রহ করে। যখন কোন ক্রেতা অগ্রসর হয়, তখন প্রথমে বালিকার পাদদেশ হইতে মুখ পর্যন্ত অনাবৃত করিয়া দেখান হয়; পরে, সম্মুখস্থ বস্ত্র অপসারিত করিয়া দেখান হয়; ক্রেতার মনঃপূত হইলে বিবাহ হয়। মৃতদেহকে শবুদের আহ্বানের জন্য ফেলিয়া দেওয়া হয়। এদেশে বহু-

(১২৪) গ্রীকগণ ইহাকে কালানস নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দার্শনিক স্পিনিস (sphines) নামে আখ্যাত হইতেন। আরিয়ান বলিয়াছেন যে, দার্শনিকগণ আলেকজান্দারকে দেখিয়া বৃত্তিকার পদাব্যাহত করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহার উত্তর যেন যে, যদিও আলেকজান্দার অনেক দেশ জয় করিয়াছেন এবং অনেক দেশ জয় করিয়াছেন, তথাপি তিনি মানবদেহধারী এবং মৃত্যু হইলে মাত্র যে স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হইবে, সেই স্থান ব্যতীত অন্যদানে তাঁহার অধিকার থাকিবে না। (প্রাচীন ভারতের দ্বিতীয় খণ্ড অষ্টম অধ্যায়)

বগ্নাহ প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথা অন্যান্য জাতির মধ্যেও
প্রচলিত। তিনি বলেন যে, তিনি কাহারও কাহারও নিকট গুনিয়াছে
যে, ক্রীগণ স্বামীর সহিত সহমরণে গমন করে এবং উহা সঙ্কট চিত্তেই
করিয়া থাকে। যে সকল ক্রীলোক স্বামীর সঙ্কট সহগমনে। অনি
প্রকাশ করে, তাহাদিগকে স্থগার চক্ষে দেখা হয় (১২৫)।

অনিসিক্রিটস বলেন যে, তিনি এই সকল পণ্ডিতের সহিত বাক্যা-
লাপের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। আলেকজান্ডার গুনিয়াছিলেন যে,
এই সকল ব্যক্তি উলঙ্গাবস্থায় থাকে, অত্যন্ত ক্রেশ সঙ্কট করিতে পারে
এবং লোকে ইহাদিগকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে; নিমন্ত্রিত
হইলেও ইহারা অপরের নিকট গমন করে না; কিন্তু যাহারা ইহাদের
ব্যায়াম দেখিতে বা কথোপকথন শুনিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে নিকটে
আসিতে অনুমোদন করে। এই প্রকার মতাবলম্বী বলিয়া, আলেক-
জান্ডার ইহাদের নিকটে যাইতেও অনিচ্ছুক ছিলেন এবং ইহাদের প্রচলিত
মতানুযায়ী কোন কার্য করিতেও আদেশ করেন নাই। তিনি অনিসি-
ক্রিটসকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করেন। অনিসিক্রিটস দেখিতে পান
যে নগর হইতে কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরে উলঙ্গ পঞ্চদশ ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে উপ-
বেশন বা শয়ন করিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত সমরাস্তিপাত করে; পরে, নগরে
প্রত্যাবর্তন করে। সূর্য্যের উত্তাপ সঙ্কট করা অত্যন্ত কঠিন কার্য।

(১২৫) হারদরস বলিয়াছেন যে, কাথিয়ানগণের মধ্যে বিধবাগণ সহযত্ন হইত।
পূর্ববর্তী ও সম্ভাব্যতী ক্রীগণ ব্যতীত অন্তর্বে কেহ একপ আচরণ না করিত, তাহাকে চিরকাল
বধবা হইয়া কালাতিপাত করিতে হইত এবং এরূপ ক্রীলোক কোন বাসবজ্ঞে বোম্বান
করিতে পারিত না। বাসীশ্বর সিসিরিও তাঁহার "Tusculan Disputation" পুস্তকে
হা ন বিধবাগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

যি প্রহসে, ইহারা ব্যতীত অন্য কেহই নয় গদ্য ভূমিতে ভ্রমণ করিতে পারেন না।

অনিসিক্রিটস্ অন্ততঃ পণ্ডিত কালানাসের সহিত কথোপকথন করেন। এই কালানাস পরে আলেকজান্দারের সহিত পারস্যে গমন করিয়াছিলেন এবং পারস্যেই তাঁহার স্বদেশীয় প্রথাভ্রমারী তাঁহাকে অনন্ত চিতার দ্বাছ করা হয়। অনিসিক্রিটস্ কালানাসকে প্রস্তরের উপরে শরাস্থ থাকিতে দেখেন। তিনি কালানাসের সন্নিকটস্থ হইয়া পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া, কি প্রকারে তিনি আলেকজান্দার কর্তৃক তাঁহাদের জ্ঞানের বৃত্তান্ত শ্রবণ ও পরে রাজাকে ঐ বিষয় নিবেদন কর্ত্ত প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা জ্ঞাপন করিলেন। অনিসিক্রিটসের পরিধানে কুর্তা, শিরদ্বাগ ও দীর্ঘপাছকা দেখিয়া, কালানাস হাস্য করিয়া বলিলেন “পৃথিবী, পূর্বে যেরূপ শস্য ও বালিপরিপূর্ণ ছিল, বর্ত্তমানে সেইরূপ ধূলি পরিপূর্ণ হইয়াছে। পূর্বে উৎস সমূহে জল, হৃৎ, মধু, মদ্য বা তৈল প্রবাহিত হইত কিন্তু পূর্ণতা বা বিলাসিতা দ্বারা মনুষ্য অহঙ্কারী ও উদ্ধত হইয়াছে। ইহাতে জিহাস (১২৬) বিরক্ত হইয়া সর্ব্ব অস্তর্হিত করিলেন এবং মনুষ্যকে সেই দিবস হইতে প্রমসাদ্য জীবনান্ধিতাপাত করিতে হইতেছিল। পুনরায় যখন মিতাচারিতা এবং অন্যান্য গুণরাশি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল, তখন পুনরায় প্রচুর পরিমাণে উত্তর উত্তম দ্রব্য পাওয়া যাউতে লাগিল। কিন্তু, বর্ত্তমানে অভৃষ্টি ও অনিয়মিততা বৃদ্ধি পাওয়াতে পুনরায় অভাব আসিতেছে। তিনি এইরূপ বলিয়া অনিসিক্রিটসকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে, তিনি যেন পরিধের বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত একই প্রস্তরায়নে উপস্থ হইয়া উপবেশন

করেন। যখন এই সকল কথা শুনিয়া অনিসিক্রিটস (১২৭) ইতঃপুতঃ করিতে লাগিলেন, তখন সর্জাপেকা বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ পণ্ডিত, কালানসকে তাঁহার প্রগলভতার অন্য ভিন্নকার করিয়া বলিলেন যে, কালানস যে দোষের মিন্দা করিতেছেন তিনি নিজেই এ ক্ষেত্রে সে দোষে দোষী (১২৭)। পরে তিনি অনিসিক্রিটসকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া বলিলেন যে রাজা প্রশংসার পাত্র; কারণ, তিনি একুপ বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও জ্ঞানার্জনে ইচ্ছুক এবং কেবল এই একটা অস্ত্রধারী দার্শনিক (১০৮) দেখিয়াছেন। ষাঁহার। অপরকে ধৈর্য্য শিকানানে প্রবর্তিত করিবার বা অনিচ্ছুককে ধৈর্য্য শিক্ষাকরিতে বলপূর্ব্বক প্রবর্তিত করিতে পারেন, তাঁহার। নিজে বুদ্ধিমান হইলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে, যে দোভাবী গণ অজ্ঞের ভায় আমার ভাষা ব্যতীত অস্ত্র কিছুই বুঝিতে পারেনা, একুপ দোভাবীর সাহায্যে তিনি দর্শনের আবশ্যকতা বুঝাইতে অকম বলিয়া তিনি কহাই। কর্ণমের মধ্যদিয়া প্রবাহিত জল পরিষ্কার হইবে আশা করা এবং একুপ ক্ষেত্রে দর্শন বোধগম্য করা একই ব্যাপার (১২৯)।

তাঁহার উপদেশের অভিপ্রায় এই যে, যে ধর্ম্ম মন হইতে সুখ ও দুঃখ দূরীকৃত করিতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম; দুঃখ ও পরিশ্রমে এই প্রভেদ যে দুঃখ মনুষ্যের শত্রু এবং পরিশ্রম মনুষ্যের মিত্র। কেন না, পরিশ্রমের উদ্দেশ্যই হইতেছে মনুষ্যের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি, যদ্বারা তাঁহার। মতভেদ

(১২৭) এইকালে উল্লেখ করা বাইতে পারে, যে অনিসিক্রিটস নিজে ডাইওনিচিয়ের সমাদারভূত দার্শনিক ছিলেন।

(১২৮) এখানে আসেলকালানসকেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১২৯) সুটাক 'অষ্টমকালানস জীবনী' নামক গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ অধিষ্ঠিত।

হ্রস্ব করিয়া সাধারণকে সত্বদেশ দ্বারা একত্র করিতে পারে । এই জন্ত তাঁহারা আলেকজান্দারকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিতে তৎক্ষণাত্কে উপদেশ দেন ; কেন না, যদি তাঁহাকে কোন প্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তিনি সমাদর করেন তবে তিনি উপকৃত হইবেন, এবং যদি তিনি নিকৃষ্টকে সমাদর করেন, তবে তাঁহার মঙ্গল হইবে । মানদনিস উপযুক্ত মর্মে বলিয়া, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গ্রীকদিগের মধ্যে এইরূপ মত প্রচলিত আছে কিনা । অনিসিক্রিটস উত্তর করিলেন যে, পাইথাগোরাস এইরূপ একটা উপদেশ শিখা দিতেন এবং তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে মাংসভোজে নিষেধ করিতেন । তিনি সফ্রেটিস ও ডাইওজেনিসেরও উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও এই মত । মানদনিস উত্তর করিলেন যে, অস্ত্রান্ত বিষয়ে তাঁহাদের মত ঠিক হইলেও তাঁহারা স্বভাব অপেক্ষা প্রচলিত রীতিনীতিকে অধিক সন্মান করিয়া তুল করিয়াছেন ; অত্যাধা, তাঁহারা তাঁহার জ্ঞান উল্লাসবাহার গমন করিতে ও সামান্ত আহার গ্রহণে জীবন ধারণ করিতে লজ্জিত হইতেন না । বস্তুতঃ, এই গৃহই সর্বাপেক্ষা কম মেরামত আবশ্যক করে । তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহারা স্বাভাবিক দৃশ্য, পূর্বলক্ষণ, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং ব্যাধির সম্বন্ধে আলোচনা করেন । যখন তাঁহারা নগরে গমন করেন, তখন তাঁহারা হাটে বাইরা থাকেন । যদি কোন ডুধুর বা আধুর বিক্রেতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে মূল্য না দিয়াই উহা গ্রহণ করেন । ঘনীগৃহে তাঁহাদের অবাসিত দ্বার ; এমন কি অন্তঃপুরেও তাঁহাদের অপ্রতিহতগতি । গৃহপ্রবেশ করিয়া তাঁহারা আহারাদি গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা কথোপকথনে যোগদান করেন । তাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অত্যন্ত দুর্গম বিষয় বিবেচনা করেন । এই জন্ত যখন কেহ পীড়িত হয়, তখন তিনি চিত্তা সম্বৃত্ত করিয়া ও উত্তমরূপে তৈল মর্দন করিয়া এবং চিত্তার

উপর উপবেশন করিয়া, উহাতে অগ্নি প্রদানে আদেশ প্রদান করেন এবং উপবিষ্টাবস্থায় দগ্ধ হইতে থাকেন ।

নিরাকর্ষ পণ্ডিতগণের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রদান করেন । কতকগুলি ব্রাহ্মণ রাজনৈতিক কার্যে যোগদান ও রাজার মন্ত্রীর কার্য্য করেন । অন্যান্য সকলে প্রকৃতির উপাসনা করেন । কালানুগ শেখোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন । জ্যৈলোকগণ পুরুষের সহিত একত্র দর্শন পাঠ করেন এবং সকলেই সাধুভাবে জীবনাতিপাত করেন । অন্যান্য ভারতবাসীদের রীতিনীতি সম্বন্ধে নিরাকর্ষ বলেন যে, ভারতবর্ষে লিখিত কোন আইন নাই এবং অন্যান্য দেশীয় আইন অপেক্ষা এ দেশীয় আইন সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তিনি চুটান্তস্বরূপ বলিয়াছেন যে, কতকগুলি জাতির মধ্যে একরূপ প্রথা প্রচলিত যে দন্দযুদ্ধে জয়ীকে কুমার উপহার প্রদান করা হয় । কারণ, ইহাতে যৌতুক বাতীত কন্যার বিবাহ নির্বাহিত হয় (১০০) । অন্য দ্বাতি মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার একত্র হইয়া ভূমি কর্ষণ করে এবং উৎপাদিত শস্য সংগৃহীত হইলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আবশ্যাকাহুয়ারী শস্য গ্রহণ করে (১০১) । বাহাতে তাহাদের পুনরায় শস্য উৎপাদন করিতে হয় এবং তাহারা আলস না হয়, তজ্জন্য অবশিষ্ট শস্য দাহ করা হয় । ধনুক ও তিন হস্ত দীর্ঘ

(১০০) সম্ভবতঃ, গ্রন্থকার এখানে বরংবর প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন । আরিয়ান ইতিহাস গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের কন্যাসমূহ বরংপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদের অভিভাবকগণ উহাদিগকে একান্তভাবে বাজারে লইয়া যান এবং ভণ্ডার বাহারা মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বশবী হইরাছে, তাহাদিগকেই মনোনীত করে ।

(১০১) ম্যাক্সমুল সাহেব বলিয়াছেন যে এই স্থানে গ্রন্থকার ভারতীয় Village community কথা উল্লেখ করিয়াছেন ।

জীয়েই তাহাদিগের মুদ্রার (১৩২)। কেহ কেহ বর্ণা, চাল এবং তিন চক্র দ্বারা তরবারিও ব্যবহার করে। তাহারা বস্ত্রের পরিবর্তে মুখ-বন্ধনী ব্যবহার করে। তাহাদের অশ্বের তটে ছিদ্র করে।

নির্যাকাস বলেন যে, শিল্পকার্যে পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য তাহারা মালিখোনিরানদিগের মধ্যে স্পঞ্জের ব্যবহার লেখিতা চুল, হৃদয়হৃৎ এবং তন্তু একত্রে সীবার পূর্বক স্পঞ্জের ন্যায় করিয়া পরে উঠা রং করে। অনেক তৈল মাখিবার পাত্রও নির্মাণ করিতে পারে। তাহারা ঘনবৃন্দা বস্ত্রের উপর পত্র লেখে; কিন্তু অন্যান্য লেখকেরা বলেন যে তাহারা, বর্ণ-মালা অবগত নহে। তাহারা দ্রবীকৃত তাম্র নির্মিত পাত্রাদি ব্যবহার করে। নির্যাকাস ইহার কারণ নির্ণয় করেন নাই, যদিও তিনি বলেন যে, এই বাতু নির্মিত দ্রব্যাদি যুক্তিকার পড়িলেই যুৎপাতের ন্যায় চূর্ণ হয়। ভারতবর্ষে অন্য একটি প্রচলিত প্রথা এই যে, অধিবাসীরা রাজা ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সম্মুখে বাষ্টাক প্রণিপাত না করিয়া, তাহাদের সম্মুখে প্রার্থনা করে। দেশে মুক্তা, গর্নেট এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষস্বকীয় লেখকদিগের মধ্যে কিরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহা কালানুসারের বৃত্তান্ত হইতে প্রনিধান করা বাইতে পারে। কালানুসার যে আলেকজান্দারের সহিত ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন, এসময়ে তাহাদের সকলেরই একমত এবং তিনি যে আলেকজান্দারের সঙ্গে থাকিতেই ইচ্ছাপূর্বক অগ্নিসম্মে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাহাদের একই মত কিন্তু কালানুসারের মৃত্যুর কারণ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ নির্যাকাস মর্মে লিখিয়াছেন যে, কালানুসার রাজার চাটুকার হইয়া প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে রাজার সহিত

ভারতবর্ষের বহির্ভাগে গমন করিয়া ছিলেন। তিনি পাসারগাহিতে (১৩৪) পীড়িত হইলে (ইহাই তাঁহার প্রথম পীড়া) ৭০ বৎসর বয়সে আলেকজান্দারের অমুরোধ রক্ষা না করিয়া আত্মহত্যা করেন। চিত্রা সজ্জিত করিয়া শুষ্কপরি সূৰ্ণের পালঙ্ক স্থাপনা করা হয়। তিনি চিত্রার উপরে শয়ন করিয়া ও নিজেকে আবৃত করিলে চিত্রার অগ্নিপ্রদান করা হয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্যান্য লেখকেরা বলেন যে, কাষ্ট-নির্মিত একটা কক্ষ নির্মিত করিয়া উচা পত্রদ্বারা পূর্ণ করা হয়। পরে ঐ কক্ষের উপরিভাগে চিত্রা প্রস্তুত করা হইলে, তাঁহার আদেশানুযায়ী তাঁহাকে ঐ কক্ষ মধ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং পরে তিনি ঐ চিত্রার লক্ষ প্রদান করিয়া পড়িলে কক্ষের সজ্জিত দাহ হন। কিন্তু মেগাস্থেনিস বলেন যে, আত্মহত্যা দার্শনিক গণের মত-বিরুদ্ধ এবং বাহারা একরূপ কার্যকরে, তাহাদিগকে দুঃসাহসিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত কোপন-স্বভাবী এবং নিজেরাই নিজ গাত্রে আঘাত করিয়া ক্ষত করেন অথবা উচ্চ হইতে লক্ষ প্রদান করেন; কেহ কেহ বজ্রা-লম্ব করিতে না পারিয়া জলমধ্যে নিমজ্জনে প্রাণ ত্যাগ করেন এবং কেহ কেহ অগ্নিতেও দেহত্যাগ করেন। কালানল এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি উত্তেজনার বশবর্তী ছিলেন এবং আলেকজান্দার-সদৃশ ধাতু-জিহ্বা হইরাছিলেন। এইজন্য ভারতবাসিন্য় তাঁহাকে মিন্দা করিতেন কিন্তু তাঁহারা মান্দানিসকে প্রাংশসা করিতেন। কেননা, জিরাস-পুত্রের (১৩৫) সহিত সাক্ষাৎ করিলে, পুরুষত্ব হটবেন ও সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার

(১৩৪) কালানদের স্বীয় হানি লব্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। অধ্যাপক ক্রম্বিক্সলের মতে কালানিস বাবিলনের অন্তর্গত হুনার দেহত্যাগ করেন।

(১৩৫) ক্রম্বিক্সলার নিজেকে দেবরাজ জিরাসের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন।

করিলে শান্তি পাইবেন, একরূপ সংবাদ আসিলেও তিনি আলেকজান্দারের নিকট বাইতে বিরত থাকিলেন। তিনি বলিলেন যে, আলেকজান্দার জিয়াসের পুত্র নয়; কেননা, তিনি এখনও পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারেন নাই। যে ব্যক্তির কিছুতেই আশার পরিত্যাগ হয় না তাঁহার নিকট তিনি কোনরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবেন না; এবং তিনি তাহার ভয়েও ভীত নহেন। কারণ, প্রাণত্যাগ থাকিলে ভারতবর্ষে আহারের অভাব হইবে না এবং প্রাণত্যাগ হইলেও তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন এবং উত্তম ও পবিত্র জীবন লাভ করিবেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার নিকট বাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।

ঐতিহাসিকগণ নিম্নলিখিত বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীগণ জিয়াস, গঙ্গানদী ও অজ্ঞাত দেবতাকে পূজা করে। রাজার কেশ ধোত করিবার সময় বিরাট উৎসব হয় এবং প্রত্যেকে তাঁহার নিকট উপহার প্রেরণ করে। এই সময়ে প্রত্যেকেই তাহার প্রতিবেশী অপেক্ষা নিজ অর্থের অধিক পরিচয় দিবার চেষ্টা করে। তাঁহার বলেন যে, স্বর্ণ-খননকারী-পিপীলিকার কোন কোনটা পক্ষ-বিশিষ্ট এবং আইবির-মান দেশের নদীর জার ভারতীয় নদীতে সুবর্ণ পাওয়া যায়। তাহাদের উৎসব-কালীন শোভা-যাত্রার সুবর্ণ ও রৌপ্য-সজ্জিত অনেক হস্তী যায়। ভূতাত্ত্বিক, চতুরাং-যোজিত এবং যুগ্ম-যুগ্ম-যোজিত রথও শোভা যাত্রার শোভা বৃদ্ধি করে। পরে, সুসজ্জিত ভূতাবর্ণ, সুবর্ণ মানস্কৃত পাত্র, পাত্রাধার, রাজ-সিংহাসন ও ভারতীয় তাম্র নির্মিত ও মণিমুক্তা সুশোভিত পানপাত্র, সুবর্ণ খচিত বস্ত্র, মহিষ, চিত্রা প্রভৃতি বস্ত্র জন্তু, পালিত সিংহ এবং প্রকৃষ্ট ও নানা বর্ণরঞ্জিত পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষী শোভা যাত্রার যায় (১০৫)। ক্রিটাকাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, চতুর্ভুজ বিশিষ্ট রথ, পক্ষ

(১০৫) হোরডটস বলিয়াছেন যে, রাজার অন্তর্নিবে এই উৎসব সম্পাদিত হইত।

বিবিধ বৃহৎ বৃক্ষাদি বহন করে এবং এই সকল বৃক্ষে পিঞ্জরের মধ্যে নানা প্রকার পালিত পক্ষী থাকে। তন্মধ্যে ওরিওন (১৩৬) সর্কাপেক্ষা স্তূৰ্ভ এবং কাটুরাস (১৩৬) নামক অল্প একটি পক্ষী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ও ইহার পালক নানাবর্ণ রঞ্জিত। ইহা দেখিতে অনেকাংশে ময়ূরের জায়।

শ্রামণাই জাতীয় (১৩৭) দার্শনিকগণ ব্রাহ্মণগণের প্রতিদ্বন্দী। ইহারা বিবাদ-প্রিয় ও বাদামুশাদ করিতে ভাল বাসে। যে সকল ব্রাহ্মণগণ শরীর-তত্ত্ব ও খগোল বিজ্ঞান পাঠ করেন, তাহাদিগকে ইহারা মূৰ্খ ও প্রতারক বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সকল শ্রামণাইদিগের কাহাকে কাহাকে পার্শ্বতীয় শ্রামণাই, কাহাকেও জিমনেটাই, কাহাকেও নাগরিক শ্রামণাই এবং কাহাকেও দেশীয় শ্রামণাই বলে। পার্শ্বতীয় শ্রামণাইগণ মৃগচন্দ্র পরিধান করে এবং মস্ত ও মাছলি দ্বারা ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারে, এক্রপ প্রচার করে। জিমনেটাইগণ উল্কাবহ্নয় থাকে এবং ৩৭ বৎসর ধরিয়া ধৈর্য-শিক্ষা করে। তাহাদের সংসর্গে ত্রীলোকও বাস করে কিন্তু তাহারা সংযমী।

নাগরিক শ্রামণাইগণ নগরে বাস করে এবং ইহারা মসলিনের বস্ত্র পরিধান করে। জানপদবাসিগণ মৃগশাবক ও কালসারের চন্দ্র পরিধান করে। সাধারণতঃ ভারতবাসিগণ মসলিন ও সূত্র নির্মিত শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে। তাহারা দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘ শ্রম্ম রাখে; কেশ-বিভাগ ও বন্ধনী দ্বারা চুল বন্ধন করে।

(১৩৬) ইলিয়ান তাহার 'গীতবে' এই পক্ষীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কাটুরাসেরও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১৩৭) অমণ।

আর্টিমিডোরাস বলেন (১৩৮) যে, গঙ্গা ইমরই পর্বত হইতে বহির্গতা হইয়া দক্ষিণাগামিনী হইয়াছে এবং গান্ধীনগর পৌছিয়া পূর্বাভিমুখিনী হইয়া পালিবোথু পৌছে এবং পরে সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছে। একটা শাখা নদীর নাম অইদানিস। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সে গুলি উল্লেখযোগ্য নহে। এই সকল বৃত্তান্তের সহিত নিকোলাস দামাসকেনলের বৃত্তান্ত যোগ করা বাইতে পারে (১৩৯)।

এই গ্রন্থকার বলেন যে, অন্টিওকের নিকটস্থ দাকনীতে (১৪০) অগষ্টস সিঙ্কের নিকট যে সকল দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের দাক্ষাংলাভ করেন। পত্র দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই গ্রন্থকার-কথিত তিন জন ব্যতীত আরও দূত ছিলেন। অন্তর্গতি পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। পার্চমেণ্টের উপর গ্রীকভাষায় এই পত্র লিখিত হইয়াছিল এবং পোরস এই পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহা এই মর্মে লিখিত হইয়াছিল যে, যদিও তিনি ছয় শত রাজার অধিপতি, তথাপি তিনি সীঙ্কের বন্ধু বলিয়া বিশেষ গর্ভাভূতব করেন এবং নিজ রাজ্য-মধ্য

(১৩৮) গ্রীক পৰ্ব্বটক এবং ভৌগোলিক ।

(১৩৯) দামাসক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, নিকোলাসকে দামাসকিস দামাসক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। নিকোলাস উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সর্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তিনি হিরডের পরমবন্ধু ছিলেন এবং অগষ্টস সিঙ্ককে তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। হিরডের অনুরোধে তিনি ১৪৪ খৃতে এক ইতিহাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(১৪০) অরভিস নদীতীরবর্তী আন্টিয়ক নগরস্থ কুন্ড আপলো দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত।

নিজ সিন্ধুর সৈন্যের গমনাগমনে অনুমতি প্রদান ও তাঁহার সাহায্যার্থ প্রস্তুত আছেন। আট জন উলঙ্গ ভৃত্য প্রেরিত উপহার উপস্থিত করিয়াছিল। তাহাদিগের কটাদেশে কোমরবন্ধ ছিল এবং তাহাদের গাত্রে মলমের স্তূপ ছিল। হস্ত বিহীন হার্মিস (যাহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি), দশ হস্ত দীর্ঘ ও আরও কয়েকটি বৃহদাকারের সর্প, তিন হস্ত দীর্ঘ একটি নদীর কচ্ছপ এবং শকুনাপেকা বৃহদাকারের তিত্তির উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। এথেন্সে যে ব্যক্তি নিম্নে কল্পিত করিয়াছিলেন, তিনিও দোতা-বাহিনীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। দরিদ্র ও ধনী সকলেই এইরূপে ভস্মীভূত হয়। এই ব্যক্তির কিছুই অভাব ছিল না; কিন্তু অধিককাল পৃথিবীতে বাস করিলে যদি কোন অপ্রত্যাশিত বিপদ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি প্রস্থানে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি হাস্যবদনে, উলঙ্গ হইয়া, কোমরবন্ধ পরিধান করিয়া, ও গাত্রে মলম মর্দন করিয়া চিতায় লক্ষ প্রদান করেন। তাঁহার কবরের উপর নিম্ন লিখিত স্মরক লিপি আছে, “বার্গোসা হইতে (১৪২) আগত ভারতবর্ষীয় জর্মানোকোগাস (১৪২) স্বদেশীয় দেশাচার অবলম্বন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিতেছেন।”

(১৪১) বার্গোসা নন্দী তীরবর্তী স্থপ্রসিদ্ধ বন্দর।

(১৪২) ডায়ন কাসিয়াস ইহাকে জার্মান নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী গ্রাম ছিলেন।

ফ্রাবো

প্রাসঙ্গিক ভাবে ফ্রাবো অনেকস্থলে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে সেইগুলি উদ্ধৃত হইল।

হোমর ভারতবর্ষের বিষয় অবগত ছিলেন না; অন্যথা, তিনি ইহা বর্ণনা করিতেন (১)।

পাট্রোক্লিস (২) যে বলিয়াছেন যে, আলেকজান্ডারের সৈন্যগণ ভারতবর্ষের বিশেষ কিছু বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে নাই, উহা সত্য। আলেকজান্ডার যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সত্য; কারণ, তিনি বিশেষজ্ঞের বর্ণনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনা, তাঁহার কোষাধ্যক্ষ, পরে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল।

হিপার্কাস (৩) স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমার অক্ষরেখা ও মিরোইর (৪) অক্ষরেখা এবং দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তরস্থ পর্বতশ্রেণী ৩০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া।

(১) এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ হোমরের গ্রন্থে ভারতীয় হস্তিদন্তের উল্লেখ আছে।

(২) পাট্রোক্লিস নিজ “ভূগোলে” ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পাট্রোক্লিস সেলুকাস ও আণ্টিওকাসের অধীনে উচ্চ পদারূঢ় ছিলেন।

(৩) হিপার্কাস যুগ্মসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ। ইনি ১৬০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে রোড্‌স দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ত্রিকোণমিতি আবিষ্কার করেন।

(৪) ‘মিরোই’র অক্ষরেখা ২৬০০০।

তাপ্রোবেণকে সমুদ্র-মধ্যস্থিত বৃহৎ দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত। পরস্পরা অংগত হওয়া যায় যে, ইহার দৈর্ঘ্য ৫০০০ চাকার ষ্টাডিয়া (৫)।

ভারতবর্ষীয় গণ্য অস্কাস নদী হইয়া হিরকানিয়া এবং তথা হইতে ইউস্কাইন সাগরের তীরবর্তী স্থানে পৌছে।

ইরাটসথিনিস ডিমাকসের বর্ণনা মিত্যা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য, ডিমাকস যে ভারতবর্ষকে হরিপদ ও অগ্নন বৃত্ত মধ্যে অবস্থিত, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরাটসথিনিস বলেন যে, ভারতবর্ষ রথৈডাকার এবং ইহার দুই পাশ্ব দক্ষিণ ও পূর্ব সমুদ্র দ্বারা ঘেঁষা হইতেছে। অন্য দুই পার্শ্বে পর্বত ও সিন্ধুনদ। সুতরাং, দেখিতে ইহাকে সমরেখা বিশিষ্ট বালুা বোধ হয়। ইরাটসথিনিস ভারতবর্ষ আরও দক্ষিণে অবস্থিত, এইরূপ নিদেপ করিতে চান, কিন্তু হিপার্কাস এ প্রস্তাবে সম্মত নহেন।

পসিডোনিয়াস (৬) বলেন যে ইউডোস্কাস নামক জনৈক কাইজীকাস বাসী (৭) দ্বিতীয় ইউক্সারজেটীসের (৮) রাজত্বকালে মিশরে পৌছেন। ঐ সময়ে ঘটনাক্রমে আরব্যো সাগরের একদল সৈন্য জনৈক

(৫) অর্থাৎ ৬২৫ মাইল। উল্লিখিত হইরাছে যে, তাপ্রোবেণের আকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকগণের যথেষ্ট মতভেদ ছিল।

(৬) সিরিয়ারাসী এট দার্শনিক বাখ্সিপ্রমর সিসিরো ও পল্লির বন্ধু ছিলেন। ইনি বিশেষ বিদ্যান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ইনি ভূগোল ও ইতিহাসে দৃষ্টিগত ছিলেন।

(৭) কাইজীকাস প্রাচীন গ্রীক নগর—মর্দোয়া সাগরের উপকূলে স্থাপিত। সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট শতাব্দীর পূর্ব শতাব্দীতে এই উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

(৮) মিশরবিশিষ্ট।

ভারতবাসীকে মিশর-রাজ্যের নিকট উপস্থিত করে। ঐ সৈন্তগণ বলে যে, তাহারা উক্ত ভারতবাসীকে সঙ্গিবহীনাবস্থায় একটি জাহাজে পাইয়াছে। কিন্তু সে কে, কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে, তাহারা তাহা জানিতে পারে নাই; কারণ, কেহই তাহার ভাষা বুঝিতে পারে না। গ্রীকভাষা শিক্ষা করিবার জন্য তাহাকে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করা হয়। গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া ঐ ব্যক্তি বলে যে, সে ভারতবর্ষের উপকূল হইতে যাত্রা করিয়াছিল কিন্তু পথভ্রষ্ট হইয়া একাকী মিশরে পৌছিয়াছে; তাহার অস্তিত্ত্ব সঙ্গিগণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যদি তাহাকে দেশে প্রেরণ করা হয়, তবে সে ভারতবর্ষ হইতে মিশরে পৌছিবার সমুদ্র-পথ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। তাহার কথা অনুসারে যে সকল ব্যক্তি প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে উল্লিখিত ইউডোক্সাস ছিলেন। তিনি নানারূপ উপহার সহ যাত্রা করেন এবং সেই সকল উপহার-বিনিময়ে গন্ধ দ্রব্য, মূল্যবান প্রস্তরাদি (যাহা ভারতবাসীরা নদী-গর্ভ বা ভূগর্ভ হইতে খনন করিয়া সংগ্রহ করে), সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইউগ্রারজেটাস এই সমুদায় মূল্যবান দ্রব্যই বলপূর্বক অধিকার করেন। ইউগ্রারজেটাসের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা রাজ্ঞী, ক্রিওপেট্রা রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ইউডোক্সাসকে পুনরুদার ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। প্রত্যাগমন কালে, তিনি প্রতিকূল বায়ুতে অজ্ঞাত দেশে উপস্থিত হইলে, তদদেশীয় অধিবাসীবৃন্দকে শস্য ও মজাদি উপহার প্রদানে শাস্ত করিয়া, তৎপরিবর্তে জল ও পথপ্রদর্শক প্রাপ্ত হন। তিনি তদদেশীয় ভাবারও কয়েকটি দ্রব্য লিখিয়া আনিয়াছিলেন এবং জাহাজের অগ্রভাগে অঙ্কিত অশ্বমূর্তিও সংগ্রহ করিল, নির্ঝঞ্জে মিশরে পৌছেন। তখন ক্রিওপেট্রার পুত্র (২) মিশরে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইউডোক্সাস রাজ-দত্ত পণ্য

(১) ইতিহাস-এসিঙ্ক ক্রিওপেট্রা ও এই ক্রিওপেট্রা বিজিয়া।

অধিকাংশ ব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজা, ইউডোক্তাসের সর্ব্ব্ব বলপূর্ব্বক রাজ্যকোষ-ভুক্ত করেন।

পসিডোনিয়াস বিবেচনা করেন যে, ভারতবাসীরা ভারাস পর্ব্বতের পরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করেন। ইহারা অত্যন্ত সকল জাতি অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন; ইহাদের দেশ পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাপ্রোবেণ দ্বীপ সমুদ্রের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহা আকারে ব্রিটেন (১০) অপেক্ষা কম নহে এবং জনাকীর্ণ। মায়স হর্ম্মাস হইতে প্রায় একশত কুড়িখানি জাহাজ ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যার্থ যাত্রা করে। টলেমি-দের রাজত্বকালে কেহই একপ বাণিজ্যার্থ অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না।

আলেকজান্দার যে যে স্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ভারতীয়পণ্য উষ্ট্র পৃষ্ঠে প্রেরিত হয়।

ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে পাইন ও ফির পাওয়া যায়। আলেকজান্দার এই সকল কাষ্ঠদ্বারা নিজ রণতরি সমূহ নির্মাণ করিয়া ছিলেন।

অক্সাস নদী হইয়া প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় পণ্য কাম্পিয়ান সমুদ্রে প্রেরিত হয় এবং সেই স্থান হইতে সাইরাস নদী দিয়া আলবেনিয়ায় ও পরে ইউক্লাইন সাগরে প্রেরিত হয়।

ইরটিসথিনিস, কাম্পিয়ান গেট হইতে ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত দ্রব্য নির্দারণ করিয়াছেন :—

কাম্পিয়ান গেট হইতে হেকাটম্পাইলস (১১)১৯৬০ ষ্টাডিয়

(১০) বস্তুতঃ ইহা আকারে আরলওপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

(১১) এই স্থান নির্দেশ করা সুকঠিন।

হেকাটমপাইলস হইতে আলেকজান্দ্রিয়া (১২) ৪১৩০	ষ্টাডিয়া
আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রকপেসিয়া (১৩) ১৬০০	ষ্টাডিয়া
প্রকপেসিয়া হইতে আরাকোটাস (১৪) ৪১২০	ষ্টাডিয়া
আরাকোটাস হইতে আর্টমপানা (১৫) ২০০০	ষ্টাডিয়া
আর্টমপানা হইতে ভারতের প্রান্তসীমা ১০০০	ষ্টাডিয়া
একুনে ১৫, ০০০ ষ্টাডিয়া (১৬)		

আর্টিমিটাসী আপলোডরসের মতে বাকট্রিয়ানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অধিপতি মিনান্দার(১৭) আলেকজান্দার অপেক্ষাও অধিক দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই সকল দেশ-জয়, কতক

(১২) ইহা শিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নহে। ইহা হিরাট বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(১৩) সিঙ্কানের বর্তমান রাজধানী ফুল।

(১৪) রলিনসনের মতে 'উলান রোবাট' ই প্রাচীন আরাকোটাস।

(১৫) বর্তমান কাবুল।

(১৬) একুনে ১৫২১০ ষ্টাডিয়া মাত্র।

(১৭) মিনান্দার সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। মাক্রিগল সাহেবের মতে, মিনান্দার হিন্দুকুশ পর্বতের নিম্নস্থ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এখনও মিনান্দারের মুদ্রাদি যমুনা নদীতে পাওয়া যায় এবং সেইজন্য অনেক মনে করেন যে, যমুনা নদীতীরবর্তী কোন স্থানেই তাঁহার রাজত্ব ছিল। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে ১৫৫ পূর্ব খৃষ্টাব্দে মিনান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, তিনি পাটলিপুত্র আক্রমণ করিয়া 'মুদ্র' বাণেশ্বর প্রতিষ্ঠিতা পুষ্যাসিএ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মিনান্দার পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। "মিলিন্ড পঞহ" গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাসের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মিনাক্ষর ও কতক, তৎপুত্র ডিমাটিয়স কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল (১৮)।

পার্টোক্লিসবাতীত অপর সকলেরই বিশ্বাস যে সমুদ্র-মধ্য দিয়া হির-
কেনিয়া হইতে ভারতবর্ষে পৌছান যায় না (১৯)।

ভারতবর্ষে দুইবার করিয়া বীজ বপন করা হয়।

ভারতীয়-পণ্য নীলনদ দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রেরিত হয়। মাংস
হর্মাস হইতে উদ্ভে করিয়া কপটাস (২০) ও তথা হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায়
প্রেরিত হয়।

অনেকের মতে কাসিয়া ভারতবর্ষ হইতে আনীত হয়।

(১৮) অধ্যাপক লানেনের মতে ডিমাটিয়স ১৮৫ পূর্ব খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ
করিয়াছিলেন।

(১৯) প্রাচীনেরা মনে করিতেন যে, উত্তর মহাসাগরের সহিত কাস্পীয়ান সাগরের
যোগ থাকতে, ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে কাস্পিয়ান সাগরে পৌছান বাইত।

(২০) নীলনদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত নগর। বর্তমানে, ইহাকে কোড়ট নামে
অভিহিত করা হয়।

প্লিনি

অতি প্রাচীনকালে যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্লিনি তাঁহাদের অমৃতম। তিনি অসি ও মনী এতদ্ব্যতয়ের বাবহারেই পটু ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর ইতিহাস অত্যন্ত শোকাবহ ও বিস্ময়কর। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু বর্তমানে তাঁহার একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানির নাম “প্রাণিতত্ত্বের ইতিহাস” (Naturalis Historia).

তিনি ২৩ খৃষ্টাব্দে কোমো নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পম্পোনিয়াস নামক তাঁহার এক পিতৃবন্ধুর নিকট তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাব্যাপার নির্বাহিত হয়। তিনি অত্যন্ত অধ্যয়নরত ছিলেন। এমন কি, যখন তিনি আহারাদি করিতেন, তখনও কিছু না কিছু পাঠ করিতেন। রোমকদিগের সহিত দক্ষিণ জার্মানদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, প্লিনি সৈনিকরূপে এই যুদ্ধে যোগদান করেন ও জার্মানদিগের সহিত যুদ্ধাবসানে এই যুদ্ধের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাস ২০ ভাগে লিখিত হইয়াছে।

রাজকার্যোপলক্ষে তাঁহাকে কিছুদিন স্পেনে বাস করিতে হয় ও সেই সময়ে তিনি কৃষিবিদ্যা ও খনিজ বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন। স্পেনে অবস্থান কালে তিনি একবার আফ্রিকা মহাদেশে ভ্রমণার্থ গমন করেন। ইতালিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি সম্রাট ভেসপেসিয়ানের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যাবে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন ও সম্রাটের নির্দিষ্ট কার্যাবলি শেষ করিয়া দিবসের অবশিষ্ট কাল অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন।

* প্লিনির সংক্ষিপ্ত জীবনী আমার পরম হৃদয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে সংকলিত হইল।

মিনি এই সময়ে সমসাময়িক কালের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাস ২১ ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং ইহাতে নিম্নোক্ত ইতিহাস আরম্ভ করিয়া ভেসপেসিআনের সময় পর্যন্ত সমস্ত ঘটনায় সমাবেশ ছিল। এই সময়েই তিনি তাঁহার প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ ভেসপেসিআনের পুত্র সম্রাট টাইটাসের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তিনি মিশেমুনে গমন করিয়া বিহুবিয়াসের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অগ্র্যাদ্যম ঘটে। অগ্র্যাদ্যম দেখিতে যাইয়া মিনির জীবনান্ত হয়।

প্রাণিতত্ত্বের ষষ্ঠখণ্ডে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও অস্ত্রান্ত্র বৃত্তান্ত আছে।

ষষ্ঠখণ্ড। ২২ অধ্যায়। বহুদিবস ধরিয়া তাপ্রোবেগকে অন্য একটা পৃথিবী বলিয়া পরিগণিত করা হইত। আলেকজান্দারের যুদ্ধে এবং বস্তুতঃ তাঁহার দ্বারাই ইহা যে একটা দ্বীপ তাহা জানা যায়। তাঁহার নোসেনা-ধ্যক্ষ অনিসিক্রিটস বলিয়াছেন যে, ভারতীয় হস্তী অপেক্ষা এতদেশীয় হস্তী বৃহদাকারের এবং তাহার কলহপ্রিয়। মেগাস্থেনিস বলিয়াছেন যে, একটা নদী এই দ্বীপকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে; ইহার অধিবাসীকে প্যালিও-গোনই বলে এবং ভারতবর্ষে যে রূপ আকারের মুক্তা পাওয়া যায়, তদপেক্ষা বৃহদাকারের মুক্তা ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক স্বর্ণ এই দ্বীপে পাওয়া যায়।

(১) মিনি ব্যতীত টলেমীও লঙ্ঘাবীশের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কসমাসের গ্রন্থেও ইহার কিছু কিছু বিবরণ আছে। কসমাসের বিবরণ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইরাটসথিনিসের মতে ইহা দৈর্ঘ্য ৭০০০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থ ৫০০০ ষ্টাডিয়া (২)। তিনি আরও বলেন যে ইহাতে কোন নগর নাই, কেবল মাত্র সাত-শত গ্রাম আছে (৩)। ইহা পূর্বসাগরে আরম্ভ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের নিম্নরীতি দিকে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। পূর্বকালে যখন প্যাণাইরাস বৃক্ষদ্বারা নৌবানাদি প্রস্তুত হইত ও নৌকাগুলিকে নীল নদস্থ নৌকার ন্যায় সজ্জিত করা হইত, তখন প্রাসিদেশ হইতে এই দ্বীপ পৌছিতে কুড়ি দিবস লাগিত কিন্তু বর্তমানে আমাদের জাহাজ গুলি যে রূপ দ্রুতগামী তাহাতে ৭ দিবসে এই দ্বীপে পৌছান যায়। এই দ্বীপ ও ভারতবর্ষ মধ্যস্থ সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর; প্রায়ই ছয় হাতের অধিক গভীর নহে কিন্তু কোন কোন স্থান একরূপ অন্তলম্পর্শী। এই জন্য এই সকল জাহাজের সম্মুখ ও পশ্চাদিক একরূপ ভাবে নির্মাণ করা হয় বাহাতে অপ্রশস্ত খালে ঘুরাইবার জন্য কোন অসুবিধা না হয়। এই সকল জাহাজে ৩০০০ আক্ষরি (৪) মাল ধরে। সমুদ্র যাত্রা কালীন তাপপ্রবেণ-দেশীয় নাবিকগণ নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করে না; বস্তুতঃ সপ্তর্ষি মণ্ডল ঐ দেশ হইতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু, নাবিকেরা

(২) আমরা পূর্বে কয়েক স্থলে বলিয়াছি যে লঙ্কাদ্বীপের আরতন সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কেহ কেহ ইহাকে মহাদেশ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। টলেমির বর্ণনা অত্যন্ত সকল বিষয়ে সঠিক হইলেও লঙ্কার আকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অসঙ্গত-সম্পূর্ণ ছিল। লঙ্কার প্রকৃত দৈর্ঘ্য মাত্র ২৭১৯ মাইল ও ইহা প্রস্থ ১৩৭৯ মাইল মাত্র। অবশ্য ইরাটসথিনিসের হিসাব ধরিতে গেলে অনেক বেশী হয়।

(৩) ইলিয়ান বলিয়াছেন যে লঙ্কার ৭৫০ গ্রাম ছিল। ইলিয়ানের বর্ণনা বহুস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪) আক্ষরী = ১০০

সমুদ্র যাত্রাকালীন কতগুলি পক্ষী সঙ্গে লয় এবং মধ্যে মধ্যে একে সকল পক্ষী ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের গতির অনুসরণ করে (৫)। মৎসরের চ মাস মাত্র তাহারা সমুদ্রে গমনাগমন করে। বিশেষতঃ উত্তরাংশের পরবর্তী একশত দিবস তাহারা বিশেষ রূপ বর্জন করে। কারণ এই সময়ে ঐ সকল সমুদ্রে অত্যধিক নীতল বার প্রবাহিত হয়।

পূর্ববর্তী লেখকগণ হইতে আমরা উপযুক্ত বিবরণ পাইয়াছি। আমরা ঐ দ্বীপের আরও সঠিক বৃত্তান্ত পাঠ; কেননা, সম্রাট ক্লডিয়াসের রাজত্ব কালে ঐ দ্বীপ হইতে দোতা-বাহিনী তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত প্রকারে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। অনিয়াস প্লোকামাসের একজন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ক্রীতদাস আরব্যোপ-সাগরে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতিকূল বায়ু দ্বারা তাপ্রোবেণ দ্বীপান্তর্গত হিলুরী বন্দরে নীত হন। এষ্ট স্থানে তাঁহাকে সম্মানে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তিনি রাজার আতিথা গ্রহণ করেন। ছয় মাস ঐ দেশে বাস করিয়া তিনি তুর্কেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রেমের উত্তর দিতে সক্ষম হন। রাজা রোমকদিগকে ও তাহাদিগের সম্রাটকে বিশেষ ভাবে প্রশংসা করেন। বিশেষতঃ বন্দীর নিকট তিনি যে সকল

(৫) ঐতিহাসিক গিবন বলিয়াছেন “The Chinese and Indian navigators were conducted by the flight of birds” (Decline and Fall of the Roman Empire vol. III. chap. XL.) অর্থাৎ চৈনিক ও ভারতীয় বণিক-গণ পক্ষীদৃষ্টে সমুদ্রে গমনাগমন কালে দিক নির্ণয় করিতেন। বেদে পক্ষিংশ অন্বেষণে সন্তম নোকে বরুণদেব আকাশচাৰী পক্ষী ও সমুদ্রগামী তাহাজের পথ দেখে অবগত ছিলেন, তাহার বিবর্নন পাওয়া যায়।

(৬) ক্লডিয়াস ৪১ হইতে ৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

স্বর্ণের দীনাদী প্রাপ্ত হইরাছিলেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন রাজার রাজত্ব কালে প্রস্তুত হইলেও একই জনের থাকাতে তিনি রোমক ও রোমক সম্রাটগণের সাধুতার বিশেষ প্রীত হইরাছিলেন (৭)। এই জন্ত রোমের সহিত সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হইতে তিনি বিশেষ ইচ্ছুক হইরাছিলেন এবং এত উদ্দেশ্যে তিনি ৪ জন দূত প্রেরণ করেন; ইহাদের মধ্যে “রাজা” সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

এই সকল দূতের নিকট অবগত হওয়া যায় যে তাপ্রোবেণে ৫০০ শত নগর (৮) ছিল এবং প্যানিসিমুন্দাস নগরের সন্নিকটে দক্ষিণাভিমুখী একটি বন্দর ছিল। রাজা এই নগরে বাস করিতেন এবং নগরে দুই লক্ষ লোক বাস করিত। এই সকল দূত আরও বলিয়াছিল যে, দ্বীপাভ্যন্তরে ২৭৫ মাইল পরিধি লইয়া মেগিসবা নামক একটি হ্রদ আছে। এই হ্রদেও দ্বীপ (৯) আছে; এই সকল দ্বীপের ভূমি উর্বর। কিন্তু দ্বীপগুলি কেবল মাত্র পশুচারণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এত হ্রদ হইতে দুইটা নদী বহির্গত হইরাছে। প্যানিসিমুন্দাস নামক নদীটা তিন মুখ হইয়া ঐ নামের নগরীর নিকট দিয়া প্রবাহিতা হয়। তিনটা মুখের ক্ষুদ্রতমটা ৫ ষ্টাডিয়া, বৃহৎটা ১৫ ষ্টাডিয়া ও ছাইডারা নামক তৃতীয়টা উত্তরাভিমুখী হইয়া ভারতবর্ষের দিকে প্রবাহিতা। দূতের নিকট ইহাও অবগত হওয়া

(৭) কসমাসও তাঁহার গ্রন্থে এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আরও নানা গ্রন্থে এই ঘটনার নিদর্শন পাওয়া যায়।

(৮) ইরাসমুসিনিসের মতে লঙ্কাদীপে মাত্র ৭০০ গ্রাম ছিল এবং কোন নগর ছিল না।

(৯) প্রকৃত পক্ষে লঙ্কায় কোন হ্রদ নাই। সম্ভবতঃ কোন কৃত্রিম হ্রদের কথা উল্লেখ করা হইরাছে।

গিয়াছে—ভারতবর্ষের অন্তরীণ কোলিকাকাম হইতে তাপ্রোবেণ রাজ্য ৪ দিনের পথ এবং এই পথের মধ্যস্থলে সূর্য্যদ্বীপ। এই সকল সমুদ্র সবুজবর্ণ এবং ইহাদের তলদেশে অনেক বৃক্ষ জন্মে এবং এই কারণে জাহাজের হাণ্ডে অনেক সময় এই সকল বৃক্ষের শীর্ষদেশ ভগ্ন হয়। দূতেরা সপ্তর্ষি মণ্ডল দেখিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিল। তাহাদের দেশে চন্দ্র কেবল মাত্র অষ্টম হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্তই দেখা যায় (১০), কিন্তু ক্যানোপাস নামক বৃহৎ ও উজ্জ্বল নক্ষত্র রাত্রিতে আলোক দান করে। সূর্য্য বার্নদিক হইতে উদিত হইয়া দক্ষিণে অন্ত যায় ইহা দেখিয়া তাহারা অত্যধিক আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিল। তাহারা ইহাও বলিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের বিপরীত দিকে তাহাদের দ্বীপের যে অংশ অবস্থিত তাহা দীর্ঘে ১০০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। হেমোডি পর্ব্বতের পরে সিরিশ জাতি। এই জাতির সহিত তাহাদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, রাচিয়ার পিতা এই দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই দেশে পৌছিলে সিরিশগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। এই জাতীয় ব্যক্তিগণ দৈর্ঘ্যে অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা দীর্ঘ; ইহাদের চুল পীত ও চক্ষু নীল; ইহাদের স্বর কর্কশ এবং ইহাদের প্রচলিত কোন ভাষা নাই। অন্যান্য বিষয়ে ইহাদের বর্ণনা ও আমাদের দেশীয় বর্ণিকগণের বর্ণনা অনুরূপ।

কিন্তু তাপ্রোবেণ যদিও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে পৃথক্, তত্রাপি সেখানে স্তবর্ণ ও রৌপ্যকে সম্মান করা হইয়া থাকে। তথায় মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তরাদিকেও আদর করা হইয়া থাকে। তাহাদের বিলাস সামগ্রী আমাদের অপেক্ষায় সংখ্যায় অধিক এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া

(১০) সম্ভবতঃ দ্বোতাবাহিনী সংলগ্ন ব্যক্তিগণের ভাষা সম্যকরূপে বোঝান না হওয়ায়, এইরূপ ভ্রমপূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে

যায়। দূতরা বলিল যে তাহারা আনাদের অপেক্ষা ধনী কিন্তু অর্থ হইতে যে মুখ উৎপাদিত হয় সেই মুখ ভোগ করিতে তাহাদের অপেক্ষা আমরা দক্ষ।

তাপ্রোবেণ স্বীপে ক্রীত দাস নাই; অধিবাসীরা সূর্য্যোদয়ের পরে আর নিদ্রা যায় না; তাহারা দিবাভাগেও নিদ্রা যায় না; তাহাদের গৃহাদি অধিক উচ্চ নহে; শস্ত্রের মূল্য কোন দিন বৃদ্ধি পায় না; তাহাদের আদালত বা মোকদ্দমা নাই। তাহারা হাকিউলিসকে পূজা করে; অধিবাসীরাই রাজা নির্বাচন করে। রাজা বৃদ্ধ, দয়ালু, অপুত্রক হইবেন। বাহাতে উত্তরাধিকারী-স্বত্ব বংশপরাক্রমিক না হয় তজ্জন্য নির্বাচনের পরে সন্তানাদি হইলে তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হয়। অধিবাসীরাই রাজার জন্য ৩০ জন মন্ত্রী মনোনীত করে এবং অধিকাংশের মত না হইলে কেহই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় না। দণ্ডিত ব্যক্তি জনসাধারণের নিকট পুনর্বিচারের আবেদন করিতে পারে; এক্ষেত্রে ৭০ জন জুরি নিযুক্ত হয়। যদি এই জুরিগণ নির্দোষ বলেন তবে পূর্ব্বোক্ত ৩০ জন সদস্যকে আর কেহ গণ্যমান্য করে না এবং তাঁহাদের অত্যন্ত অপমান করা হয়। রাজা ব্যাকাসের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করেন; অধিবাসীরা আরব দেশীয় ব্যক্তিদের ন্যায় পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। রাজা যদি কোন প্রকারে বিরাগ ভাজন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় কিন্তু কেহই তাঁহাকে হত্যা করে না; সকলেই তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকে, এমন কি কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করে না। তাহারা উৎসব কাল যুগরায় অতিবাহিত করে এবং হস্তী ও ব্যাঘ্র শিকারই তাহাদের প্রধান ক্রীড়া। ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করা হয়; লোকের চাষ নাই কিন্তু অন্যান্য কল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিবাসীরা মৎস্য বিশেষতঃ কচ্ছপ ধরিতে

বিশেষ আনন্দানুভব করে। এটি সকল কল্পের চাড়া এত বৃহৎ যে একটা বৃহৎ পরিবার ইহার তলদেশে অনায়াসে আশ্রয় লইতে পারে (১১)। এই দ্বীপবাসীরা শত বৎসর পরমায়ু স্বল্প বলিয়া বিবেচনা করে। তাপ্রোবেণ সম্বন্ধে আমরা মাত্র ইহাট অবগত আছি।

ভারতবর্ষের আকৃতি, সীমা ও প্রকৃতি।

হিমোদাস পর্বতের সন্নিকটে অধিবাসীবৃন্দ স্থায়ীভাবে বাস করে। ভারতীয় জাতিগণ এই স্থান হইতে কেবল মাত্র যে পূর্ব সাগর পর্যন্ত বাস করে তাহা নয়; তাহারা দক্ষিণ সাগর পর্যন্তও বাস করে। এই সাগরকে আমরা পূর্বে ভারতীয় মহাসাগর নামে আখ্যাত করিয়াছি। পূর্বাঞ্চল হিমোদাস পর্বত হইতে সমরেখা হইয়া বাওয়াতে পূর্বাঞ্চল ও ভারতীয় সমুদ্রের মধ্যে ১৮৭৫ মাইল ব্যবধান। এই স্থান হইতে সিঙ্কুনদ পর্যন্ত ২৩৭৫ মাইল। সিঙ্কুই ভারতের পাশ্চিম সীমা। অনেক গ্রন্থকার নৌকাপথে ইহার উপকূল দিয়া ভ্রমণ করিতে ৪০ দিবসারাত্রি লাগে বলিয়াছেন। উত্তর দক্ষিণে ইহা ২৮৫০ মাইল। আগ্রিপার (১২) মতে ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৩০০ মাইল এবং বিস্তারে ২৩০০। পসিডোনিয়াস (১৩) উত্তর পূর্ব হইতে দক্ষিণ পূর্ব পর্যন্ত মাপ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষ গণদেশের পশ্চিমে অবাস্থিত বলিয়াছেন। এজন্য তিনি প্রমাণ

(১১) অস্ত্র ইলিয়ান বলিয়াছেন যে, কল্পের চাড়া দিয়া গৃহ নির্মিত হয়।

(১২) আগ্রিপা লিখিত গ্রন্থের নাম “Commentaries of Agrippa”। প্রিন্সি অনেকবার এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৩) সিরিয়ার অন্তর্গত আপেনিয়া বাসী দার্শনিক। ইনি জ্যামিতি ও জুগোল সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ট্রাবো তাঁহাকে হাইপিস্ট্র ভোগেলিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বারা দেখাটয়াছেন যে, ভারতবর্ষ গলের বিপরীত দিকে অবস্থিত বলিয়া
 পশ্চিম বায়ু ভোগ করে এবং সেই জন্য ভারতবর্ষ অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান
 ভারতবর্ষে তারকা গুলি অন্য ভাবে আকাশে দেখা যায়।
 বৎসরে দুইটা ঋতু। আমাদের দেশে যখন শীত ঋতু, তখন তদ্রূপ
 সমুদ্রে নাবিকেরা সহজে গমনাগমন করিতে পারে। এই দেশে এত
 জাতি ও নগর যে গণনায় শেষ করা যায় না। কেবল মাত্র যে
 আলেকজান্দার ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সেলুকস ও আন্টিওকাসের সৈন্য
 বাহিনীর জন্য যে আমরা ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি
 তাহা নয়। তাহাদের নৌসৈন্যাদ্যক্ষ পাট্রোক্লিস ও হিরকানিয়নও
 কাম্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত জল-যাত্রা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন
 গ্রীক যাহারা ভারতীয় রাজগণের দরবারে বাস করিতেন (যথা
 মেগস্থেনিস, কিলান্ডেলফিয়াস প্রেরিত ডাইওনিসিয়াস) ভারতীয়
 জাতির প্রতাপ ও বৈভবের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই
 সকল বৃত্তান্তবিশ্বাসযোগ্য মহে এবং বিভিন্ন প্রকারের। আলেক-
 জান্দারের সহযাত্রীগণ লিখিয়াছেন যে, আলেকজান্দার যে জনপদ
 অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে ৫ হাজার নগর ও নয়টা জাতি
 ছিল। তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক
 তৃতীয়াংশ, এবং ইহার জন-সংখ্যা গণনায় শেষ করা যায় না। অবশ্য
 এরূপ উক্তির হেতুও আছে, কেননা সকল জাতির মধ্যে কেবল মাত্র
 ভারতবর্ষীয়েরাই কোন দিন তাহাদের সীমার বাহিরে যায় নাই। ফাদার
 ব্যাকাস হইতে আলেকজান্দার পর্য্যন্ত ১৫৩ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর ও
 তিন মাস রাজত্ব করিয়াছেন। নদীর আকার দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত
 হইতে হয়। আলেকজান্দার কোন দিনও ৬০০ ষ্টাডিয়ার কম সিঙ্কুনদে
 ভ্রমণ করেন নাই; তদ্রূপ পাঁচ মাস ও কয়েক দিবসে ইহার মুখে

পৌছিয়াছিলেন। অথচ সিদ্ধ গঙ্গা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমাদের নাগরিক সেনেকা যিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন তিনি বলেন যে ভারতবর্ষে ৬০টী নদী আছে এবং ১১৮টী জাতি আছে। পৰ্ব্বতের সংখ্যা নির্ণয়ও এইরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইমায়স, হিমোদস, প্যারোপানিসাস এবং ককেসস পৰ্ব্বতশ্রেণী একটি অপরের সহিত সংযুক্ত এবং তাহাদের সান্নিধ্য হইতে একটি বিরাট সমতল ক্ষেত্র বহির্গত হইয়াছে। এই সমতল ক্ষেত্র দেখিতে অনেকটা মিসরের স্থায়। কিন্তু যাহাতে এই দেশের ভূগোল সহজে বোধগম্য হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা আলেকজান্দার যে যে পথে গিয়াছিলেন তাহাই অনুসরণ করিব। এই পথ ডায়গনিটস ও বিটন কর্তৃক পরিমিত হইয়াছিল।

তাহারা বলে যে, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ৫০০০ ষ্টাডিয়া দূরে অবস্থিত সিন নগরে অম্বনাস্তের দিন দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের কোন ছায়া দৃষ্ট হয় না। পরীক্ষার জন্ত একটি গর্ত খনন করিলে দেখা গিয়াছিল যে, ঐ গর্ত সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়াছিল। এতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে সূর্য্য ঐস্থানে লম্ব। অনিসিক্রিটস বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে হাইফাসিস নদীতেও এইরূপ ঘটনা থাকে। ভারতীয়গণের অন্তর্ভূত ওরিস নামক জাতির দেশে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে ও শীতকালে উত্তর দিকে ছায়া পড়ে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রগুলি বৎসরে কেবল মাত্র পনের দিবস দেখা যায়। পাটল নামক সুবিখ্যাত বন্দরেও সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উঠে এবং সেই জন্ত ছায়া দক্ষিণ দিকে পড়ে। আলেকজান্দার যখন সেইস্থানে ছিলেন তখন সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রগুলি মাত্র গোখলিকালে দেখা যাইত। তাঁহার অন্ততম সেনাপতি অনিসিক্রিটস বলেন যে, ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে ছায়া পড়ে তথায় সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয় না। এই সকল স্থানকে এসিয়া বলে, এবং তথায় ঘণ্টাহুসারে সময় নির্ণীত হয় না।

ভারতবর্ষ হইতে ও ভারতবর্ষে সমুদ্র-যাত্রা

ভারো বলেন যে, সাত দিনে ভারতবর্ষ হইতে আইয়াক্রাস নদীতে (১৪) পৌঁছা যায়। এই নদী অক্সাসের সহিত মিলিতা হইয়াছে। স্থলপথ দিয়া পণ্টাশ প্রদেশস্থ ফাসিস নগরে ভারতীয় পণ্য পাঁচদিনে আনয়ন করা যায়।

নেপস বলেন যে, সুইডীর রাজা, মিটেলাস সিলারকে কয়েকজন ভারতবাসীকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল ভারত-বাসী বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া প্রতিকূল বাতাসের জ্ঞা জন্মনি পৌঁছিয়াছিল।

অনিসিক্রিটস ও নিয়ার্কাসের বর্ণনায় স্থানের নাম ও তাহাদের দূরত্ব উল্লিখিত হয় নাই ; তথাপি, নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :— নিয়ার্কাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরাবিস নগরী, এবং নৌচলনোপযোগী আরাবিস নদী ; আলেকজান্দার কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া লিওনোটসের প্রতিষ্ঠিত আলেক-জান্দ্রিয়া নগর ; আর্গেনাস বন্দর ; টনবিরস নদী ও তাহার তীরবর্তী পাসিরী জাতি ; ইকথিওফাগি। আরাবিয়ার অন্তর্গত সিয়াগ্রাস অন্তরীপ হইতে “হিপালাস” বায়ুর (১৫) সাহায্যে অনারাসে ভ্রমণ করা যাইত। পরবর্তী

(১৪) প্লিনির এই উক্তি অতিরঞ্জিত। কার্টিয়াস লিখিয়াছেন যে, নৌকা-যোগে আলেকজান্দার প্রত্যহ ৪০ ষ্টাডিয়া পথ যাইতেন। টলেমির হিসাবানুযায়ী সিন্দুনদ দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ সহস্র মাইল। এই জলযাত্রা ৩২৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের তৃতীয় খণ্ড জটব্য।

(১৫) হিপালাস নামক নাবিক কর্তৃক আবিষ্কৃত বাতাসের সাহায্যে সহজে ভারতবর্ষে আগমন করা যাইত। “পেরিপ্লাস অব্ দি ইরিথ্রিয়ান” সাগরে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। হিপালাস সামুদ্রিক বায়ুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পূর্বভন

কালে আরও অল্প সময়ে ভারতীয় বন্দর সিগারাস হইতে যাতায়াত করা হইত। অনেক দিন ধরিয়া এই পথেই যাতায়াত করা হইত; অবশেষে এক বণিক আরও একটা সুবিধাজনক পথ আবিষ্কার করেন। এই প্রকারে লাভের জন্ত ভারতবর্ষ আমাদের খুব নিকট হইয়া পড়ে। হিপালাস বায়ু প্রবাহিত থাকিলে ৪০ দিনে মাজিরিস (১৬) নামক ভারতীয় বন্দরে পৌছা যায়। বাণিজ্যের পক্ষে এই বন্দর প্রশস্ত নহে। কেন না নিকটেই নিট্রায়াস নামক স্থানে জলদস্যুগণ বাস করে এবং এ স্থানে সুবিধা মত পণ্যাদিও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, বন্দর হইতে অনেক দূরে জাহাজগুলি নঙ্গর করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা মাল উঠাইতে ও নাবাইতে হয়। আমাদের সময়ে কিগোবোথাস (১৭) রাজা এই দেশের রাজা ছিলেন। নিকিনডন নামক বন্দরটী পূর্বোক্ত বন্দর অপেক্ষা ভাল। বন্দর হইতে অনেক দূরে মথুরা (১৮) নামে একটি নগরে প্যাণ্ডিয়ন রাজত্ব করিতেন। পূর্ববর্তী কোন লেখকের গ্রন্থেই এই সকল নাম পাওয়া যায় না এবং তাহাতে বোধ হয় যে এই সকল স্থানের নাম পরিবর্তন হইয়াছে। কাটানারা (১৯) হইতে বিকারায়

পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে যাতায়াত করাতে, পূর্বে যে সময় অতিবাহিত হইত, তাহার অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যে নৌযাত্রা সম্পাদিত হইত।

(১৬) অনেকে কোচিনের ২০ মাইল উত্তরের ক্রানগানরকে প্রাচীন মাজিরিস বলিয়া নির্দেশ করেন। পেরিপ্লাস ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৭) সম্ভবতঃ কেরলপুত্রবংশীয়। পেরিপ্লাস ইহাকে কেপ্রোবোতাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৮) বর্তমান মথুরা।

(১৯) কেহ কেহ ইহাকে তেলিচেরীর সন্নিকটস্থ কোন স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় মরিচ লইয়া যাওয়া হয়। ডিসেম্বর মাসে বণিকগণ মিশর হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করে। এই সময়ে যাত্রা করিলে তাহারা একবৎসরের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ পূর্ব বাতাসে যাত্রা করিয়া তাহারা লোহিত-সাগরে পৌঁছে এবং তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম বা দক্ষিণ বায়ুর সাহায্যে মিশরে পৌঁছে।

ভারতীয় মহাসাগর সমূহে অনেক প্রকার বৃহৎ বৃহৎ জলজন্তু পাওয়া যায়। তিমিগুলি ২৪০ ফিট দীর্ঘ ও ১২০ ফিট প্রস্থ। কামট ২০০ হাত লম্বা। ভারতীয় পঙ্গপাল যেরূপ ৪ ফিট দীর্ঘ, সেইরূপ তদেশীয় গজার বাণ মৎস্ত ৩০০ শত ফিট লম্বা।

ভারতীয় জাতি

(প্লিনি এইস্থলে মেগাস্থেনিস হইতে অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন; মেগাস্থেনিসের সমগ্রাংশ অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া উহা এই স্থানে প্রদত্ত হইল না।)

বন্ধু বান্ধবদিগকে বিতরণার্থ আমোমিটাস আটাকোরিদিগের (২০) সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইকেটিয়াস হাইপার

(২০) ম্যাক্রিওল, আটাকোরিকে সংস্কৃত গ্রন্থভূক্ত “উত্তর কুরু” বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন। তিনি মেগাস্থেনিসের ভারত-বর্ণনের (Ancient India as described by Megasthenes) এক পাদটীকায় লিখিয়াছেন “Megasthenes had the penetration to perceive that the Greek fable of the Hyperboreans had an Indian source in the fables regarding the Uttar Kurus” অর্থাৎ, গ্রীকদিগের বর্ণিত হাইপার বোরিয়ান ও ভারতীয় উত্তর কুরুতে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সেন্ট মার্টিন নামক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, “সকল বৈদিক গ্রন্থে অথবা পুরাণে যে

বোরিয়ানসদিগের সম্বন্ধে যেরূপ পুস্তক লিখিয়াছিলেন এ খানিও সেইরূপ। আটাকোরির পার্শ্বেই খুনি এবং ফরকারাইগণ বাস করে। তৎপরে কাসিরাই নামক ভারতীয় জাতি বাস করে; ইহারা মনুষ্য-মাংস ভক্ষণ করে। ভারতবর্ষে ভ্রমণশীল জাতিও আছে। ইহারা যত্র তত্র ভ্রমণ করে। কাহারও কাহারও মতে এই সকল জাতি উত্তর-ভারতে বাস করে।

স্থানেই আমরা এই কথাটি দেখিতে পাই, তথায়ই আমাদের মনে কবিত্বের রাজ্য ও পৌরাণিক ভূগোলের কথা (“domain of poetic and mythological geography”) উদ্ভেদ করে। সেন্ট মার্টিনের মতে “মেরুপর্বতের চতুর্দিকস্থ পর্বতের পাদদেশে উত্তর কুরু দেশ স্থাপিত—এস্থান মনুষ্যের অগম্য। এই স্থানে ঋষিগণ ও দেবতাগণ বাস করেন এবং এই স্থানে নম্র মানবের প্রবেশের অধিকার নাই। আলেকজান্ডারের অভিযানের পরে, গ্রীক ও ভারতবর্ষের কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়ায় গ্রীকগণ ভারতীয় কিংবদন্তীগুলি অবগত হন। মেগস্থেনিস এই প্রকার অনেকগুলি বর্ণনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই সকল বর্ণনা গ্রীস দেশে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়।”

মনস্বী লাসেন^১ বলিয়াছেন যে, “উত্তর কুরু সেরিকা প্রদেশের অংশ বিশেষ। পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রথমতঃ ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত এই স্থান হইতে পৌঁছে।” পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার “প্রাচীন ভ্যরতের সভ্যতা” গ্রন্থে উত্তর কুরুকে কাশ্মীর বলিয়া গিয়াছেন। ঐতরের ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, “কেচ পরেণ হিমবন্তঃ জনপদা উত্তর কুরব উত্তর মজ্জা ইতি”—ইহা হইতে বোধ হয় যে উত্তর-কুরু হিমালয়ের সন্নিহিত কোন জনপদ। রামায়ণের বর্ণনা পাঠেও এইরূপ মনে হয়। “ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে” “উত্তরাণাং কুরুনাস্ত পার্শ্বে জৈরন্ত দুস্তরঃ। সমুদ্র সোম্ভি-মালোক্য নাগ-সুরা নিষেচিতাম্।” অর্থাৎ, উত্তর-কুরু পার্শ্বে সুহস্তর মহাসমুদ্র বিভ্রম্যমান। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ি মহাশয় তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “ঐতরের ব্রাহ্মণের এবং রামায়ণের বর্ণনার সহিত হরিৎশ্যের এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বর্ণনায় সামঞ্জস্য নাই। এদিকে মহাভারতে সুরমের ও নীলপর্বতের মধ্যস্থলে এবং বিকুপুরাণে মন্দর ও নীল পর্বতের মধ্যে উত্তর-কুরু দেশ অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে। এতদ্বক্তির সহিত পূর্বোক্ত উক্তি শাস্ত্র গ্রন্থে, তেমনই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও উত্তর

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। ভারতবর্ষে সর্কাপেক্ষা বৃহদাকারের জন্তু পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহাদের কুকুরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐসকল কুকুর অত্যন্ত দেশের কুকুরাপেক্ষা বৃহৎ। তাহাদের দেশীয় বৃক্ষাদিও এত উচ্চ যে নিকৃষ্ট তীর তাহাদের শীর্ষদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। ভূমি উর্বরা, জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর, প্রচুর পরিমাণ সুস্বাদু পানীয় জল পাওয়া যায়। ডুমুর বৃক্ষগুলি এত বৃহৎ যে, একটী বৃক্ষের ছায়ায় একদল অস্বারোহী আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। নলগুলি এত বৃহদাকারের যে ছইটী গিরার মধ্যস্থিত কাঁপে নৌকা হইতে পারে। এই নৌকায় তিনজন মনুষ্য বসিতে পারে। অনেক ভারতবাসী যে হাতের উচ্চ, তাহারা যে খুঁ ফেলে না, তাহারা যে মস্তিষ্কের পীড়ায় অথবা চক্ষু বা দন্ত রোগে আক্রান্ত হয় না এবং তাহাদের স্বাস্থ্য যে ভাল ইহা সকলেই অবগত আছেন। জিমেনোসোফিসটস নামক তাহাদের দার্শনিকগণ সূর্য্যোরদিকে একদৃষ্টে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকে এবং উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর প্রথমে এক পা ও পরে অন্য পারের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে (২১)। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে কাথারক্লুডি জাতির পর্ব্বত মধ্যে 'সাতির' নামক অত্যন্ত দ্রুতগামী জন্তু পাওয়া যায়। এই সকল জন্তু কখন কখন সাধারণভাবে, কখনও সোজাভাবে

কুকুর অবস্থান সম্বন্ধে মত পার্থক্য দেখিতে পাই।" তিলক তাঁহার "আর্কটিক হোম" গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐতরের ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, হিমাংগপর্ব্বতের পর পারে, উত্তর দেশে যে সকল লোক বাস করে, তাহারা উত্তর-মজ্র ও উত্তর-কুফ দেশবাসী বলিয়া অভিহিত হয়।" খ্রীষ্টাব্দে লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন "আমাদের বিশ্বাস হিমালয়ের অংশ বিশেষ পুরাকালে এক সময়ে উত্তর-কুফ নামে পরিচিত হইয়াছিল।"

(২১) অবশ্যই আলেকজান্ডার ও তাঁহার সেনাপতিগণ তক্ষশীলার ভারতীয় দার্শনিকগণকে দেখিয়াছিলেন।

ভ্রমণ করে, এবং দেখিতে ইহারা মনুষ্যাকার। ইহারা এত দ্রুতগামী যে বৃক্ষ বা পীড়িত না হইলে ইহাদের ধৃত করা যায় না। তারাণ, কোরায়াণ্ডি নামক একজাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহারা জঙ্গলে বাস করে এবং রীতিমত কথাবার্তা বলিতে পারে না। ইহারা কর্কশ-ভাষী; ইহাদের শরীর লোমশ, চক্ষুগুলি নীলাভ এবং দন্ত কুকুরের ন্যায়। ইউডোকাস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে মনুষ্যগুলির পায়ের তলা ১ হস্ত দীর্ঘ, কিন্তু জ্বীলোকের পদ এত ছোট যে তাহাদের 'ষ্ট্রুথোপডিস' বলে। ইসিগোনাস (২২) লিখিয়াছিলেন যে, চির্নি নামক ভারতীয় জাতির ১৪০ বৎসর পরমায়ু। অনিসিক্রিটস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতের যে সকল স্থানে ছায়া নাই, তথায় মনুষ্যগণ ৫ হাত ও ২ তালু লম্বা ও ১৩০ বৎসর জীবিত থাকে। ইহারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। যৌবন কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক্রাটেসবাসী পার্গেমাস বলেন যে, ভারতীয়-গণের পরমায়ু একশত বৎসরেরও অধিক। কালিঙ্গী জাতীয় জ্বীলোকগণ পাঁচ বৎসর বয়সে সন্তানবতী হয় এবং আঠার বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে না। অন্ত্রজ, মনুষ্যের লেজ আছে এবং ইহারা অত্যন্ত দ্রুত চলিতে পারে। অন্ত্রজ জাতির এত দীর্ঘ কর্ণ যে, এই কর্ণে তাহাদের সকল শরীর আচ্ছাদিত হয় (২৩)। আরাবিস নদীতীরস্থ ওরিটা জাতি মৎস্য ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করে না। ক্লিটার্কাস বলিয়াছেন যে, এই সকল মৎস্য তাহারা নথ ধারা ছিন্ন করিয়া সূর্য্য-তাপে শুষ্ক করিয়া রুটা প্রস্তুত করে।

(২২) নিকাইয়া অধিবাসী 'আপিস্তা' নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার।

(২৩) ষ্ট্রাবোর বৃত্তান্তে এই সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ভারতীয় জন্তু

ভারতবর্ষে, হস্তিপক তাহার নিজ হস্তী সহ যুথলষ্ট কোন হস্তীর নিকট হইয়া তাহাকে আঘাত করিতে থাকে। আঘাতে যখন বহু হস্তী কাতর হইয়া পড়ে, তখন হস্তিপক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করে। হস্তীরা গ্রীষ্ম-কালে ক্রুদ্ধ হইয়া ভারতীয়দিগের পর্ণকুটির ধ্বংস করে। ভারতবর্ষেই সর্ষাপেক্ষা বৃহদাকারের হস্তী ও সর্প পাওয়া যায়। হস্তী ও সর্পে অনবরত বিবাদ চলে। সর্পগুলি এত বৃহৎ যে, তাহারা অনায়াসে হস্তীকে জড়াইয়া ফেলিতে পারে। এই যুদ্ধে উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কেননা হস্তী পরাজিত হইয়া যখন পড়িয়া যায় তখন সর্পও তাহার ভার সহ করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবর্ষে দ্রুতগামী ব্যাঘ্রও পাওয়া যায়। ভারতীয় ষণ্ডগুলির ক্ষুর দ্বিধাণ্ডিত নহে এবং উহাদের মাত্র এক একটা শৃঙ্গ। আসিস নামক অশ্ব একটা জন্তুও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে বানর ও ইউনিকর্ণ পাওয়া যায়। এই শেযোক্ত জন্তুর মস্তক হরিণের ত্রায়; ইহাদের হস্তীর ত্রায় পা, শূকরের ত্রায় লেজ ও অগ্রাশ্র অবয়ব অশ্বের ত্রায়। মস্তকে মাত্র একটা শৃঙ্গ; ইহা দুই হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই জন্তুকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করা যায় না। ভারতবর্ষে সজারুও পাওয়া যায়। ইহাদের শীত ঋতুতে দেখা যায় না। নিসা পর্বতের টিকটিকিগুলি ২৪ ফিট দীর্ঘ এবং বিভিন্ন বর্ণের।

ভারতীয় সমুদ্রে নানা প্রকার জল জন্তু পাওয়া যায়। ৪ জুগেরা (২৪) দীর্ঘ বেলিনি ও ২০০ হাত লম্বা প্রিসটিস উল্লেখ যোগ্য। ৪ হাত

দীর্ঘ ককট এবং ৩০০ ফিট দীর্ঘ বাণ মৎস্ত গঙ্গায় পাওয়া যায়। অরনাস্তুর সময় এই সকল প্রচুর পরিমাণে সমুদ্রে পাওয়া যায়। কেননা, এই সময়ে ঘূর্ণি বায়ু প্রবাহিত হয়, বৃষ্টি পড়ে, ঝটিকা আরম্ভ হয় এবং সমুদ্রে এরূপ তরঙ্গ হইতে থাকে যে, সমুদ্র-গর্ভে লুক্কায়িত জন্তুগুলি বাহির হইয়া পড়ে। অত্ৰ সময়ে এত অধিক টানিক দেখা যায় যে আলেকজান্ডারের রণতরী সমূহকে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। দীর্ঘ বর্ষা দ্বারা আঘাত করিয়া ইহাদের দুরীভূত করা হইয়াছিল (২৫)। অত্ৰ কোন প্রকারেই তাহারা ভীত হইয়া পথ পরিত্যাগ করে নাই। আলেকজান্ডারের নৌ-সেনানীগণ বলেন যে, আরাবিস নদী-তীরবর্তী গেড্রোসিয়ানগণ মৎস্তের চোয়াল দ্বারা দরজা নির্মাণ করে। ভারতীয় সমুদ্রে এরূপ কচ্ছপ পাওয়া যায় যে, তাহাদের চড়ায় গৃহ নির্মাণ হয়। গঙ্গায় প্লাটানিষ্ঠা বলিয়া ১৬ হাত লম্বা এক প্রকার মৎস্ত পাওয়া যায়। অত্ৰ এক প্রকার কীট গঙ্গায় পাওয়া যায় যাহা ৬০ হাত লম্বা ; ইহা দেখিতে নীলবর্ণ এবং এরূপ বলশালী যে, তাহাদের পক্ষ দ্বারা জলপানোত্তর হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া তাহাদের জলে টানিয়া লয়।

ভারতবর্ষে বর্ণনাতিত সুন্দর সুন্দর পক্ষী পাওয়া যায়। অনেক পক্ষী আছে যাহারা মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে। ইহারা ইহাদের প্রভুকে অভিবাদন করে এবং শিক্ষা না করিলে ইহাদের মস্তকে লৌহ-দণ্ড দ্বারা আঘাত করা হয়।

ভারতীয় অখতর এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট। ভারতবর্ষে সুবর্ণ-প্রসূ পিপীলিকা পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ মার্জারের ত্বাণ এবং ইহারা আকারে ভল্লকের ত্বাণ। ইহারা শীতকালে যে সুবর্ণ সংগ্রহ করে, ভারতীয়গণ গ্রীষ্মকালে

তাহা অপহরণ করে, কেননা গ্রীষ্মকালে উত্তাপের জন্ত পিপীলিকাগুলি মৃত্তিকাগর্ভে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু পিপীলিকাগুলি তস্করের গন্ধ পাইয়া গহ্বর হইতে বহির্গত হয় এবং যদিও তস্করেরা দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে থাকে, তত্রাপি পিপীলিকাগণ অনেক সময় তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করে—ইহারা এত দ্রুতগামী ও হিংস্র।

ভারতবর্ষীয় কুম্ভীরগুলিও বৃহদাকারের। লবণাক্ত করিয়া তাহাদিগকে আমাদের দেশে আনয়ন করা হয়। ভারতীয় অরণ্যে প্রচুর বহু যণ্ড পাওয়া যায়।

ভারতীয় বৃক্ষাদি

ভারতীয় বৃক্ষগুলিও অত্যন্ত বৃহদাকারের এবং তাহাদের দেশে পশম উৎপাদক এক প্রকার বৃক্ষ আছে। ইবণিবৃক্ষ ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্ত্র প্রাপ্তা যায় না কিন্তু হেরোডটাস বলেন যে ইহা ইথিওপিয়ায় পাওয়া যায়। ইবনি দুই প্রকারের, এক প্রকার নিকৃষ্ট, ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায় ;—অন্ত প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জল ; সর্বত্র পাওয়া যায় না। ভারতীয় ডুমুর বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডুমুর জন্মে। ডুমুরের ডালগুলি বড় হইয়া পুনরায় নত হইয়া ভূমি স্পর্শ করে এবং উহাতে শিকড় হয়। এইরূপ বৃক্ষতলে পশুচারণগণ গ্রীষ্মাতিপাত করে। প্রায় ২ ষ্টাডিয়া স্থান যুড়িয়া ইহার ছায়া হয়। ডুমুরগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু। এই গুলি আকিসাইন নদীতীরেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ; এতদ্ব্যতীত ইহাপেক্ষা বৃহৎ আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে ; এই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়াই খিরা জীবন ধারণ করেন। এই শেষোক্ত বৃক্ষের

পাতা ও হাত লম্বা এবং দুই হাত প্রস্থ এবং দেখিতে পক্ষীদের পাখার
 গ্রায়। বৃক্ষে যে ফল হয় তাহা অত্যন্ত সুস্বাদু এবং এরূপ বৃহৎ যে
 একটা ফলে ৪ জনের ভূরি ভোজন হইতে পারে। বৃক্ষকে পালবৃক্ষ
 এবং ইহার ফলকে আরিয়েনা বলে। এই ফল সিড্রাকি দেশেই
 অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অত্র একটা বৃক্ষ আছে,
 যাহার ফল ইহাপেক্ষাও সুস্বাদু কিন্তু তাহা খাইলে পেটের গীড়া হয় (২৬)।
 এই ফল স্পর্শ করিতেও আলেকজান্দার নিষেধ করিয়াছিলেন। মাসি-
 দোনিয়ানগণ অনেক প্রকার বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু
 অধিকাংশেরই নামোল্লেখ করেন নাই। ভারতীয় ওলিভ গাছে ফল ধরে
 না। তথায় সর্বত্রই মরিচের গাছ জন্মে। লব্ধা মরিচ আলেকজান্দ্রিয়ার
 সরিষার সহিত মিশ্রিত করা হয়। মরিচ ও আদা প্রচুর পরিমাণে
 ভারতবর্ষে জন্মে, এবং আমরা ঐ সকল দ্রব্য আমাদের দেশে সুবর্ণ ও
 রৌপ্যের গ্রায় খরিদ করি। ভারতবর্ষে অত্র এক প্রকার শস্ত পাওয়া
 যায়, যাহা দেখিতে মরিচের গ্রায় কিন্তু মরিচ অপেক্ষা ক্ষণ-ভঙ্গুর এবং
 বৃহৎ। ঐদেশে কাটা গাছে মরিচের গ্রায় অত্র একটা শস্ত জন্মে যাহার
 স্বাদ অত্যন্ত ঝাল। এই গাছের শিকড় ও চর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া
 ভারতবাসীরা এই ঔষধ আমাদের দেশে প্রেরণ করে। আমরা মাকিরঙ
 ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা এক প্রকার বৃক্ষের স্বক। এই
 স্বকের কাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে আমাশয়ের ঔষধ হয়। আরব
 দেশেও চিনি হয়, কিন্তু ভারতীয় চিনিই অধিক পছন্দ করা হয়। ইহা
 এক প্রকার মধু; নলের মধ্যে পাওয়া যায় এবং দাঁত দিয়া ভাঙিতে
 পারা যায়। ইহা কেবল ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে এক প্রকার বৃক্ষ পাওয়া যায়, উহা দ্বারা তাহার লব্ধা
 নিবারণ করিতে পারে। এক প্রকার শিকড় ও পাতাকেও ভারতবাসীরা

সন্ধানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। শিকড় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে গন্ধ পাওয়া যায়। পাটলদ্বীপে দুই প্রকার শিকড় পাওয়া যায়, একটি কৃষ্ণবর্ণ অল্পটী খেত বর্ণের। ইহা পাউণ্ড প্রতি পাঁচ দিনারি মূল্যে বিক্রীত হয়।

যে সকল গুল্ম হইতে প্রলেপ প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে নাদিসকে সর্ব প্রথমে উল্লেখ করা কর্তব্য। ইহা কটু এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র ঘন সন্নিবিষ্ট। গঙ্গাতীরবর্তী প্রদেশে যে দাদ জন্মে উহা অক্লিষ্টকর। এক পাউণ্ড স্পাইকনার্ডের মূল্য ১০০ শত দিনারী। ভারতবর্ষে আঙ্গুরও ব্যবহৃত হয় ও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভারতবাসীরা তালের রসকে মস্ত্রে পরিণত করে ; বাদাম, তিল, ও চাউল হইতে ভারতবাসীরা তৈল নির্ঘাস করে ; ইকথিওফাগিরা মংশ হইতে তৈল বাহির করে। ভারতবর্ষ হইতে তিল আমদানী হয়। এই শস্ত দেখিতে সাদা। ভারতবর্ষে যে যব পাওয়া যায় তদ্বারা রুটী ও পায়স প্রস্তুত হয়। ভারতবাসীরা ভাতকেই অধিক পছন্দ করে। ধাত্তের গাছ এক হাত লম্বা ; ইহার পুষ্প বেগুনে রংয়ের ও শিকড়গুলি মুক্তার স্থায়। ভারতবাসীরা এক প্রকার ফল হইতে সূত্র প্রস্তুত করে। ভারতবর্ষেই সর্কাপেক্সা উৎকৃষ্ট লিসিয়ান (Lycium) পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত তিক্ত।

ভারতীয় খনিজ পদার্থ ও মূল্যবান প্রস্তুতাদি

ভারতবর্ষে লবণের পর্বতও আছে। সূবর্ণ ও মুক্তা হইতে যে লাভ না হয়, যে সকল রাজার এই সকল লবণের পর্বত আছে, তাঁহারা অধিক লাভ করেন।

আমাদের দেশে মুক্তার ঘেরূপ আদর করা হয়, ভারতবর্ষে প্রবালের সেইরূপ আদর করা হয়। তাঁহাদের দেশীয় গণকগণ প্রবালের কবচ সকল বিপদ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করিতে পারে, এইরূপ মনে করে। সেই জন্ত ইহা গহনা নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়। অল্পদিন হইতে ভারতবর্ষ হইতে নীল আমদানী হইতেছে। ইহার দর পাউণ্ড প্রতি সতেরো দিনারি।

ভারতবর্ষ হইতে নীলও আমদানী হয়। ইহা কয়েক প্রকার নলের গাত্রে জমিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার আটাল পদার্থ। ইহা দেখিতে কাল রংয়ের কিন্তু জলের সহিত মিশ্রিত করিলে, ইহা গাঢ় নীল রং বিশিষ্ট হয়। কেহ ২ অমিশ্রিত নীলের সহিত পারাবতের বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেয়। নীলের দর পাউণ্ড পতি ২০ সেসটারসিস। ঔষধার্থ ব্যবহার করিলে ইহা জ্বর, কম্পন ও ক্ষতের উপকার করে।

পূর্বাঞ্চল হইতেই আমাদের দেশে কাচের আমদানি হয় এবং ভারতীয় কাচই সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করা হয়। ভারতবর্ষে তৈলক্ষটিক পাওয়া যায় এবং ধূনা অপেক্ষা ইহাকে অধিক আদর করা হয়। টাসিয়াস বলেন যে, ভারতবর্ষে হাইপারবোরাস নামে একটা নদী আছে। হাইপারবোরাস অর্থে “উত্তম দ্রব্য বহনকারী”। ইহা উত্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব সমুদ্রে পড়ে। এই সমুদ্রের নিকটস্থ পর্বতে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহাতেই তৈলক্ষটিক জন্মে এবং এই সকল বৃক্ষকে আফিটাকোরী (aphytacorae) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বর্তমান সময়ে, ছয় প্রকার হীরক চিনিতে পারা গিয়াছে। ভারতীয় হীরক সুবর্ণে নিহিত থাকে না, কিন্তু, ইহা ক্ষটিকের ত্রায় উজ্জল এবং ছয়টা কোণ বিশিষ্ট একপ্রকার দ্রব্যে নিহিত থাকে। ইহা আকারে বাদামের ত্রায়। আনরা, ভারতীয় ও আরব দেশের মুক্তাকে হীরকের পরবর্তী স্থান প্রদান করি।

কেহ কেহ মনে করেন যে, পান্না ও মরকত একই দ্রব্য ; অন্ততঃ পক্ষে ইহারা একই জাতীয় । এই সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে পাওয়া যায় ; অতীত দেশে কদাচিত পাওয়া যায় । ভারতীয়গণ দীর্ঘাকারের পান্নাগুলির অত্যধিক আদর করে এবং কেবল এইগুলিকেই তাহারা স্রবর্ণের সহিত পরিধান করে না । এবং, এই জন্ত এইগুলির মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহারা হস্তির লোমে গ্রথিত করিয়া পরিধান করে । যে সকল পান্না উৎকৃষ্ট, তাহাদের ছিদ্র না করিয়া উভয়পার্শ্বে স্রবর্ণের ক্ষুদ্র ২ বৃত্ত সহকারে ধারণ করাই উচিত । ভারতীয় অধিবাসিগণ স্ফটিককে রঞ্জন করিতে সমর্থ বলিয়া তাহারা নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তর অন্বেষণ করিতে পারে । ওপাল (opal) গুলি কেবল মরকত অপেক্ষাই মূল্যে কম । ভারতবর্ষেই কেবল এই সকল মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায় এবং এবশ্প্রকারেই- ভারতবর্ষ মূল্যবান প্রস্তর উৎপাদনকারী বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছে ।

আকিসাইন এবং গল্ফায়ও নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায় ।

৪। ইলিয়ান

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্লদিয়াস ইলিয়ানাস নামক গ্রন্থকার ইতালির অন্তর্গত প্রিনেস্টি নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইলিয়ানাস ইতিহাস বিষয়ক একখানি ও জন্তু বিষয়ক আর একখানি, মোট দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি রোমে বাস করিয়া অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। ইলিয়ানাস গ্রীকভাষা ও গ্রীসীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষায় এতদূর ব্যুৎপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত ভাষায় গ্রীসীয়দিগের জ্ঞায় অনর্গল কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি চন্দ্র সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, সেই খানিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক পুস্তক খানিতে তাঁহার গবেষণার অভাব না থাকিলেও উহার অধিক প্রচলন হয় নাই। রচনার সেরূপ পারিপাট্য ছিল না বলিয়াই বোধ হয় এই দশা ঘটয়াছিল। ইলিয়ানাসের পুস্তকে ভারতবর্ষীয় অনেকগুলি পশু পক্ষীর উল্লেখ এবং সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ভারতীয় অনেক রীতি নীতিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয় স্বর্ণপ্রস্ন পিপীলিকাগণ কদাপি নদী পার হয় না (১)।

কথিত হয় যে, দ্বিতীয় টলেমির (২) নিকট ভারতবর্ষ হইতে একটা শৃঙ্গ প্রেরিত হয়, এই শৃঙ্গে প্রায় ২৬ গ্যালন জল ধরিত। নিশ্চয়ই ইহা কোন বৃহদাকারের ষণ্ডের শৃঙ্গ।

(১) ঠুবো স্বর্ণপ্রস্ন পিপীলিকার বর্ণনা নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

(২) দ্বিতীয় টলেমি বা টলেমি ফিলাডেলফসের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বিজ্ঞানানুরক্ত ছিলেন।

প্রকাশ এই যে, ভারতবর্ষে এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট অশ্ব ও গর্দভ পাওয়া যায়। এই সকল জন্তুর শৃঙ্গ হইতে পানপাত্র প্রস্তুত হয়, এবং এই সকল পান পাত্রস্থ দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিলেও, পানকারীর কোন অপকার হয় না; কেননা এই সকল শৃঙ্গ বিষয় গুণ বিশিষ্ট।

এক ভারতীয় হস্তিপক একটা ক্ষুদ্র শ্বেতহস্তী পাইয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া লালন পালন করে। হস্তিপক হস্তীর প্রতি এবং হস্তীও স্বীয় প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হয়। এই সময় ভারতবর্ষের রাজা, ঐ শ্বেত-হস্তীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, হস্তী-লাভে ইচ্ছুক হন। কিন্তু হস্তিপক এই সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঐ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমি অভিমুখে যাত্রা করে। রাজা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তিপককে ধৃত করিবার জন্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সকল সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হস্তিপককে আক্রমণ করিলে, হস্তিপকও উহাদিগকে আঘাত করিতে থাকে। হস্তীও তাহার প্রভুর সহায়তা করিতে লাগিল, কিন্তু হস্তিপক আহত হইয়া হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নিম্নে পতিত হয়। হস্তীটি তখন, “নিমকের চাকরের তায়” তাহার প্রভুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে রক্ষণ করিতে করিতে সৈন্যগণকে আঘাত করিতে থাকে। অবশেষে সৈন্যগণ পলায়ন করে। পরে, হস্তী আহত প্রভুকে নিজ পৃষ্ঠে বহন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং হস্তিপককে বিশ্বস্ত বন্ধুর তায় গুশ্রীয়া করে।

ভারতীয় সারমেয়গুলিকেও বহুজন্তু বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। বীৰ্য্যে ও সাহসে ইহাদের সমতুল্য জন্তু পাওয়া যায় না এবং পৃথিবীর কোথাপিও এরূপ বৃহৎ সারমেয় দৃষ্ট হয় না। ইহারা অপূর্ণ সকল জন্তুকেই ঘৃণার চক্ষে দেখে। কেবল সিংহের সহিতই ইহাদিগকে যুদ্ধ করিতে দেখা যায়। যদিও ভারতীয় কুকুর সিংহের নিকট পরাজিত হয়, তথাপি

সিংহও ইহার আক্রমণে মধ্যে মধ্যে পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বসন্ততঃ কুকুর একবার সিংহকে ধরিতে পারিলে, কিছুতেই ইহাকে পরিত্যাগ করে না। এরূপ সময়ে কেহ ছুরিকা দ্বারা কুকুরের পদ ছিন্ন করিয়া দিলেও, সে সিংহকে পরিত্যাগ করে না (৩)।

ভারতবাসীরা সহজে পূর্ণবয়স্ক হস্তী ধৃত করিতে পারে না ; তাহাদের এবিষয়ে চেষ্টাও নাই ; বিশেষতঃ পূর্ণবয়স্ক হস্তী ধরিবার আদেশও নাই। শিকারীগণ নদীতীরস্থ জলা-ভূমিতে বাইয়া অল্পবয়স্ক হস্তী ধৃত করে। হস্তীরা আর্দ্র ও নরম স্থানে থাকিতে ভালবাসে এবং জল মধ্যে থাকিতে তাহাদের স্পৃহা দেখা যায়। অল্প বয়সে তাহারা ভারতবাসী দ্বারা ধৃত হইয়া পোষ মানে এবং তাহারা যে খাদ্য-গ্রহণে অভিলাষী হয়, তাহাই তাহাদের প্রদত্ত হয়। হস্তীরা তদ্দেশবাসীদিগের কথা বুঝিতে পারে। অধিবাসিগণ হস্তিগণকে সম্ভানাদির জ্ঞান লাগান পালন করে এবং অধিক দিন ধরিয়া শিক্ষা দেয়।

[তৎপরে, গ্রহকার গ্রিফিন নামক কল্পিত জন্তুর, ভারতীয় মেঘ, বিযাক্ত সর্প ও কীট, বস্ত্র গর্দভ ও ময়ূরের বর্ণনা করিয়াছেন। শেষোক্ত পক্ষীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার ভারতবর্ষে অবস্থান কালীন এই পক্ষী দেখিয়া এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, ময়ূর হত্যাকারীকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইবে এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।]

ভারতীয়গণ যখন হস্তী দ্বারা কোন বৃক্ষ উৎপাটিত করে, তখন হস্তিগণ বৃক্ষকে খাচ্কা দেয় ; বৃক্ষটাকে তাহারা উৎপাটিত করিতে সক্ষম হইবে কি না, তাহারা ইহাতেই বুঝিতে পারে।

ভারতবর্ষে সর্পে ও হস্তীতে বিশেষ প্রতিষন্ধিতা দেখা যায়। ভারতীয়

হস্তিগণ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ভক্ষণ করে। সর্পগণ ইহা অবগত থাকিতে তাহারা ঘন সন্নিবিষ্ট পত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং হস্তী বৃক্ষ-শাখা ভগ্ন করিতে উত্তত হইলে ছোঁ মারিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটিত করে। পরে, গলদেশ বেঁটন করিয়া পুচ্ছ দ্বারা হস্তীকে আঘাত করে।

যখন ভারতীয় রাজা পোরস, আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, তখন পোরসের হস্তীটি যত্নসহকারে পোরসের গাত্রবিদ্ধ তীরগুলি উৎপাটিত করিতে লাগিল। যখন দেখিল যে অতিরিক্ত রক্ত-স্রাবে পোরস অত্যন্ত দুর্বল হইতেছেন, তখন ক্রান্ত হইল। পরে, ধীরে ধীরে তাহাকে নিজপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে রাখিয়া গ্রহরীর ত্রায় দণ্ডায়মান রহিল।

ভারতীয় সমুদ্রে একপ্রকার বাণ মৎস্য পাওয়া যায়; ইহারা গভীর জলে থাকে এবং মৃতাবস্থায় জলের উপর ভাসিতে থাকে। এই মৎস্য কোন মনুষ্যকে স্পর্শ করিলে মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয় এবং পরে প্রাণ ত্যাগ করে।

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সকল উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি দৃষ্টে ভারতবর্ষের উর্ধ্বরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশে যথেষ্ট সর্প পাওয়া যায় এবং ইহারা অত্যন্ত বিষধর। কিন্তু এই দেশে আবার যথেষ্ট বিষহীন ভেষজও পাওয়া যায়। অধিবাসীরা এই সকল বিষহীন এমন সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছে যে, কোন্ সর্পের দংশনে কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা নির্দোষ করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতে হয় না। ভারতবাসীরা বলে যে, কোন সর্প কাহাকেও দংশন করিয়া পুনরায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না; ঐ সর্পের স্ত্রী পুত্রও ইহার সঙ্গ ত্যাগ করে।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত গঙ্গা নদীর যে স্থান পর্য্যন্ত অত্র কোন উপনদীর

সহিত সংযোগ হয় : নাই, সে স্থান পর্য্যন্ত ঐ নদীর গভীরতা প্রায় ৮০ হাত এবং প্রস্থ ৮০ ষ্টাডিয়া। কিন্তু গঙ্গা যে স্থান হইতে অন্ত্যান্ত নদ নদীর সহিত মিলিতা হইয়াছে, সে স্থানে ইহার গভীরতা প্রায় ২৪০ হাত এবং প্রস্থে ইহা ৪০০ শত ষ্টাডিয়া। ইহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ আছে। ইহার মধ্যস্থ মৎস্যগুলি বৃহদাকারের এবং ঐ মৎস্যের তৈল হইতে এক প্রকার প্রলেপ প্রস্তুত হয়। গঙ্গায় কচ্ছপও পাওয়া যায়। এই কচ্ছপগুলি এত বৃহৎ যে ইহাদের চাড়াগুলিতে ১৮০ গ্যালন জলীয় পদার্থ ধরিতে পারে। গঙ্গায় দুই প্রকার কুস্তীর পাওয়া যায়। একজাতীয় কুস্তীর কাহারও অনিষ্ট করে না; কিন্তু অণু জাতীয়গুলি হিংস্র প্রকৃতির। ভারতবর্ষে জল্লাদের আবশ্যক হয় না; কেননা গুরুতর অপরাধে অপরাধীগুলিকে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কুস্তীরের নিকট নিক্ষেপ করা হয়।

ভারতবর্ষে পূর্ণবয়স্ক হস্তী ধৃত হইলে, তাহাকে বশীভূত করা দুষ্কর; কেননা তাহারা স্বাধীনতা-প্রিয়সী হইয়া অনেক সময় রক্তপাত করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহারা আরও ক্রুদ্ধ হয় এবং আদৌ প্রভুর বশতা স্বীকার করে না। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা ইহাকে থাড়া দি ঘারা প্রলোভিত করে এবং হস্তীর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী উহাকে নানা প্রকার খাদ্য প্রদান করে। তজ্জাপি ইহারা পোষ মানে না। অবশেষে অধিবাসীরা বাস্তবধনি করিতে থাকে (৪)। হস্তী ইহাতে প্রীত হইয়া শান্ত হয়। পরে মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হইলেও ইহার আহার গ্রহণে স্পৃহা হয়। তখন ইহাকে বন্ধন মুক্ত করা হয় কিন্তু হস্তী বন্ধন-মুক্ত হইলেও স্থান পরিত্যাগ করে না; সে গীতবাস্তবধনিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে এবং রীতিমত আহারাদি গ্রহণ করে।

ভারতবাসীরা হস্তীকে আপন আপন বন্ধুর ভায় শুশ্রূষা করে। দীর্ঘকাল জল দ্বারা হস্তীর ক্ষতস্থান ধোত করিয়া পরে ঐ স্থান মাখন সহযোগে মর্দন করে। ক্ষত গভীর হইলে ক্ষতস্থানে শূকর মাংস প্রয়োগ করে। গোদুগ্ধ দ্বারা উহার হস্তীর চক্ষুর ব্যাধি আরাম করে। হস্তিগণ এই সকল চিকিৎসায় সুখী হয়।

হস্তীরা পুষ্প-ভক্ত, এবং সুগন্ধি পুষ্প অত্যন্ত পছন্দ করে। এই জন্ত তাহাদের মধ্যে মধ্যে পুষ্পোত্তানে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহারা নিজ নিজ পুষ্পাহুয়ারী পুষ্পচরন করিলে উহা সাজীর মধ্যে রক্ষিত হয়। পরে হস্তী দ্বান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যদি নিজ সংগৃহীত পুষ্প না পায়, তবে গর্জ্জন করিতে থাকে। এমন কি, ঐ পুষ্প না পাইলে সে নিজ আহারও গ্রহণ করে না। পুষ্প প্রদত্ত হইলে পুষ্পগুলি নিজ শুণ্ড দ্বারা আহারপাত্রের চতুর্দিকে রাখিয়া দেয় ; নিজ শব্যার উপরেও কতকগুলি বিকীর্ণ করে।

ভারতীয় রাজপ্রাসাদে যে স্থানে সম্রাট বাস করেন, তথায় এমন সকল অভ্যাশ্চর্য্য দ্রব্য আছে যে, ঐ সকল দ্রব্য দর্শনে সুসা (৫) বা একবাটানা-বাসীদিগেরও হিংসা হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। পুষ্পোত্তানে গৃহ-পালিত ময়ূর ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর পক্ষী রক্ষিত হয়। অনেকগুলি বৃক্ষও বহু সহকারে রক্ষিত হয় এবং কোন কোন বৃক্ষ রাজ-ভৃত্যেরা বস্ত্রের সহিত প্রতিপালন করে। এই সকল বৃক্ষে সকল সময়েই পুষ্প প্রস্ফুটিত থাকে। এই সকল বৃক্ষের কতকগুলি ঐ দেশেই জন্মিয়া থাকে, কতক বা ভিন্ন দেশ হইতে আনীত হয়। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে তোতা পক্ষী পাওয়া যায় এবং ইহার রাজার চতুষ্পার্শ্বে উড়ডীয়মান থাকে।

এই পক্ষী ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেও, অধিবাসীরা ইহার মাংস ভোজন করে না। এই পক্ষীকে উহার পবিত্র বলিয়া মনে করে এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্যান্য পক্ষী অপেক্ষা ইহাদের অধিক শ্রদ্ধা করেন। কেবল তোতা পক্ষীই মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে এবং সেই জন্যই ইহাদের এত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়। প্রাসাদ সংলগ্ন উद्याনের পুষ্করিণীতে বৃহৎ মৎস্য আছে। কিন্তু ইহার পালিত। কেবল রাজপুত্রগণই বাল্যকালে এই সকল মৎস্য ধরিতে পারেন। রাজপুত্রগণ এইস্থানেই আমোদ প্রমোদ করেন এবং নৌকা চালনা শিক্ষা করেন (৬)। বিচারার্থ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেই প্রথমেই একটা শিক্ষিত হস্তী রাজাকে অভিবাদন করে ; হস্তী কোন সময়েই উহা বিস্মৃত হয় না বা অভিবাদন করিতে অস্বীকার করে না। হস্তিপক হস্তীর নিকটেই দণ্ডায়মান থাকে এবং অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে উহার কর্তব্য শ্রবণ করাইয়া দেয়। হস্তী হস্তিপকের কথাও বুঝিতে পারে, ইহাও আশ্চর্য্য ক্ষমতা। রাজার রক্ষার জন্য অনবরত ২৪টা হস্তী থাকে এবং যেরূপ প্রহরী পরিবর্তন করা হয়, ইহাদেরও সেইরূপ পরিবর্তন হয়। প্রহরী-কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন বাহাতে তাহারা নিদ্রালু না হয়, তাহাও হস্তীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। হস্তিগণ অত্যন্ত সতর্ক প্রহরী।

ভারতবাসিগণ হস্তী ও অশ্বকে যুদ্ধের সাহায্যকারী বলিয়া অত্যন্ত আদর করে। ইহার রাজকার্য্যে গুরুত্ব এবং কাঁচা শাস বহন করিয়া নিজ নিজ পশু-শালায় আনয়ন করে। যদি উহার কর্তব্যকার্য্যে অবহেলা করে, তবে উহাদের রক্ষকদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দেওয়া হয়। রাজা

(৬) চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা “অভয়াবণ্য” হিঁত হুদে নৌকা চালনা করিবেন।

কুদ্র কুদ্র জন্তকেও ঘৃণা করেন না এবং এই সকল জন্তকে উপহার স্বরূপ গ্রহণ করেন। ভারতবাসীরা বহু বা পালিত, কুদ্র বা বৃহৎ কোন জন্তকেই ঘৃণা করেন না। অভিজাতগণও রাজাকে কুদ্র কুদ্র পশু, পক্ষী, (হংস, কুক্কট, রাজহংস, কবুতর, তিতির) উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। অনেক সময় ইহাপেক্ষা কুদ্রাকারের পক্ষীও উপহার দেওয়া হয়। ভারত-বর্ষের অধিবাসিগণ রাজাকে মৎস্যও উপহার প্রদান করেন।

ভারতবর্ষে এবং বিশেষতঃ প্রাসিয়ান (৭) দিগের দেশে গলিত মধু পত্র ও পুষ্পের উপর পতিত হয়। এই মধুতেই গবাদিজন্তুর পুষ্টিকর খাদ্য হয় এবং উহারা ইহাই খাইতে অত্যন্ত পছন্দ করে। এই জন্তাই গোপালক-গণ যথায় এই মধু থাকে, তথায়ই ইহাদের চারণ করে। এই জন্তাই ইহাদের দুগ্ধ অতি সুস্বাদু এবং গ্রীসে যেরূপ দুগ্ধের সহিত মধু মিশ্রিত করিতে হয়, এখানে সেরূপ প্রয়োজন হয় না।

যখন ইউক্রেটাইডিস (৮) বাকট্রিয়া প্রদেশ শাসন করিতেন, তখন পেরিমুডা নগরে (৯) রাজ বংশ জাত সোরাস নামক এক শাসনকর্তা ছিলেন। এই নগরের মৎস্যজীবীগণ জাল লইয়া, এক বৃহৎ উপ-সাগরে শুষ্ক সংগ্রহ করিত। এই শুষ্কি শব্দের উপরে জন্মে। শুষ্কিগণ দলবদ্ধ হইয়া জলমধ্যে ভ্রমণ করে এবং ইহাদেরও নেতা আছে। নেতা অন্ত্যন্ত শুষ্কি অপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার বর্ণও সকলের অপেক্ষা সুন্দর।

(৭) উত্তরবঙ্গ ও বিহারের অধিবাসীবর্গকে গ্রীসীয়ানগণ এই নামে আখ্যাত করিতেন।

(৮) ইউক্রেটাইডিস—গ্রীকো-বাকট্রিয়ান রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা। ষ্ট্রাবোর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৯) করমণ্ডল উপকূলস্থ কোন স্থান। সঠিক নির্দিষ্ট হয় নাই।

সেই জন্তু ডুবুরিগণ ইহাকে ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করে ; কেননা মেতা ধরা পড়িলেই দল নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই উহাদের ধরা যায়। যতক্ষণ নেতা ধৃত না হয় ততক্ষণ দল শ্রেণীবদ্ধ থাকে, এবং তাহাদের ধৃত করা দুষ্কর। ধৃত হইলে ইহাদের পায়ে করিয়া রাখা হয় এবং মাংস পচিয়া গলিয়া শুদ্ধ প্রস্তর টুকুই অবশিষ্ট থাকে। ভারতীয় গুক্তিই সর্সাপেক্ষা হুন্দর। ব্রিটন-জাত গুক্তি ভারতীয় গুক্তি অপেক্ষা নিকট বলিয়া কথিত হয়।

ভারতীয়গণ তাহাদের রাজার নিকট পালিত ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ এবং চতুঃশৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণ আনয়ন করে। ভারতবর্ষে দুই প্রকার ষণ্ড পাওয়া যায়—এক প্রকার অত্যন্ত দ্রুতগামী, অগ্র প্রকার বস্ত্র। ইহাদের লোম সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বর্ণ কিন্তু পুচ্ছের লোম শুভ্র। উহারা রাজার নিকট মন্দপ্রভ হরিষর্গের পারাবতও আনয়ন করে। এই সকল পারাবত কিছুতেই পোষ্য মানে না। সারমেয় ও বানরও রাজার নিকট আনীত হইয়া থাকে।

মহারাজ বৎসরের একদিন মহুশ্য ও জন্তুগণের ক্রীড়ার জন্ত নির্দ্ধারিত করেন। হস্তিগণও ক্রীড়ার্থ উপস্থিত হয়। এই হস্তী-ক্রীড়ায় অনেক সময় উভয় হস্তীই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আলেকজান্দার যখন ভারতবর্ষীয় নগরগুলি আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া ছিলেন, তখন তিনি অনেক নগরে অগ্ন্যগ্ন জন্ত ব্যতীত সর্পও দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সকল সর্প পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত এবং গুহায় রাখিয়া ইহাদের ভক্তি সহকারে পূজা করা হইত। অধিবাসীরা যাহাতে এই সকল সর্পের প্রতি অত্যাচার না হয়, তজ্জন্তু আলেকজান্দারের নিকট প্রার্থনা করাতে আলেকজান্দার ঐ প্রস্তাবে সন্মত হইয়াছিলেন। এক সময় আলেকজান্দারের সৈন্যদল ঐরূপ একটা সর্পের নিকট দিয়া যাইতেছিল ; সেই সময় ঐ সর্প ঐরূপ জোরে নিশ্বাস গ্রহণ

ফেলিতে লাগিল যে, সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া-
ছিল। কেবল ইহার মস্তক গর্ভের বহির্ভাগে দেখা গিয়াছিল—ঐ
মস্তক ৭০ হাত দীর্ঘ ছিল। ইহার চক্ষুগুলি মাসিমন প্রদেশীয় ঢালের
তায় বৃহৎ ছিল।

ভারতীয় অধিবাসিগণ দ্রুতগামী যশুর ও বিশেষ আদর করে এবং
রাজা ও অভিজাতগণ যশুর দ্রুতগামী লইয়া বাজী রাখেন। ইহাদিগকে
রথে যোজিত করিয়া পরীক্ষা করা হয়। যশু ও অশ্বের মধ্যে কাহারো
অধিক দ্রুতগামী তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ভারতে তিন প্রকার তোতাপাখী পাওয়া যায়। শিক্ষা পাইলে এই
তিনশ্রেণীস্থ তোতাপাখীই বালক বালিকার তায় কথা বলিতে পারে।
শিক্ষা না পাইলে ইহারা মনুষ্যের তায় কথা বলিতে পারে না এবং সেই
জন্য ইহারা বনে অত্রান্ত পক্ষীর তায় কুজন করে। ভারতবর্ষে ময়ূর ও
বস্ত্র পারাবত পাওয়া যায়। শেষোক্ত পক্ষীগুলিকে অকস্মাৎ দেখিলে
তোতা বলিয়া ভ্রম হয়। ভারতবর্ষে কুক্কটও পাওয়া যায়; ইহাদের চূড়া
বহু বর্ণ সুশোভিত। ইহাদের পুচ্ছ ময়ূরের তায় বৃহৎ। ইহাদের পালক
সুবর্ণ-বর্ণ।

ক্লিটাকাস বলেন যে, ভারতবর্ষে এক জাতীয় ষোড়শ হস্ত দীর্ঘ
সর্প পাওয়া যায়। অন্য এক প্রকার সর্প পাওয়া যায়; ইহারা আকারে
ক্ষুদ্র এবং বিচিত্র বর্ণ রঞ্জিত। কোন কোনটীর মস্তক হইতে লেজ পর্য্যন্ত
তাম্র বর্ণ শির, কোনটা রৌপ্য বর্ণের, কোনটা লোহিত এবং কোনটা বা
সুবর্ণের তায় উজ্জল। লেখক বলেন যে, ইহারা অত্যন্ত বিবাক্ত।

ক্লিটাকাস বলেন যে, কাট্রাস নামক ভারতীয় পক্ষী অত্যন্ত সুন্দর;
ইহা আকারে ময়ূরের তায় এবং ইহার পালকের অগ্রভাগগুলি মরকতের
তায় উজ্জল। ইহার চক্ষুর রং সিন্দূরের তায়—কেবল তারাগুলি আপেলের

জ্ঞান। মন্তকের পালক নোলাত, পদব্বর রক্তবর্ণ। ইহা সুমিষ্ট গান করে। অধিবাসিগণ দর্শকের নয়ন তৃপ্তির জন্ত ইহাদের পশুশালায় রাখে। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের পক্ষী আছে।

ক্লিটাকাস বলেন যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন বর্ণের এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারের বানর আছে। পার্শ্বত্যা প্রদেশীয় বানর এত বৃহৎ যে, ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দার ইহাদের দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার যখন নিজ সৈন্যসহ অগ্রসর হইতে ছিলেন, তখন অকস্মাৎ সম্মুখে আর একটা বাহিনী দেখিয়া তাহাকে শত্রু প্রেরিত সৈন্য বিবেচনা করিয়া নিজ বাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন যে ঐ সৈন্যবাহিনী বানর সমষ্টি মাত্র। এই সকল বানরকে জাল দ্বারা ধৃত করা যায় না, বা কুকুরেও ইহাদিগকে ধৃত করিতে পারে না। ইহারা অত্যন্ত অমুকরণ প্রিয়; একজনকে নৃত্য করিতে দেখিলে ইহারাও নৃত্য করে; কাহাকেও বংশীবাদন করিতে দেখিলে ইহারাও তাহার অমুকরণ করে। কাহাকেও ক্ষুধা পরিধান করিতে দেখিলে, ইহারাও সেই কার্য অমুকরণ করে এবং কাহাকেও চক্ষু রং লাগাইতে দেখিলে ইহারাও নিজ নিজ চক্ষু রং লাগাইবে। শিকারী এই সকল বৃত্তান্ত অবগত থাকাতে ইহারা রংয়ের পরিবর্তে চুপ রাখে, এবং সেই জন্ত ইহাদের চক্ষু বদ্ধ হইয়া যায়। কোন কোন সময় শিকারীরা দর্পণের সহিত পাশ বন্ধন করে এবং দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই পাশ বদ্ধ হইয়া বানরগণ ধৃত হয়।

ভারতবর্ষে বৃহদাকরের সিংহও পাওয়া যায়। সিংহেরাই সর্বাণেকা হিংস্র। ইহাদের চর্ম কৃষ্ণবর্ণ; ইহাদের দেখিলেই প্রাণে গভীর আতঙ্ক সঞ্চার হয়। পূর্ণ বয়স্ক হইবার পূর্বে ধরিলে ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করান যায় এবং সে ক্ষেত্রে ইহারা অত্যন্ত বশ্যতাপন্ন হয়।

ভারতবর্ষে আরও এক প্রকার আশ্চর্য্য পক্ষী দৃষ্ট হয়। ইহা আকারে ষ্টার্লিং (১০) পক্ষীর ত্রায়, বিচিত্র বর্ণ এবং ইহাদিগকে মনুষ্যের ত্রায় শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পক্ষী তোতা অপেক্ষাও বাকপটু এবং স্বভাবতই অধিকতর চতুর। মনুষ্যের নিকট আহাৰ প্রাপ্ত হইয়া সুখানুভব করা দূরে থাকুক, ইহা স্বাধীনতার জন্ত এত ব্যাকুল এবং সঙ্গীদিগের সহিত ইচ্ছানুরূপ কুজনে এত লালায়িত যে, অধীন থাকিয়া উত্তম আহাৰাদি ভোগ করা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া অনশনই শ্রেয়ঃ মনে করে। যে সকল মাসিদোনিয়ানগণ ভারতবর্ষস্থ বৌকেফলা ও নিকটবর্তী স্থান এবং কুরোপেলিস ও ফিলিপ পুত্র আলেকজান্দার কর্তৃক স্থাপিত নগরে বাস করে, তাহারা ইহাকে কার্কিয়ন (১১) বলে। আমার বোধ হয়, পানিকোরীর ত্রায় পুচ্ছ সঞ্চালন করে বলিয়া এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমি আরও অবগত হইলাম যে ভারতবর্ষে কীল নামক পক্ষী আছে ; এই পক্ষী আয়তনে বাষ্টার্ড (১২) অপেক্ষা ত্রিগুণ ; ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ চক্ষু বিশিষ্ট এবং ইহার পদদ্বয়ও দীর্ঘ। চন্দ্ৰের থলিয়ার ত্রায় ইহার একটা প্রকাণ্ড থলিয়া আছে। ইহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ। ইহার পালকগুলি পাংশুবর্ণ ; কেবল মাত্র পক্ষের প্রান্তভাগে দীর্ঘ পীত বর্ণ।

ইহাও আমি শুনিয়াছি যে, ভারতবর্ষের হপো আমাদের দেশের এই পক্ষীর দ্বিগুণ এবং উহারা দেখিতেও অধিকতর সুত্রী। হোমর বলেন যে, যেমন অশ্বের বস্ত্র এবং সজ্জায় কোন গ্রীকরাজার আহ্লাদ

(১০) সম্ভবতঃ ভরত পক্ষী।

(১১) কাকাতুরা।

(১২) সম্ভবতঃ অষ্ট্রিচ জাতীয় পক্ষী বিশেষ।

হয়, ভারতবর্ষের রাজারও তেমনি পক্ষীতে আনন্দ হয়। রাজা ইহা হস্তে লইয়া ভ্রমণ করেন, ইহার সহিত ক্রীড়া করেন এবং আশ্লাদিত চিত্তে এই পক্ষীর উজ্জলতা ও প্রকৃতি দত্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ক্লাস্ত হন না। ব্রাহ্মণগণ এজন্ত এই পক্ষীকে একটা গল্পের আখ্যান-বস্তু করিয়াছেন। তাঁহাদের উপাখ্যানটি এই :—ভারতবর্ষের রাজার একটা পুত্র জন্মে। এই পুত্রের কয়েকটা জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল; তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও কদাচারী হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠ বলিয়া উহাকে ঘৃণা করিত এবং তাহাদের মাতাপিতাকে বৃদ্ধ ও পক্কেশ বলিয়া ঘৃণা করিত। এই জন্ত, ঐ বালক ও তাহার বৃদ্ধ মাতাপিতা এই সকল দুষ্ট প্রকৃতির সন্তানের সহিত বাস করিতে অসমর্থ হওয়ায় একত্রে তিন জনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। সুদীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা ও রাণী অবসন্ন হইয়া দেহত্যাগ করেন এবং বালকটী তাঁহাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ নিজ মস্তক স্বকীয় তরবারি দ্বারা ছেদন করিয়া নিজদেহে মাতাপিতাকে প্রোথিত করে। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, পরে সর্বদর্শী দিবাকর এই বালকের নিরতিশয় ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতি সুন্দর ও দীর্ঘ পরমায়ু বিশিষ্ট পক্ষীতে পরিণত করেন। এই জন্ত পলায়ন কালের রূত কশ্মীরে আরক চিরুশ্বরূপ তাঁহার মস্তকে এই চূড়া জন্মে। আখ্যানিয়ানগণও চূড়াধারী চাতক পক্ষীর সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প বলে এবং আমার বোধ হয় হাশুরসিক নাট্যকার আরিষ্টফিনিস তাঁহার “বিহঙ্গম” (১৩) নাটকে এই উপাখ্যান অনুকরণ করিয়াছেন। আরিষ্টফিনিস

(১৩) আরিষ্টফিনিস গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ হাশুরসিক কবি। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। “বিহঙ্গম” (Birds) পুস্তকখানি ৪১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রণীত হইয়াছিল।

বলিয়াছেন, “কারণ তুমিও অজ্ঞ ছিলে, সর্বদা বাস্তব ছিলে না এবং সর্বদা ঈশপও (১৪) পাড়তে না। ঈশপ চূড়াধারী চাতক পক্ষীর বর্ণনা কালে বলিয়াছেন যে, পক্ষীর মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করে। এমন কি তখন পৃথিবীও সৃষ্ট হয় নাই। পরে ইহার পিতা পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, পৃথিবী না থাকায় পাঁচ দিন পর্য্যন্ত শব পড়িয়া থাকে। অবশেষে অগ্নি সমাহিতের স্থান না পাইয়া তাহার কণা স্বীয় মস্তকেই পিতাকে সমাহিত করে।” এই জন্ত বোধ হয় যে এই উপাখ্যান, অপর পক্ষী সম্বন্ধীয় হইলেও, ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীসে প্রচারিত হইয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, ভারতীয় হুপোর মনুষ্যরূপে শৈশবকালে পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের সময় হইতে অপরিমেয়কাল অতীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে অগ্নি একপ্রকার জন্তু আছে যাহা দেখিতে স্থলচারী কুস্তীরের ছায় ; ইহা আকারে মার্গাধীপজাত ক্ষুদ্র কুকুরের ছায়। ইহার দেহ কর্কশ ও ঘন সন্নিবিষ্ট শব্দে আবৃত ; ভারতবাসীরা এই শব্দ দ্বারা ফাইলের (উকা) কার্য্য করে। ইহা দ্বারা পিতল কাটা যাইতে পারে এবং ইহা লৌহও জীর্ণ করিতে পারে। তাহারা ইহাকে “ফট্টগীস” বলে।

ভারতবর্ষে যে অশ্বতর পাওয়া যায়, তাহাকে ভারতবাসীরা পাশবদ্ধ করিয়া ধৃত করে এবং ছুইবৎসর বয়স্ক অশ্বতর ধৃত করিতে পারিলে তাহাদের বশ মানান যায়। কিন্তু, ইহার পরে ধৃত করিলে উহারা কিছুতেই বশ মানে না এবং উহারা মাংস ভোজী হিংস্র জন্তুর ছায় হয়।

ভারতবর্ষে অশ্বের দ্বিগুণাকার বিশিষ্ট, এক প্রকার কেশ বহুল, ঘন

(১৪) গল্প প্রণেতা স্বনামখ্যাত ঈশপ সম্ভবতঃ ৬২০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণবর্ণ গুচ্ছ বিশিষ্ট জন্তু আছে। এই গুচ্ছের কেশ মনুষ্যের কেশ অপেক্ষাও চিকণ এবং এই জন্তু ইহা ভারতীয় রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়; কারণ ইহা দ্বারা ভারতীয় রমণীগণ স্বীয় স্বীয় স্বভাব-জাত কেশ বন্ধন করিয়া শোভা বৃদ্ধি করে। এই কেশ দুই হস্ত দীর্ঘ এবং প্রত্যেক কেশের মূল হইতে ঝালরের ছায় ত্রিশটি কেশ উৎপন্ন হয়। এই জন্তু সর্সাপেক্ষা ভীক, কারণ কেহ ইহাকে দেখিতেছে ঠিক পাইলেই তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য দৌড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু ইহার পলায়নের যত অধিক ব্যগ্রতা, দ্রুতগমনশক্তি তত অধিক নহে। দ্রুতগামী অশ্ব ও কুকুরের সাহায্যে ইহাকে শিকার করা হইয়া থাকে। যখন সে দেখিতে পারে যে, ধৃত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন কোনও নিকটবর্তী ঝোপে লাঙ্গুল লুকাইয়া, শিকারীগণের অভিমুখী হইয়া প্রাণপণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতে থাকে। তখন ইহা একটু সাহসীও হইয়া থাকে এবং মনে করে যে যখন তাহার লাঙ্গুল দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ইহার আর ধৃত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, কেন না ইহা জানে যে ইহার লাঙ্গুলই সর্সাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। অবশ্যই সে জানিতে পারে যে, তাহার এই ধারণা ভ্রমাত্মক, কেন না শিকারীরা বিবাক্ত অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা ইহাকে আহত করিয়া, ইহার মূল্যবান চর্ম উৎপাটন করে ও মৃতদেহ ফেলিয়া দেয়। ভারতবর্ষীয়েরা ইহার মাংসের কোন অংশই ব্যবহার করে না।

আরও, ভারতীয় সমুদ্রে তিমি আছে এবং ইহার। বৃহত্তম হস্তীর আয়তনের পাঁচ গুণ। এই বৃহদাকার মৎস্তের এক একটীর পাজর দীর্ঘে ২০ হাত ও ইহার ওষ্ঠ ১৫ হাত হইয়া থাকে। কাণকুমার নিকটবর্তী পাখনাগুলি ৭ হাত প্রশস্ত। ‘কেরুকেশ’ নামক শব্দও এই সমুদ্রে জন্মে। ‘পার্পল ফিস’ নামক এক প্রকার মৎস্তও তথায় জন্মে; ইহার চাড়ায় এক

গ্যালন পূর্ণ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় অনেক মৎস্তই বিশাল দেহ— বিশেষতঃ সামুদ্রিক নেকড়ে। আমি আরও শুনিয়াছি যে, যে সময়ে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্রাবিত হয়, তখন মৎস্তগুলি জলের সঙ্গে ক্ষেত্রে নীত হইয়া অগভীর জলে সম্ভরণ ও ইতস্ততঃ বিচরণ করে; এবং যে বৃষ্টিতে নদীর জল বৃদ্ধি হয়, সেই বৃষ্টি থামিলে এবং জল কমিয়া পুনর্বার যখন পূর্ববৎ নিজ নিজ প্রণালীতে প্রবাহিত হয়, তখন নিম্ন ও সমতল জলা ভূমিতে (যথায় নয়জন দেবতা ক্রীড়া করেন) কখন কখন আট হস্ত দীর্ঘ মৎস্তও পাওয়া যায়। মৎস্তেরা দুর্বল হইয়া সম্ভরণ করে এবং কৃষকেরা সহজেই উহাদিগকে ধরে; কেন না, তথায় জল এমন গভীর নহে যে, উহাতে মৎস্তগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে; বস্তুতঃ ঐ জল এত কম গভীর যে, তাহারা কোন প্রকারে উহাতে বাঁচিতে পারে।

নিম্নলিখিত মৎস্তগুলি কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিয়া থাকে। এদেশে যে “রোচেশ” (Prickly roaches) জন্মে উহা আর্গলিসের বিষধর সর্প অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। ভারতবর্ষীয় চিংড়ি মাছ কর্কট অপেক্ষাও বৃহৎ। ইহারা সমুদ্র হইতে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করে; ইহাদের বৃহৎ নখ অত্যন্ত বজুর। আমি জানিতে পারিলাম যে, যে সকল চিংড়ি পারশোপসাগর হইতে সিঙ্কুনদে প্রবেশ করে, তাহা-দিগের কর্কটগুলি মৃগ্য এবং তাহাদের যে শুঁয়া আছে উহা দীর্ঘ ও কুঞ্চিত। কিন্তু এই জাতীয় চিংড়ির নখ নাই।

ভারতবর্ষীয় কচ্ছপ নদীতে বাস করে; ইহা অতি বৃহদাকার এবং উহার চাড়া পূর্ণায়তন ডিল্লি অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। এই চাড়াতে ১২০ গ্যালন জল ধরে। ভারতবর্ষে, এতদ্ব্যতীত স্থলচর কচ্ছপও আছে; যে উর্বর ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অত্যন্ত নরম এবং কর্ষণের সময় হল গভীর মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া যে ক্ষেত্রে অনায়াসে বড় বড় তাল উৎখাত করে, এই স্থলচর

কচ্ছপগুলি সেইরূপ মৃত্তিকার তালের ত্রায় বৃহৎ। ইহারা চাড়া পরিবর্তন করে। কীট তরুতে প্রবেশ করিলে তাহাকে যেরূপে বাহির করা হয়, কুবক ও তাহার সহকারীগণ নিজ নিজ কোদালি দ্বারা এই চাড়াগুলিকে সেইরূপে উঠাইয়া ফেলে। কচ্ছপদের মাংস তৈলাক্ত এবং সুস্বাদু এবং ঐ মাংস সামুদ্রিক কচ্ছপের ত্রায় উগ্রস্বাদ বিশিষ্ট নহে।

আমাদের দেশেও বুদ্ধিমান জন্তু পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশীয় বুদ্ধিমান জন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় কম। ভারতবর্ষে এই প্রকার বুদ্ধিমান হস্তী, তোতা, বানর ও সাতীর (Satyr) নামক জন্তু আছে। ভারতবর্ষীয় পিপীলিকার কথাও বাদ দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশীয় পিপীলিকাও অবশ্য নিজেদের জন্তু ভূমি-গর্ভে গর্ত ও বিবর খনন করিয়া নিজ ক্ষমতা পর্যাবসিত করে, কিন্তু ভারতীয় পিপীলিকারা নিজেদের জন্তু শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস-গৃহ নির্মাণ করে; যাহাতে সেগুলি সহজে জল-প্লাবিত না হইতে পারে, তজ্জন্তু ঢালু অথবা সমতল ভূমিতে নির্মাণ না করিয়া উচ্চ ও ছুরারোহ স্থানে এই সকল গৃহ নির্মিত হয়। তাহারা অসামান্য নৈপুণ্য সহকারে এই সকল স্থান খনন করে এবং সেগুলি দেখিলে মিশরের সমাধিকক্ষ বা ক্রীট দেশীয় গোলকধাঁধার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গৃহগুলি একরূপ ভাবে নির্মিত হয় যে, কোন শ্রেণীই সরল থাকে না এবং সেই জন্তু পথ ও গর্তগুলি একরূপ পাকান যে উহাদের মধ্যে কোন দ্রব্য প্রবেশ বা প্রবাহিত হওয়া সুকঠিন। বহির্দেশে প্রবেশের জন্তু এবং তাহারা যে শস্ত সংগ্রহ করে উহা লইবার জন্তু কেবল একটা মাত্র দ্বার থাকে। নদীর জল বৃদ্ধি ও প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্তুই তাহারা এইরূপ উচ্চ ভূমিতে গৃহ নির্মাণ করে এবং এই দূরদৃষ্টির জন্তু এই লাভ হয় যে, যখন চতুর্দিকস্থ স্থান হ্রদের ত্রায় হয়, তখন তাহারা প্রহরী গৃহ বা দ্বীপে বাস করে বলিয়া বোধ হয়। অধিকন্তু এই উচ্চ

স্তুপগুলি যদিও একটা অপরের নিকট নির্মিত, তথাপি জল-প্রাবনে তাহাদের ভয় বা শিথিল হওয়া দূরে থাকুক, উহাতে স্তুপগুলি আরও দৃঢ় হয়; বিশেষতঃ উবার শিশিরে এগুলি আরও দৃঢ়তা লাভ করে। কারণ, এই শিশিরে বরফের স্তায় পাতলা অথচ শক্ত আচ্ছাদন হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে নদীর বালির সহিত যে বৃক্ষ-লতাди আনীত হয়, উহাতে ইহাদের তলদেশ আরও দৃঢ় হয়। বহুপূর্বে আইওবাস ভারতীয় পিপীলিকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলিলাম।

ভারতীয় আরিআনাইদিগের দেশে ভূগর্ভের নিম্নে রহস্তপূর্ণ প্রকোষ্ঠ, গুপ্তপথ ও লোক-চকুর অগোচর পথ বিশিষ্ট গহ্বর আছে। এগুলি অত্যন্ত গভীর এবং বহুদূর বিস্তৃত। কি করিয়া এগুলির উৎপত্তি হইল, এবং কি করিয়াই বা এগুলি খনন করা হইল, ভারতবাসীরা তাহাও বলে না। আমিও তাহা জানিবার জ্ঞাত উৎসুক নই। ভারতবাসীরা এই স্থানে ত্রিশ সহস্রেরও অধিক মেঘ, ছাগ, বৃষ ও অশ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পশু আনয়ন করে; এবং যে কেহ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, কিংবা সাবধান সূচক বা ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু শুনিতে পাইয়াছে, কিম্বা অমঙ্গল সূচক কোন পক্ষী দেখিয়াছে, সেই সেই ব্যক্তিই স্বকীয় প্রাণের বিনিময়ে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী, আত্মার রক্ষার জ্ঞাত পশুটাকে নিষ্ক্রম স্বরূপ গহ্বরে নিক্ষেপ করে। বলির পশুগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আনীত হয় না, বা তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগ করা হয় না; কিন্তু বোধ হয় যেন তাহারা কোন আশ্চর্য্য মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়া ইচ্ছানুসারে এই পথে আগমন করে এবং যখনই তাহারা গহ্বরের মুখে পৌছে, তখনই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গহ্বরে লাকাইয়া পড়ে। যখনই তাহারা এই রহস্তপূর্ণ পৃথিবী-মধ্যস্থ গহ্বরে পতিত হয়, অমনি তাহারা চিরদিনের তরে লোক চকু হইতে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু গহ্বরের উপর হইতে বৃষ ও অশ্বের গর্জন এবং মেঘ ও ছাগের

রোদনধ্বনি শ্রুত হয় এবং যদি কেহ গহ্বরের প্রান্তদেশে যাইয়া কর্ণ সংলগ্ন করে, তবে দূর হইতে উপস্থিত রব শুনিতে পার। এই বিষয় রবের কখনও বিরাম নাই, কেন না প্রতিদিনই লোকে নিজস্ব স্বরূপ পশু আনয়ন করে। যে সকল পশু শেষে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, কেবল তাহাদিগেরই ক্রন্দন শুনা যায়, অথবা যাহারা পূর্বে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগেরও রব শুনা যায়, তাহা আমি জানি না—কেবল রব শোনা যায় ইহাই আমি জানি।

পূর্বোক্ত সমুদ্রে তাপ্রোবেণ নামক এক বৃহৎ দ্বীপ আছে। আমি ষতদূর জানিতে পারিলাম, তাহা হইতে বোধ হয় যে এই দ্বীপ বৃহৎ ও পর্বতময়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৭০০০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ৫০০০ ষ্টাডিয়া। যাহা হউক, ইহাতে কোন নগর নাই, কেবল মাত্র ৭৫০ গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ কাষ্ঠ-নির্মিত গৃহে বাস করে, এবং কোন কোন গৃহ নল-নির্মিত।

যে সমুদ্র দ্বীপ বেটন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে এমন বৃহদাকার কচ্ছপ জন্মে যে তাহাদের চাড়া দিয়া গৃহের ছাদ নির্মিত হয়। কারণ, এক একটা চাড়া ১৫ হাত দীর্ঘ হওয়াতে উহার নীচে অনেক লোক দাঁড়াইলে তাহারা অগ্নিতুল্য সূর্য্যোতাপে আশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং এই চাড়া মনোরম ছায়া প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত, ইহা ঠষ্টক অপেক্ষা দৃঢ় হওয়াতে ঝড়বাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং বৃষ্টির জলও গড়াইয়া পড়ে। যাহারা ইহার নীচে বাস করে, তাহারা গৃহের ছাদের উপর বৃষ্টি হইলে যেমন শব্দ হয়, ইহার নীচে থাকিয়াও সেইরূপ শব্দ শুনিতে পার। ঠষ্টক ভগ্ন হইলে যেমন গৃহ পরিবর্তন করিতে হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ করিতে হয় না, কেন না এই চাড়া শক্ত এবং শৃঙ্গগর্ভ পাহাড় ও স্বাভাবিক শৃঙ্গ উচ্চ ছাদের স্থায়।

মহাসাগরস্থিত তাপ্রোবণ দ্বীপে তাল বন আছে। এই দ্বীপে উপবন রক্ষকেরা বেক্রপ ছায়াপ্রদ বৃক্ষগুলি মনোরম স্থান নির্বাচন করিয়া রোপণ করে, তক্রপ এই দ্বীপস্থ তালবৃক্ষগুলিও অত্যাশ্চর্য্য শ্রেণীবদ্ধ-রূপে রোপিত। এই দ্বীপে হস্তীযুথও আছে ; ইহারা সংখ্যায় প্রচুর এবং বিশাল দেহ-বিশিষ্ট। এই দ্বীপের হস্তীগুলি মহাদেশীয় হস্তীগুলি অপেক্ষা বলে, আকারে এবং বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। দ্বীপবাসীরা নৌকায় করিয়া এই হস্তীগুলিকে মহাদেশে প্রেরণ করে। দ্বীপস্থ বনজাত কাষ্ঠ দ্বারা এই উদ্দেশ্যেই এই সকল নৌকা নির্মিত হয় এবং হস্তীগুলিকে কলিঙ্গদেশীয় রাজার নিকট বিক্রয় করা হয়। দ্বীপটি এত বৃহৎ যে, দেশমধ্যস্থ অধিবাসিগণ কখনও সমুদ্র দর্শন করে নাই ; কিন্তু, যদিও তাহারা অপরের নিকট শুনিতে পায় যে, সমুদ্র তাহাদের দেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তজ্জাপি তাহারা মহাদেশবাসীদের দ্বারা জীবন বাগন করে। আবার, যাহারা সমুদ্রতীরে বাস করে, তাহারা হস্তী শিকারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং কেবল জনশ্রুতি হইতেই এই বিষয় অবগত হইতে থাকে। তাহাদের শক্তি কেবল মৎস্ত ও সমুদ্রজ বৃহৎ বৃহৎ জল-জন্তু ধরিতেই নিয়োজিত হয়। কেন না, যে সমুদ্র এই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সেই সমুদ্রে অগণিত মৎস্ত এবং সিংহ, চিতা, ও অন্যান্য বহু পশু, মেঘ প্রভৃতির দ্বারা মস্তক বিশিষ্ট বিশাল জল-জন্তু পাওয়া যায়। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কোন জলজন্তুর আকৃতি সাতীরের দ্বারা। অল্প কতকগুলি জীলোকের দ্বারা, কেবল তাহাদের মস্তকে কেশের পরিবর্তে কণ্টক হুই হয়। অনেকে গম্ভীর ভাবে এরূপও বলিয়া থাকেন যে, এই সাগরে এমন অত্যন্তুত জন্তু পাওয়া যায় যে, সে দেশের চিত্রকরেরা যদি ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া এক কিছুত কিম্বাকার জন্তু সৃষ্টি করিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে, তজ্জাপি তাহারা

প্রকৃত জন্তু চিত্রিত করিতে পারিবে না। ইহাদিগের লাজুল ও দীর্ঘ, দেহ ভাগ কুঞ্চিত, এবং পদের পরিবর্তে নখ বা ডানা আছে। আমি আরও অবগত আছি যে, তাহারা উভচর এবং রাত্রিকালে মাঠে চরিয়া বেড়ায়, কেন না তাহারা পশু ও পক্ষীর ভায় ঘাস ও বীজ ভক্ষণ করে। তাহারা পক্ষীখুর ও অত্যন্ত পছন্দ করে এবং এই জন্তু তাহারা নিজ দীর্ঘ লেজ দ্বারা বৃক্ষ জড়াইয়া একপাশে কল্পিত করিতে থাকে যে, খর্জুরগুলি ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং তাহারা উহা আহ্লাদের সহিত ভোজন করে। তৎপরে, যখন রাত্রি অবসান হইতে থাকে, অথচ দিবালোক যখন স্তম্ভ হইয়া না, উষার আভা ধীরে ধীরে চতুর্দিক আলোকিত করিবার পূর্বেই তাহারা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অদৃশ্য হয়। শোনা যায় যে, এই সমুদ্রে যথেষ্ট তিমিও আছে। কিন্তু, থুনি নামক মৎস্তের প্রত্যাশায় তাহারা যে ভীরুর নিকট আগমন করে, একথা সত্য নহে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ডলফিন দুই জাতীয় ;—এক জাতীয় ডলফিন হিংস্র, ভীক্সদন্তী, ও ধীবরদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয় এবং অশ্রু জাতি নিরীহ, শাস্ত, সন্তুষ্ট চিন্তে সন্তরণ করে এবং কুজুরের ভায়। কেহ আদর করিতে গেলে ইহা পলায়ন করে না এবং খাড়াই প্রদান করিলে আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করে।

সামুদ্রিক শশক, লোম ভিন্ন অশ্রু সকল বিষয়েই স্থলচর শশকের ভায় ; শেযোক্তীর লোম কোমল কিন্তু সামুদ্রিক শশকের লোম কর্কশ ও খাড়া ; স্পর্শ করিলে ক্ষত হয়। ইহারা সমুদ্র-বক্ষে সন্তরণ করে এবং দ্রুত সন্তরণ করিতে পারে। জীবিতাবস্থায় ইহাদিগকে ধৃত করা সহজ ব্যাপার নহে, কারণ, ইহা কখনও জালে আবদ্ধ হয় না এবং ছিপ ও বড়শীর স্পৃহণীয় খাণ্ডের নিকটেও গমন করে না। কিন্তু, যখন ইহা পীড়িত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সন্তরণে অক্ষম হয়, তখন ইহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে এবং তৎক্ষণাৎ গুরুত্ব না করিলে ধৃতকারীর নিশ্চিত মৃত্যু হয়। এমন

কি, যটি ঘারা স্পর্শ করিলেও, তক্ষক স্পর্শ করিলে বেরূপ হয়, তাহারও সেই প্রকার যন্ত্রণা হয়। কিন্তু শুনা যায় যে, এই দ্বীপে মহাসাগরের উপকূলে এক প্রকার শিকড় জন্মে; উহা এই মুচ্ছার ঔষধ। ইহা মুচ্ছিত ব্যক্তির নাসিকাগ্রভাগে ধরিলে সে সংজ্ঞা লাভ করে। এই শশকের এতাদৃশ ক্ষমতা যে এই ঔষধ প্রয়োগ না করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

৫। কসমস্ ইণ্ডিকেপ্লিউস্‌টিস

কসমস্ আলেকজান্দ্রিয়াবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি “খ্রীষ্টিয়ান টপোগ্রাফী” (Christian Topography) নামক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। জীবনের প্রথম ভাগে তিনি বণিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বাণিজ্যব্যপদেশে অনেক দেশে গমন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে, তিনি ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর এবং পারস্তোপসাগরে গমনাগমন করিয়াছিলেন। ‘ইণ্ডিকেপ্লিউস্‌টিস’ নাম দৃষ্টে অনুমান হয় যে, তিনি বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষেও আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। তিনি লঙ্কা ও মালাবার উপকূল সম্বন্ধে ও তদ্দেশীয় বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সঠিক এবং তদ্বৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি স্বয়ং এই সকল দেশে বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কসমসের বর্ণনার বিশেষত্ব এই যে তিনি কেবল সত্য ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন।

কসমস্, প্রথম কয়েক প্যারাগ্রাফে ভারতীয় জন্তু (গণ্ডার, হরিণ, জিরাফ, বজ্রবৃষ, কস্তুরী, ইউনিকর্ণ ও সিঙ্কুঘোটক) সকলের বর্ণনা করিয়া, পরে মরিচ ও নারিকেলের বর্ণনা ও সামুদ্রিক শীল, ডলফিন ও কচ্ছপের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া, অবশেষে লঙ্কাদ্বীপের বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক নহে বলিয়া আমরা লঙ্কাদ্বীপের বর্ণনাই এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

লঙ্কাদ্বীপ

তাপ্রোবেণ ভারতসাগরের মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড দ্বীপ। ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে শৈলদ্বীপ (১) নামে অভিহিত করিয়া থাকে ; কিন্তু, বিখ্যাত

ইহাকে ভাপ্রোবেণ বলিয়া থাকে। এই দ্বীপে হিরাসিহ প্রস্তর (২) পাওয়া যায়। এই দ্বীপ মরিচ-প্রসূ দেশ হইতে দূরে অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে (৩)। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে স্মৃষ্টি জল ও নারিকেল বৃক্ষ আছে। অধিবাসীরা বলে যে, বৃহৎ দ্বীপটী ৩ শত গোড়িয়া (৪) এবং বিস্তারেও ঐরূপ; অর্থাৎ প্রায় নয়শত মাইল। দ্বীপে দুইজন রাজা আছেন এবং উভয়ের যথেষ্ট মনোমালিন্য। এক জনের রাজ্যে হিরাসিহ (৫) পাওয়া যায়; বন্দর ও বাণিজ্য-প্রধানস্থান অপরের রাজ্যভুক্ত। এই শেষোক্ত বাণিজ্য-প্রধান স্থানে সকলে সমবেত হয় (৬)। এই দ্বীপে পারসীক খৃষ্টানগণের একটি গির্জা আছে (৭)। পারস্ত দেশ হইতে নিরোজিত পাদরী এই গির্জায় থাকেন। অধিবাসীরা এবং তাহাদের রাজারা অধার্মিক। দ্বীপে অনেকগুলি মন্দির আছে এবং একটি মন্দিরে অগ্নিবর্ণ উজ্জ্বল হিরাসিহ আছে (৮)। দ্বীপটী

(২) এই প্রস্তর প্রকৃত পক্ষে কি তাহা জানা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিতে চাহেন।

(৩) লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ।

(৪) এক ঘণ্টায় কোন ব্যক্তি যতটুকু স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারে তাহাকে 'গো' (Gaou) বা গোড়িয়া বলে। লক্ষ্যর আকার সম্বন্ধে যে প্রাচীনগণের যথেষ্ট মতভেদ ছিল, তাহা আমরা ঋগবোর বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছি।

(৫) ঐতিহাসিক গিবন বলিয়াছেন যে, যে রাজা এই মূল্যবান প্রস্তরের অধিকারী ছিলেন, তিনি দ্বীপের উত্তরাংশ শাসন করিতেন।

(৬) গিবন এই স্থানকে দ্বিক্রমালী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(৭) সম্ভবতঃ, ইহার অগ্নি-উপাসক ছিলেন (ম্যাক্রিগল)।

(৮) চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াং বলিয়াছেন যে, অনরাজপুরহ এক মন্দিরের শীর্ষদেশে এক খণ্ড হীরকে দিগ্‌মণ্ডল আলোকিত করিত। পর্যটক

সমুদ্রের মধ্যভাগে স্থাপিত বলিয়া ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই এই স্থানে জাহাজ সমবেত হয়। পারস্য ও ইথিওপিয়ায় জাহাজও এই স্থানে আইসে। এই স্থান হইতেই ঐ সকল দেশে জাহাজ রওনা হয়। চীন ও ঐদিকস্থ দেশ হইতে, এই স্থানে রেশম, মুশবর, চন্দন ও অজ্ঞাত পণ্য আমদানী হইয়া মালে ও কালিয়ানায় (৯) রপ্তানি হয়। মালেতে মরিচ, ও কালিয়ানায় তাম্র, শিকুকাষ্ঠ ও সূত্র পাওয়া যায়। এই সকল পণ্য কস্তুরী-প্রস্থ সিদ্ধুদেশেও প্রেরিত হয়। পারস্য এবং আফ্রীতেও (১০) এই সকল পণ্য রপ্তানি হয়। সিদ্ধুদেশ ভারতের সীমান্তে অবস্থিত ; কারণ, যে সিদ্ধুনদ পারস্তোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, উহাই পারস্যকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত বাণিজ্যপ্রধান নগর আছে ; যথা—সিদ্ধু, অর্হোথা (১১), কালিয়ানা, সাইবোর (১২), মালে। মালে নগরীতে পাঁচটি হাট আছে ;—পাতি, ম্যাক্সোথ (১৩), সালোপাটানা, নালোপাটানা, পৌদপাটানা (১৪)। এই পাঁচটি হাট হইতেই মরিচ রপ্তানি হয়। মহাদেশ হইতে ৫ দিন ও ৫ রাত্রির পথে, সমুদ্রমধ্যে শৈলদ্বীপ বা তাপ্রোবেগদ্বীপ। তাপ্রোবেগের অনেক দূরে মহাদেশান্তর্গত মারালো হইতে কড়ি আমদানি হয়। ইহার

মার্কপলোও লিখিয়াছেন যে, সিংহলাধিপতির নিকট একখণ্ড বহুমূল্যবান প্রস্তর ছিল।

(৯) সম্ভবতঃ বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী কল্যাণ।

(১০) বর্তমানে থুলা নামে অভিহিত বন্দর।

(১১) সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্র। গুজরাটের পশ্চিমকূলস্থ কোন বন্দর।

(১২) সম্ভবতঃ, বোম্বাইয়ের ২৩ মাইল দক্ষিণস্থ 'চৌল' নামে অভিহিত বন্দর।

(১৩) বর্তমান মাক্সালোর।

(১৪) পাটন অর্থে নগর বুঝায়। এ স্থানগুলির নির্দেশের সম্ভাবনা নাই।

পরে কাবার, ও সর্বশেষে রেশম উৎপন্নকারী চীন। ইহার পরে আর কোন দেশ নাই—কেবল সমুদ্র।

শৈলদ্বীপ মধ্যস্থলে (১৫) অবস্থিত ও এতদ্দেশে হিয়াসিঙ্ঘ হয় বলিয়া, অশ্বাত্ত বাণিজ্যপ্রধান স্থানের পণ্য এই স্থানেই আমদানী হয় এবং এই স্থান হইতে পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রেরিত হয় এবং সেই জন্তই এস্থানটী অত্যন্ত বাণিজ্যপ্রধান। এক সময়ে আমাদের স্বদেশীয় সোপাটর নামক বণিক্ (যিনি ৩৫ বৎসরে পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন) বাণিজ্যব্যপদেশে তাপ্রোবেগে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে পারস্ত হইতেও এক ধানি জাহাজ ঐ স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল। সোপাটর এবং অশ্বাত্ত আতুলীবাসী ও পারস্তদেশাগত বণিক্গণ সকলেই জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। দেশাচারানুসারে শাসনকর্তা ও শুদ্ধাগারাদ্যক্ষগণ, বণিক্গণকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিলে, রাজা তাঁহাদের নমস্কার গ্রহণ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরে, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনারা যে দেশ হইতে আসিতেছেন, সে দেশের কিরূপ অবস্থা?” তাঁহারা উত্তর করিলেন যে,

(১৫) গ্রন্থকার বলিতেছেন “Sielediba being in a central position” প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য্য “গোলাধ্যায়” গ্রন্থে লিখিয়াছেন

“লঙ্কাকুম্ভে যমকোটরস্তা প্রাক্ পশ্চিমে রোমক পত্তনঞ্চ।

অধঃপতঃ সিদ্ধপুংঃ স্রুমেকঃ সৌম্যোহথদাম্যে বড়বানলঞ্চ ॥

কুব্জ পাদান্তরিতানি তানি স্থানানি বড়ং গোল বিদোবদন্তি ॥”

অর্থাৎ ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে লঙ্কা। তাহার পূর্বে যমকোটি, পশ্চিমে রোমক-পত্তন, অধস্থলে সিদ্ধপুং, উত্তরে স্রুমেক, দক্ষিণে বড়বানল, গোলবিৎ পণ্ডিতগণ এই ছয়টি স্থানকে ভূ-পরিধির পাদান্তরিত অর্থাৎ একচতুর্থাংশ সমান্তরিতরূপে স্থিত বলেন।” “পৃথিবীর ইতিহাস” দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের অবস্থা ভাল। পরে, কথাবার্তার মধ্যে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনাদের উভয় রাজার মধ্যে কোন্ রাজা অধিক পরাক্রমশালী?” পারসীক বণিক্ তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের রাজাই পরাক্রান্ত, ধনবান এবং বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। সোপাটর নীরব থাকাতে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার কি কিছুই বলিবার নাই?” সোপাটর উত্তর করিলেন যে, “পারশুদেশীয় বণিক্ যখন এত কথা বলিয়াছেন তখন তিনি আর কি উত্তর করিবেন?” তবে রাজার যদি প্রকৃত ঘটনা জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে এই স্থানে উভয় দেশীয় রাজাই উপস্থিত আছেন, উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলে কে অধিক পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে।” রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে কি প্রকারে উভয় রাজা থাকিতে পারেন?” সোপাটর তখন উত্তর করিলেন যে, রাজার নিকট উভয় রাজারই মুদ্রা আছে এবং উভয় মুদ্রা পরীক্ষা করিলেই সত্যতা নির্দ্ধারিত হইবে। রাজা উভয় বণিক্কে মুদ্রা প্রদর্শন করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে দেখা গেল যে, রোমক দেশীয় মুদ্রা উজ্জল সূবর্ণের কিন্তু পারশ্বের মুদ্রা রৌপ্য নির্মিত। রাজা সূবর্ণ মুদ্রার দুই দিক দেখিয়া, রোমক মুদ্রার প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন “বস্তুতঃই রোমকগণ পরাক্রান্ত এবং বুদ্ধিমান।” পরে, তিনি সোপাটরকে সম্মান করিয়া তাঁহাকে নিজ হস্তীতে আরোহণ করাইয়া নগর পরিত্রমণ করিলেন (১৬)। এই ঘটনার পারসিক বণিক্ অত্যন্ত লজ্জিত হন।

(১৬) ‘প্রাণিতত্ব’ প্রণেতা প্লিনি বলিয়াছেন যে, লক্ষা হইতে সম্রাট ক্লডিয়াসের নিকট প্রেরিত দৌত্যবাহিনী রোমকমুদ্রা দিনারির প্রশংসা করিয়াছিল।

পূর্বোক্ত বাণিজ্য প্রধান স্থান ব্যতীত উপকূলে ও দেশ মধ্যে আরও অনেক স্থান আছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজাদিগের প্রচুর হস্তী আছে। আরোখা, কালিয়ানা, সিদ্ধ, সিবোর এবং মালের রাজগণের, প্রত্যেকের ৫৬ শত করিয়া হস্তী আছে। কিন্তু, শৈলদ্বীপের রাজার হস্তী ক্রয় করিতে হয়। উচ্চতামুসারে হস্তীর মূল্য ধার্য্য হয়। শৈলদ্বীপের রাজার অশ্ব পারশ্বদেশ হইতে ক্রীত হয় এবং যে সকল বণিকগণ তাঁহার নিকট এই অশ্ব বিক্রয় করে, তাহাদের তিনি শুদ্ধ হইতে অব্যাহতি দেন। মহাদেশের নৃপতিগণ বন হইতে হস্তী ধৃত করিয়া যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রাজাদের সম্মুখে হস্তীরা ক্রীড়া-বুদ্ধ করে।

ফাইসন নদী (১৭) ভারতবর্ষকে হিনদের দেশ হইতে পৃথক রাখিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ভারতবর্ষকে ইউলাট (১৮) নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং উল্লিখিত হইয়াছে যে “ভারতবর্ষে সূবর্ণ পাওয়া যায় এবং ঐ সূবর্ণ উত্তম। তথায় পদ্মরাগ এবং অস্ত্রান্ত্র মণি পাওয়া যায়।”

বর্গের ফাইসন নদীকে কেহ কেহ ভারতবর্ষের গঙ্গা নদী, কেহ সিদ্ধ বলিতে চান। ইহা ভারত সমুদ্রে পড়িয়াছে। ইহাতে নীল নদ-জাত মটর, পদ্ম পুষ্প ও কুম্ভীর পাওয়া যায়। মোটের উপর, নীল নদে বাহা জন্মে, তাহা ইহাড়েও জন্মে।

তাপ্রোবেণেও খৃষ্টানদিগের একটা গির্জা আছে এবং তথায় অনেক বিদ্বাসী বাস করে; কিন্তু অস্ত্রান্ত্র খৃষ্টানগণ বাস করে কিনা তাহা বলিতে

(১৭) গ্রন্থকার ‘ফাইসন’ কে একস্থানে গঙ্গা বলিয়া ও অস্ত্রান্ত্রে সিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৮) “Builat (Havilah:)”

পারি না। মালে ও কালিয়ানায় গির্জা আছে। শেযোক্ত স্থলের বিশপ পারস্তদেশ হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন। ভারতীয় সাগরস্থ ডারস-কোরাইদিস (১৯) নামক অত্যন্তম দ্বীপেও ধর্মযাজকগণ আছেন। সর্ব প্রথমে টলেমিগণ এই দ্বীপে যাজক প্রেরণ করেন। ধর্মযাজকগণ পারস্ত হইতে নিযুক্ত হন। এই দ্বীপে বহুসংখ্যক খৃষ্টান বাস করেন। আমি এই দ্বীপের নিকট দিয়া গমনাগমন করিয়াছিলাম কিন্তু দ্বীপে পদার্পণ করি নাই। কিন্তু, গ্রীক-ভাষাভিজ্ঞ এই দ্বীপস্থ কয়েকজন ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে খৃষ্টধর্মাবলম্বী-দিগের অভাব নাই।

.

৬। বার্দেসানেস

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বাবিলনবাসী বার্দেসানেস নামক এক গ্রন্থকার প্রাচীনভারতের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সিরিয়া দেশে মার্কাস ওরিলিয়াস নামক এক নরপতি ২১৮ হইতে ২২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করা হয়। এই দৌত্যবাহিনীর অধ্যক্ষ দণ্ডনিস বা সন্দনিসের সহিত (Dandanis or Sandanes) মেসোপটেমিয়া দেশে গ্রন্থকার বার্দেসানেসের সাক্ষাৎ হয়। দণ্ডনিসের প্রমুখ্যে ভারতীয় যোগীগণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গ্রন্থকার ঐ বিবরণ তাঁহার পুস্তকে নিবদ্ধ করেন। বার্দেসানেসের পুস্তক এক্ষণে পাওয়া যায় না কিন্তু তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত ষ্টোবেয়স নামক অন্য এক লেখকের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বার্দেসানেস বলিয়াছেন যে, ভারতীয় যোগীগণ (যাঁহারা গ্রীস দেশে ব্রহ্মজ্ঞানবিদ্য বলিয়া আখ্যাত হন) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (১)। ব্রাহ্মণগণ একই পিতামাতার সন্তান; একই বংশীয় এবং তাঁহারা তত্ত্ব-জ্ঞান স্বাক্ষররূপে উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রাপ্ত হন। সকল জাতি হইতেই শ্রমণগণ নির্বাচিত হইতে পারেন, এবং যাহারা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারাই এই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। ব্রাহ্মণগণকে

(১) গ্রন্থকার শ্রমণগণকে ‘শমণ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পালি ভাষার শমণ শব্দ তিনিয়াই তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন।

অত্যন্ত জনসাধারণের দ্বারা রাজকর দিতে হয় না এবং তাঁহারা কোন রাজার প্রজা নহেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে সকল দার্শনিক আছেন, তাঁহারা পর্বতে বাস করেন, কেহ বা গঙ্গাতীরেও থাকেন। পর্বতবাসী ব্রাহ্মণগণ গোছ্ণ, ফল ও মধ্যে মধ্যে শাক ভোজন করেন। এই সকল ফল নদীতীরে পর্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়। যদি কোন সময়ে ফলের অভাব হয়, তবে ইহারা স্বচ্ছন্দ-বনজাত ধাতুর উপর নির্ভর করেন। অল্প খাদ্য ভোজন করা বা মাংস স্পর্শ করা ঘোরতর পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেকেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর আছে এবং ইহারা দিন ও রাত্রির অধিকাংশ সময় প্রার্থনায় ও দেবতার ভজন গাহিয়া অতিবাহিত করেন। ইহারা নির্জন-বাসই অত্যন্ত ভালবাসেন এবং যদি কোন কারণে এক ব্রাহ্মণের অপরের সহিত সাক্ষাৎ বা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হয়, তবে অনেক দিন ধরিয়া নির্জনে বাস করিয়া এবং মৌন থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন।

শমণদিগের সহিত ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট পার্থক্য। যে শমণ শ্রেণীভুক্ত হইতে অভিলাষ করেন, তিনি নগরের বা গ্রামের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া স্বকীয় সম্পত্তিতে স্বস্থ ত্যাগ করেন। পরে, মস্তক মুণ্ডন করিয়া শমণদিগের বাস পরিধান করিয়া তাঁহাদের নিকট গমন করেন; স্ত্রী পুত্র থাকিলে তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ বা তাঁহাদের মুখদর্শনও করেন না এবং তাঁহাদের বিষয় কোনরূপ চিন্তাও করেন না। রাজা তাঁহার পুত্রকন্যাগণের, আত্মীয় স্বজনের ও তাঁহার স্ত্রীর ভরণপোষণ করেন। শমণগণ নগরবহির্ভাগে বাস করেন এবং সকল সময়েই পরমার্থবিজ্ঞার আলোচনা করেন। দেশের রাজা তাঁহাদের অল্প গৃহ ও মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন এবং ঐ গৃহের ও মন্দিরের পরিচারককে রাজা নির্দিষ্ট পরিমাণে আহাৰ্য্য সরবরাহ করেন। মঠের ষষ্ঠাধ্বনি হইলে

গৃহ ও মন্দিরাদি হইতে আগন্তুকগণ বহির্দেশে গমন করেন। তখন শমণগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা করেন। প্রার্থনা শেষ হইলে পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি হয় এবং তখন ভূত্যাগণ প্রত্যেক শমণের সম্মুখস্থ পাঞ্চে ক্ষাত ও ঝাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্ত শাক ও ফল প্রদান করে। শমণগণ একাকী আহার করেন। আহার বত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। শমণগণ বিবাহ করিতে বা সম্পত্তি অর্জন করিতে পারেন না।

অধিবাসীরা ব্রাহ্মণ ও শমণগণকে অত্যন্ত সম্মান করে। দেশের রাজাও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন এবং আপদ বিপদে উদ্ধার পাইবার জন্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা করিবার জন্ত তাঁহাদের অনুরোধ করেন।

শমণ ও ব্রাহ্মণগণ মৃত্যুকে ভয় করা দূরে থাকুক, সাগ্রহে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। সুস্থ শরীরেও কোন কোন শমণ বা ব্রাহ্মণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া সকলকে আহ্বান করেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে নিরস্ত করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে আরও উৎসাহিত করে, এবং তাহাদের পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের নিকট তাঁহাদের মুখে সংবাদ প্রেরণ করে। ইহাদের বিশ্বাস দেহ ত্যাগের পর একজনের আত্মার সহিত অপরের আত্মার মিলন হয়। মৃত আত্মীয় স্বজনের নিকট যে যে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে, সকল বন্ধু-বান্ধব তাহা জ্ঞাপন করিলে, তিনি অগ্নি-কুণ্ডে দেহ নিক্ষেপ করেন এবং অন্ত্যস্ত শমণগণ কুণ্ডের চতুর্দিকে ভজন গান করিতে থাকেন।

বার্দেরানেস বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মৃত্যু অত্যন্ত সুখকর বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যিনি এইরূপ অবিনশ্বর্য লাভ করেন, তাঁহাকে

সকলেই স্তম্ভী বলিয়া মনে করে। বার্দেরসানেস এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিয়াছেন “সকলেই যদি এইরূপে দেহত্যাগ করে, তবে এ পৃথিবীর কি দশা হইবে ?”

.

৭। পরফাইরিয়স

বার্দেরসানেস ভারতীয় দার্শনিক সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু, বার্দেরসানেসের পুস্তকের কতকাংশ পরফাইরি নামক গ্রন্থকার তাঁহার “মাংসাহারে নিম্পৃহতা” নামক পুস্তকে উদ্ধৃত করাতে ঐ অংশ বিশেষ রহিয়া গিয়াছে। পরফাইরি, সম্ভবতঃ বাটানিয়া বা বাসানের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্বান বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসাচরণ করিয়া রিপুবশীকরণের জন্য তিনি স্বীয় গ্রন্থে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই জন্য পরফাইরি ভারতীয় দার্শনিকগণকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। পরফাইরি ২৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং ৩০৫ কি ৩০৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

আমরা পূর্বে এক সুবিখ্যাত বৈদেশিক জাতির উল্লেখ করিয়াছি। এই জাতি ঈশ্বর ভক্ত ও ধর্মপ্রাণতার জন্য খ্যাত। আমরা এক্ষণে তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিব।

ভারতবর্ষে জাতিগণ কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে ঋষিগণ প্রথম শ্রেণী-ভুক্ত। গ্রীসদেশবাসিগণ ইহাদিগকে দার্শনিক নামে অভিহিত করে। ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ ও শমণ (১)।

(১) ইনিও বার্দেরসানেসের পথানুসরণ করিয়া শ্রমণগণকে শমণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণই প্রধান এবং তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান তাঁহারা রাজকরূপে বংশাশ্রমিক প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, শয়নগণ নির্বাকিত হইয়া থাকেন এবং ঐহিক তত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক, কেবল তাঁহারা এই শ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারেন। বাবিলনবাসী বার্দেসানেস তাঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে সকল ভারতবাসী দামিসের অধীনে সম্রাটের নিকট দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেই বার্দেসানেস এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ একই পিতা ও একই মাতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। পক্ষান্তরে, শয়নগণ, অগ্র জাতীয় এবং ভারতবর্ষীয় সকল শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হন। ব্রাহ্মণগণ রাজার প্রজা নহেন এবং অগ্রজ প্রজার স্নান তাঁহাদিগকে কর দিতে হয় না। এই সকল দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ পর্বতে বাস করেন, কেহ কেহ গঙ্গাতীরেও বাস করেন। পর্বতবাসী ব্রাহ্মণগণ ফল ও গোহৃদ্ধ পানে জীবন ধারণ করেন। গঙ্গাতীরবর্তী ব্রাহ্মণগণ নদীতীরজাত ফল-ভোজনে জীবন রক্ষা করেন। এই সকল ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বস্তুতঃ, এই দেশে যথেষ্ট ফল ও প্রচুর চাউল উৎপন্ন হয় এবং ফলের অভাব হইলে অধিবাসিগণ চাউল ভক্ষণ করে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অগ্র কোন দ্রব্য আহার বা মাংস স্পর্শ করা দুষণীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভক্তি সহকারে দেবতাকে পূজা করিবার উপদেশ দেন। প্রত্যেকেই এক একটা কুটীর আছে এবং এই সকল কুটীরে প্রত্যেকে আপন ইচ্ছানুযায়ী সময়াতিপাত করেন। তাঁহারা দিবারাত্র স্তোত্র ইত্যাদি পাঠে ও প্রার্থনায় সময়াতিপাত করেন। ব্রাহ্মণগণ সুমাজে থাকিতে ও অধিক বাক্য-ব্যয় পছন্দ করেন না এবং কোন কারণে কোন ব্রাহ্মণ অধিক বাক্যব্যয় করিলে, তিনি নিজ কুটীরে ঘাইয়া অনেক দিন ধরিয়া মৌনাবলম্বন করেন ও উপবাসী থাকেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শমণগণ বিভিন্ন শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হন এবং কেহ শমণ-শ্রেণীভুক্ত হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে, তিনি নগরের বা গ্রামের শাসনকর্তার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সর্বস্ব পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কেশ মুণ্ডন করা হয় এবং তিনি শমণের বেশ ধারণ করিয়া ও নিজ স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া শমণগণের সহিত বাস করিতে থাকেন। এমন কি, তিনি নিজ স্ত্রী-পুত্রের বিষয় চিন্তাও করেন না। রাজাই তাঁহার পুত্র কন্যার লালন পালন এবং তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করেন। শমণগণ নগর-বহির্ভাগে বাস করেন এবং ধর্ম্মের আলোচনায় দিবারাত্র অতিবাহিত করেন। রাজাই তাঁহাদের গৃহ ও মন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণ করেন এবং তাঁহাদের আহারের ব্যয় নির্বাহ করেন। ষণ্টাধ্বনি হইলে মঠ হইতে অপর সকলে নিষ্ক্রান্ত হন এবং শমণগণ মঠে প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা শেষ হইলে দ্বিতীয়বার ষণ্টাধ্বনি হয় এবং তখন ভৃত্যগণ প্রত্যেক শমণের জন্য এক একখানি পাত্র আনয়ন করে। শমণগণ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আহার করেন এবং প্রত্যেক পাত্রেই অন্ন থাকে। কিন্তু, কেহ অন্ন ব্যতীত আর কিছু আহারের অভিলাষ প্রকাশ করিলে তাঁহাকে শাক বা ফল প্রদান করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হইলেই, তাঁহারা নিজ নিজ কার্যে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহারা বিবাহ করিতে বা সম্পত্তি অর্জন করিতে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণদিগকে এবং শমণগণকে অত্থের কথা দূরে থাকুক, রাজাও এরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন যে, বিপদের সময় রাজা স্বয়ং তাঁহাদের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বিপদমুক্ত করিবার জন্য অমুরোধ করেন।

মৃত্যুসম্বন্ধে তাঁহাদের এরূপ ধারণা যে, তাঁহারা অনিচ্ছাসহকারে জীবন ধারণ করেন এবং শরীর হইতে আত্মার শীঘ্র মুক্তির চেষ্টা করেন।

অনেক সময় স্নস্ত শরীরে বা বিপদগ্রস্ত না হইয়াও তাঁহারা আত্মহত্যা করেন । তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধুবর্গকে নিজ অভিলাষ জ্ঞাত করেন কিন্তু কেহই প্রতিবন্ধক ঘটায় না । পক্ষান্তরে, সকলেই এ সংবাদে স্মৃথী হন এবং নিজ মৃত আত্মীয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন । কেন না, তাঁহারা মনে করেন যে, মৃতের মধ্যে কথোপকথন হয় । যাহার যাহা কিছু বলিবার থাকে, তাহা শুনিয়া তাঁহারা চিত্তারোহণ করেন । তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জ্ঞাত কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন না । বরং নিজেরা এ প্রকারে দেহত্যাগ করিতে পারেন নাই, এই মনে করিয়া ক্রন্দন করেন ।

.

৮। জোহনেস্‌ স্টোবেয়স

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, স্টোবেয়সের গ্রন্থে বার্দেসানেসের বৃত্তান্তের কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়। কিন্তু স্টোবেয়সের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; এমন কি তিনি কোন দেশবাসী বা কোন সময়ের লোক তাহারও কোন নির্দেশ নাই। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টান ছিলেন। স্টোবেয়স তাঁহার পুস্তকে অনেক গ্রীক দেশীয় গ্রন্থকারগণের পুস্তকের সার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সকল পুস্তক হইতে তিনি এই সকল সার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেক পুস্তক এক্ষণে পাওয়া যায় না। এই জ্ঞাত স্টোবেয়স আমাদের প্রভূত উপকার সাধিত করিয়াছেন বলিতে হইবে। স্টোবেয়স বার্দেসানেস হইতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে পরীক্ষা হ্রদ (Lake of Probation) বলিয়া একটা হ্রদ আছে। স্বীয় দোষ অস্বীকার করিলেই অপরাধীকে এই পরীক্ষা দিতে হয়। ব্রাহ্মগণ নিম্নলিখিত প্রকারে অপরাধীকে পরীক্ষা করেন। অপরাধীকে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে এই পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত কিনা; যদি সে অস্বীকার করে তবে তাহাকে দোষী বিবেচনা করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু, যদি সে পরীক্ষা দিতে স্বীকৃত হয়, তবে তাহাকে ও তাহার অভিযোগকারিগণকে এই হ্রদের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। অপরাধীর সহিত অভিযোগকারিগণকেও এই পরীক্ষা দিতে হয়, কেননা তাহা হইলে কেহই ছলনা পূর্বক বা মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে না। যদি অপরাধী নির্দোষ হয়, তবে এই হ্রদের একদিক হইতে অগ্নিদিকে বাইবার সময় জল হাঁটুর উপরে উঠে না। কিন্তু, দোষী হইলে অধিকদূর

যাইতে না যাইতে সে জলে নিমজ্জিত হয়। শেষোক্ত অবস্থায় ব্রাহ্মণগণ তাহাকে জল হইতে আনয়ন করিয়া অভিযোগকারিগণের হস্তে অর্পণ করেন। উহারা মৃত্যুব্যতীত অন্য যে কোন দণ্ড বিধান করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সচরাচর ঘটে না, কেন না এই পরীক্ষার আশঙ্কায় কেহ নিজ দোষ অস্বীকার করিতে সাহসী হয় না।

স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের জন্ত ভারতবাসীদিগের এই প্রকারে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকার অপরাধের বিচারের জন্ত অন্য প্রকার ব্যবস্থাও আছে। এক্ষণ স্থলে নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বন করা হয়।

উচ্চ পর্বত মধ্যে একটা স্বাভাবিক গুহা আছে। ঐ গুহার ১০।১২ হাত একটা প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তির দক্ষিণার্দ্ধ পুরুষের তায়, বামার্দ্ধ স্ত্রীলোকের তায় (১)। উভয়ার্দ্ধই একত্র সংযোজিত। ঐ মূর্ত্তির বক্ষের দক্ষিণাংশে সূর্য্য ও বামার্দ্ধে চন্দ্র খোদিত ; হস্তে দেবদূত, এবং অন্য স্থানে আকাশ, পর্বত, সাগর, নদী, তারকা, পশু, পক্ষী অর্থাৎ সকল প্রকার চেতন ও অচেতন মূর্ত্তি খোদিত। ভারতবাসীরা বলে যে সৃষ্টিকর্ত্তা যে যে দ্রব্য সৃজন করিয়াছেন তাহাদের বর্ণনার জন্ত ইহা তাঁহার পুত্রকে দান করেন। কি কি উপাদানে এই মূর্ত্তি নির্মিত তাহা কেহই বলিতে পারে না। তবে ইহা স্নবর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, প্রস্তর অথবা মনুষ্যেরজাত কোন দ্রব্য দ্বারা নির্মিত হয় নাই। যদিও ইহা কাষ্ঠ নির্মিত নহে তথাপি ইহা দেখিতে কাষ্ঠের তায় কিন্তু ইহাতে ঘৃণ ধরে না। প্রকাশ এইরূপ যে, ভারতবর্ষীয় কোন রাজা এই মূর্ত্তির গলদেশের লোম উৎপাটনের চেষ্টা করিতে এস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। রাজা এই দৃশ্যে ভীত হইয়া মূচ্ছিত হইয়া

পড়েন এবং ব্রাহ্মণদিগের সহস্র প্রার্থনা সম্বন্ধে আর চেতনা লাভ করেন নাই। এই মূর্তির মস্তকোপরি সিংহাসনোপবিষ্ট-দেবতার মূর্তি। গ্রীষ্মকালে মূর্তির শরীর হইতে এত শ্বেদ নির্গত হয় যে, ব্রাহ্মণগণ ব্যজন না করিলে ঐ শ্বেদে তলদেশ ভিজিয়া যাইত (২)। গহ্বরভাস্তুরে মূর্তির পশ্চাতে একটি অন্ধকার-ময় পথ আছে এবং উহার শেষ দিকে একটি দ্বার আছে। এই দ্বার দিয়া জল নির্গত হইয়া হ্রদ হইয়াছে। যাহারা নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইতে চাহে, তাহাদের এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। তাহাদের দেখিয়া দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং তাহারা উহার মধ্যে দর্পণের ত্রায় স্বচ্ছ জলরাশি দেখিতে পায়। ঐ দ্বার দিয়া অপরাধী প্রবেশের চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য হয় এবং দোষ স্বীকারে বাধ্য হয়। তাহারা উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করে ও অপরকে তাহাদের জন্ত প্রার্থনা করিতে বলে।

সান্দেনাস ও তাঁহার সহচরগণ এক নির্দিষ্ট দিবসে এই স্থানে ব্রাহ্মণ-গণকে সমবেত হইতে দেখিয়াছিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ এই স্থানেই জীবনাতিপাত করেন; কেহ কেহ গ্রীষ্ম ও হৈমন্তে যখন প্রচুর ফল জন্মে তখন এই মূর্তি দেখিতে ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে এবং ঐ দ্বার দিয়া গতায়ত করিতে পারেন কি না পরীক্ষার জন্ত তথায় সমবেত হন, এবং তাঁহারা মূর্তিগুলি পরীক্ষা করেন।

(২) বর্তমানেও সংবাদপত্রে দেবমূর্তির গাত্র হইতে শ্বেদ নির্গত হওয়ার কথা দেখা যায়।

৯। ডায়ন খ্রিসস্টম

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে মিসিয়া দেশান্তর্গত ফ্রসানগরে ডায়ন খ্রিসস্টম নামক এক বাগ্মী জন্মগ্রহণ করেন। ডায়নকে তৎদেশবাসী ব্যক্তিগণ তাঁহার বাগ্মীতার জন্য “স্বর্ণমুখ” উপাধিতে ভূষিত করে। কিছুদিন পরে ডায়ন রোমে গমন করেন কিন্তু সেই সময়ে রোমক-সম্রাট ডমিসিয়ান বাগ্মী ও দার্শনিক-গণকে রোম হইতে বিতাড়িত করিলে, ডায়ন ভিক্ষুকের বেশে, থ্রেস, মিসিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের অধিবাসিগণ তাঁহার বাগ্মীতায় পবিত্র হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিত। সম্রাট ডমিসিয়ানের মৃত্যুর পর তিনি রোমে প্রত্যাগমন করেন এবং পরবর্তী রোমক সম্রাট নার্স ও ট্রোজান তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। ১১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার ৮০টা বক্তৃতা এখনও পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে সম্যকরূপে প্রণিধান করা যায় যে, তিনি দার্শনিক ও বাগ্মীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান পাইবার উপযুক্ত। ডায়ন প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্মে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীরা সর্বাপেক্ষা সুখী। তাহাদের দেশের নদী অপর দেশের নদীর ত্রায় কেবল জলপূর্ণা নহে। কোন নদী শুষ্ক মত্তপূর্ণ, কোনটা মধু, কোনটা বা তৈলপূর্ণ। বস্তুতঃ এই সকল নদীর উৎস পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ পর্বতে স্থাপিত। এই জন্য ডায়ন বলিয়াছেন যে, সুখ ও শান্তিতে অত্যাশ্রিত জাতি ও ভারতবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। বৃক্ষ হইতে ফল ও কাষ্ঠ আহরণ করিয়া, বৎসকে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া, মধুমক্ষিকাকে তাহার মধুচক্র হইতে বিতাড়িত করিয়া,—এই সকল অশ্রায় ও অপকৃষ্ট উপায়ে অন্যান্য দেশের লোককে এই

দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয় ; কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারত-বর্ষের নদী সকল এক মাস রাজাদের জন্ত প্রবাহিত হয় ; রাজা সেই মাসে নিজকর সংগ্রহ করেন। বৎসরের অন্ত্যান্ত মাসে উহারা সাধারণের জন্ত প্রবাহিত হয়। এই জন্ত প্রকৃতি-পুঞ্জ তাহাদের পুত্র কলত্র সমভি-ব্যাহারে নদীর উৎস বা তটদেশে আমোদ প্রমোদে কাল অতিবাহিত করে। তাহাদের দেশে যেন অবিরামই উৎসব। নদীতে বিকশিত-পদ্ম শোভা পাইতেছে। এই সকল পদ্ম অন্ত্যান্ত দেশের পদ্মাপেক্ষা উত্তম। এতদেশে প্রচুর পরিমাণে তিল জন্মে। গম ও যব অপেক্ষা সুস্বাদু অল্প এক প্রকার বীজও উৎপন্ন হয়। এই বীজ গোলাপের পাবড়ির ছায় এক প্রকার পাবড়ির মধ্যে জন্মে কিন্তু এই সকল পাবড়ি গোলাপের পাবড়ি অপেক্ষা বৃহৎ ও সুগন্ধিযুক্ত। অধিবাসীরা এই লতার ফল ও মূল উভয়ই ভক্ষণ করে। এই লতা উৎপন্ন করিতে কোন প্রকার কষ্ট করিতে হয় না। নদী হইতে জল নির্গমের অনেক প্রণালী আছে। এই সকল প্রণালী অধিবাসিগণের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত করা হয় এবং নল দ্বারা এই জল সরবরাহ করা হয়। স্নানের জন্ত দুই প্রকার জলাশয় আছে। এক প্রকারের জল উষ্ণ ও রৌপ্যের ছায় স্বচ্ছ ; অল্প জলাশয়ের জল গভীরতা ও শীতলতার জন্ত ঘন-নীলাভ। এই সকল জলাশয়ে সৌন্দর্য্যের আদর্শ জ্বীলোক ও বালকবালিকাগণ সন্তরণ করে। স্নানান্তে তাহারা তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে যাইয়া আহ্লাদে গান করে। এই সকল প্রান্তর দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং পুষ্পাকীর্ণ। ইহাতে ফলবান বৃক্ষ ছায়াদান করিয়া লোকের মনে তৃপ্তি সাধন করে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে নানাপ্রকার পক্ষী আছে। কাকলিতে তাহাদের বাসস্থান পর্বত সমূহ মুখরিত। কোন কোন পক্ষী বৃক্ষোপরি বসিয়া এমন সুমিষ্ট কুঞ্জন করে যে, উহা অন্ত্যান্ত দেশের বাস্তবধনি অপেক্ষা শ্রুতি মধুর।

ভারতবর্ষের বাতাস মুহু মুহু প্রবাহিত হয়। ঋতু নাতিশীতোষ্ণ, আকাশ মেঘ হীন এবং অত্যন্ত দেশাপেক্ষা অধিক তারকা সমাধীর্ণ। অধিবাসীরা চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে না; কিন্তু যত দিন জীবন ধারণ করে, ততদিনই তাহারা সুস্থদেহে কালি যাপন করে।

ভারতবর্ষে সুখ-ভোগের সীমা নাই; কিন্তু, তত্রাপি ব্রাহ্মণ নামক এক প্রকার মনুষ্য আছে, যাহারা এই সকল নদী ও আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে বাস করে। তাহারা দর্শনের আলোচনায় এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক নানা-প্রকার ক্লেশকর প্রক্রিয়াসম্বন্ধে হইয়া জীবন যাপন করে। পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণগণ সত্যের উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহারা একবার এই উৎসের আশ্বাদন পায়, তাহারা আর কিছুতেই এই স্থান পরিত্যাগ করে না।

ডায়ন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যাহারা ভারতবর্ষ হইতে ঐ দেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত বর্ণনার উপরেই এগুলি লিখিত। ডায়ন বলিয়াছেন যে, ভারত-বাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। তাহারা শৃগাল অপেক্ষা বৃহৎ এক প্রকার পিপীলিকা হইতে স্তবর্ণ সংগ্রহ করে।

ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ঈশ্বর-ভক্ত। হোমরের পণ্ডাও ভারতবাসীরা অমুবাদ করিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা অত্যন্ত জ্ঞাতি অপেক্ষা অধিক ধারণা করিতে পারে।

১০। কালিসথিনিস

পুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলের আত্মীয় কালিসথিনিস্ আলেকজান্দারের সহিত তাঁহার অভিযানের সহগামী হয়েন। কিন্তু, আলেকজান্দার পারশ্বদেশীয় আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলে কালিসথিনিস্ আলেকজান্দারের নিন্দা করিয়া তাঁহার বিরাগ ভাজন হন। পরে, কালিসথিনিস্কে রাজকীয় বালকভৃত্যের বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট বলিয়া আলেকজান্দার তাঁহার মৃত্যুর আদেশ দেন। এই আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হইয়াছিল।

আমরা যে গ্রন্থ হইতে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা কালিসথিনিস্-লিখিত বলিয়া জনসমাজে প্রচলিত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে উহা কালিসথিনিসের রচিত নহে। ঐ গ্রন্থ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত; তৃতীয় খণ্ডেই আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানের বৃত্তান্ত আছে।

গঙ্গা স্বর্গ হইতে উথিতা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে। আমি এই যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি, ইহা এক জন থিব্‌স্ দেশীয় লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত। এই ব্যক্তি ভারতবর্ষ দেখিতে অভিলাষী হইয়া এক বৃদ্ধের সহযাত্রী হইয়া প্রথমতঃ আতুলি ও পরে অক্সোমিতে উপস্থিত হয়। শোষোক্ত স্থানে এক জন ক্ষুদ্র ভারতীয় নরপতি রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া এবং অনেক লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া তিনি তাপ্রোবেণ দ্বীপ দেখিতে অভিলাষী হন। এই দ্বীপের অধিবাসীদের ১৫০ বৎসর পরমায়ু। দ্বীপের জল বায়ু অত্যন্ত সুন্দর। এই দ্বীপে ভারতবর্ষের মহারাজা বাস করেন। দেশের অগ্রাঙ্ক

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণ ইহারই অধীনস্থ এবং ইহারই শাসনকর্তারূপে দেশ শাসন করেন। এই দ্বীপের সন্নিকটে ইরিথ্রিয়ান সাগর-মধ্যস্থ অজ্ঞাত সহস্র সহস্র দ্বীপ। এই সকল দ্বীপে চুষ্ক প্রান্তর থাকিতে যে সকল জাহাজে লৌহ-শ্রেণী আছে তাহারা এই সকল দ্বীপে পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু, কাষ্ঠের শ্রেণী-সমন্বিত নৌকা থাকিলে কোন অসুবিধা হয় না।

এই দ্বীপে জলযান-গমনোপযোগী পাঁচটি বৃহৎ নদী আছে। এই প্রদেশস্থ বৃক্ষ সকল বৎসরে বার মাস ফলপূর্ণ থাকে। একটা ডালে যখন ফল হয়, অল্পটর ডালে তখন অপক ফল থাকে ও তৃতীয় ডালে সুপক ফল হয়। দেশে তাল ও সুপারিবৃক্ষও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ফলগুলি অত্যন্ত বৃহৎ। অধিবাসীরা তাল, দুগ্ধ ও ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। দেশে কার্পাস জন্মে না এবং সেই জন্য অধিবাসিগণ কার্পাস-সমন্বিত মেঘ-জাত লোম-নির্মিত বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করে। মেঘগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। তাহাদের লাঙ্গুল দীর্ঘ। অধিবাসীরা মেঘের মাংস ভক্ষণ করে কিন্তু শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না। ভারতবর্ষ অত্যধিক উষ্ণ বলিয়া তথায় শূকর পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করিলেই ব্রাহ্মণ জাতি ভুক্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী এই জাতিতে প্রবেশ করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ ডলঙ্গ হইয়া নদীতীরে বাস করে। ইহাদের পালিত পশু নাই এবং ইহারা কৰ্ষণ করে না। ইহাদের গৃহ নাই; মস্তপান বা রুটী আহার করে না। যন্ত্রাদি ব্যবহার বা সুখোৎপাদনকারী কোন-রূপ পরিশ্রম করে না। ইহারা ভগবন্তুক্ত; অনবরত প্রার্থনা করে। প্রার্থনা কালীন পূর্বাভিমুখীন না হইয়া ইহারা স্বর্গের দিকে চাহিয়া থাকে। স্বচ্ছন্দে বনজাত ফলে ইহারা জীবন ধারণ করে এবং নদীর জলে তৃষ্ণা শাস্তি করিয়া বৃক্ষপত্র শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। তাহাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ পাওয়া যায়। ভূমি উর্বরা এবং সেজন্ত মনুষ্যের জীবন

ধারণোপযোগী ফলের অভাব নাই। পুরুষগণ সমুদ্রের ধারে গঙ্গাতীরে বাস করে, ও স্ত্রীলোকগণ অপর পারে বাস করে। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে পুরুষগণ নদী পার হইয়া নিজ নিজ পত্নীগণের নিকট গমন করে। এই দুইমাস শীতকাল। নিজ নিজ স্ত্রীদিগের সহিত ৪০ দিবস অতিবাহিত করিয়া পুনরায় নদীপার হয়। পত্নী দুইবার সন্তান প্রসব করিলে আর ইহারা স্ত্রী-সহবাস করে না। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে স্বামী পাঁচ বৎসর স্ত্রী-সহবাস করে। যদি তাহাতেও সন্তান উৎপাদিত না হয়, তবে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। এজন্ত এই জাতি বৃদ্ধি পায় না।

অডণ্টাটাইরেনস নামক ভীষণ জন্তুর জন্তু নদী পার হওয়া দুঃসাধ্য। এই জন্তু অত্যন্ত বৃহদাকার। ইহা অনায়াসে জলহস্তী গ্রাস করিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যখন নদী পার হইয়া অপর পারে যায়, তখন এই জন্তু দৃষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত তথায় বৃহৎ বৃহৎ সর্পও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সর্প ৭০ হাত দীর্ঘ। আমি একটীর চর্ম দেখিয়াছি; ইহার বিস্তৃতি ৫ হাত। পিপীলিকা এবং এক হস্ত দীর্ঘ বৃশ্চিক ত আছেই। এই জন্তু এতদেশে ভ্রমণ অত্যন্ত বিপজ্জনক। বৃহৎ বৃহৎ হস্তীযুগও পাওয়া যায়।

১১। ক্রিমেন্স

ক্রিমেন্স নামক আথেলবাসী গ্রন্থকার খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রিমেন্স গ্রীস, ইটালী, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং মিশর দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত দেশ ভ্রমণকালে তিনি দার্শনিক পার্গিনাগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'থ্রোমেটিস' নামক গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণ জীবন্ত কোন দ্রব্য আহার বা মণ্ডপান করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দৈনিক, কেহবা ৩ দিবস অন্তর আহার গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণেরা মৃত্যুর ভয় করেন না এবং তাঁহাদের জীবনে স্পৃহা নাই। তাঁহারা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণের পূজা করেন। ব্রাহ্মণগণ উলঙ্গাবস্থায় জীবনাতিপাত করেন। ইহারা সত্যধর্ম আচরণ করেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেন ও স্তূপের মধ্যস্থিত দেবতাকে পূজা করেন। দার্শনিক ও শ্রমণগণ স্ত্রীলোক স্পর্শ করেন না। ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী, এবং আকাশমার্গস্থ নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ করেন।

১২। ওরিজেন

যে সকল খৃষ্টীয় গ্রন্থকার খৃষ্টধর্ম প্রচারের অনতিবিলম্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ওরিজেন তন্মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। খ্রিস্টাব্দ ১৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে লেখনী ধারণ করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। সেজগত তাঁহাকে যথেষ্ট নির্ধ্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। ২৫৩ খৃষ্টাব্দে ওরিজেন দেহত্যাগ করেন। ইহার “হেল্পনা” গ্রন্থে ভারতীয় দার্শনিকগণের কথা উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষে দার্শনিকগণের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ কতিপয় শব্দ ব্যবহার করেন।

১৩। সেন্ট জিরোমি

৩৪০ খৃষ্টাব্দে ডালমেসিয়া প্রদেশে হিরোনিমাস জন্ম গ্রহণ করেন। পরে ইনি সেন্ট জিরোমি নামে আখ্যাত হইলেন। রোমেই ইহার শিক্ষাপ্রাপ্তি হইয়া ছিল। কিন্তু, ইনি ট্রেভেস, আন্টিয়ক, ক্যালচিস, কনষ্টান্টিনোপল এবং বেথলেম নগরেও বাস করিয়াছিলেন। জীবনের মধ্যাহ্নকালেই ইহার খ্যাতি নীর্বহান অধিকার করিয়াছিল। বিজ্ঞায় এবং বাগ্মীতায় জিরোমি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ইনি এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা কেবল বৃক্ষের ফল বা জনসাধারণের দত্ত চাউল বা ময়দা আহার করেন। দেশের রাজা ইহাদের নিকট আসিয়া ইহাদের পূজা করেন এবং ইহাদের প্রার্থনার উপর রাজ্যের শান্তি নির্ভর করে।

ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রচলিত প্রবাদ এই যে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্তক বুদ্ধদেব (১) কুমারীর পার্শ্বদেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪। আর্কিলেয়স্

মেসোপটেমিয়ার অস্তর্গত কারার বিশপ আর্কিলেয়স্, টেরিবিনথাস (১) নামক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, টেরিবিনথাস নিজেকে দ্বিতীয় বুদ্ধ বলিয়া এবং এক কুমারীর পার্শ্বদেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ প্রচার করিয়াছেন। তিনি ইহাও প্রকাশ করেন যে, তিনি পর্ব্বতোপরি দেব-দূত কর্তৃক লালিত পালিত হইয়াছেন।

(১) জিরোমি মনে করিতেন যে, বুদ্ধদেবই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্তক।

(১) টেরিবিনথাসের শিক্ষক সিথিয়ানাস, পালেস্টাইনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতেন। তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়াই ভারতীয় দর্শন শিক্ষা করেন।

১৫। কেড্রনস্

কেড্রনস নামক খ্রীস্টদেলীয় এক সন্ন্যাসী (monk) “সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” “(Synopsis of History)” নামক এক গ্রন্থ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে ১০৫৭ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক জ্ঞান বা বিচারশক্তি কিছুই প্রশংসা করা যায় না।

সম্রাট কনষ্টান্টাইনের রাজত্বকালে মেট্রডরস নামক এক পারসীক দর্শন-শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করেন। সন্ন্যাসীর জ্ঞান কালাতিপাত করিয়া তিনি তাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণতার জন্ত ইনি ব্রাহ্মণদিগের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া তাঁহাদের মন্দিরের নিভৃত স্থান সমূহে প্রবেশ করিয়া ধনরত্নাদি অপহরণ করিয়া ছিলেন। তিনি ভারতীয় রাজার নিকট হইতেও সম্রাটের জন্ত নানা প্রকার উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গুলি তিনি নিজের বলিয়া সম্রাটকে প্রদান করিয়াছিলেন।

১৬। রুফিনাস্

রুফিনাস্ সেন্ট জিরোমির সমসাময়িক ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্ত তাঁহার সখ্যতাও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেন্ট জেরোমি ওরিজেনকে নাস্তিক বলিয়া বিবেচনা করাতে, রুফিনাস্ ওরিজেনের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এই জন্ত বহু-বিচ্ছেদ ঘটে। রুফিনাস্ অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত মেট্রোডরসের সম্বন্ধে রুফিনাস্ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় নগর এবং পৃথিবীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্ত তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

১৭। হিরোক্লিস

কারিয়া প্রদেশান্তর্গত হিলারিমা নগরবাসী হিরোক্লিস “ইকনমিকাস” গ্রন্থ-রচয়িতা বলিয়া প্রকাশ।

অতঃপর আমি ব্রাহ্মণ জাতি দেখিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। ব্রাহ্মণ-গণ দার্শনিক; ইহারা দেবতাদিগের প্রিয় পাত্র এবং সূর্য্যোপাসক। ইহারা নিরামিষাণী; উদ্যুক্ত আকাশতলে বাস করেন এবং সত্যকে সম্মান করেন। ইহারা প্রস্তরের স্তূপ হইতে পরিধেয় বসন প্রস্তুত করিয়া পরিধান করেন; এই জন্ত এই সকল বস্ত্র অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় না এবং জলেও

পরিষ্কৃত হয় না। অপরিষ্কার হইলে তাঁহারা তাঁহাদের বস্ত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন এবং এই প্রকারে পুনরায় ইহা শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়।

হিরোক্লিস পরে “চিলিয়াড” নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—পরে আমি এক গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উপস্থিত হই। এই মরুভূমিতে আমি গৃহ শূন্য উলঙ্গবাস্তি দেখিতে পাই। অনেকে নিজ নিজ কর্ণ দ্বারা নিজ নিজ শরীর (১) সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা করিতেছে এবং অবশিষ্ট সকলে পদদ্বয় উদ্ধাভিমুখী করিয়া রহিয়াছে। ষ্ট্রাবোও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এতদ্ব্যতীত ষ্ট্রাবো মস্তকবিহীন, দশমুণ্ড এবং চারিটা হস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু, আমি উহা দেখি নাই।

১৮। ডাইওনিসিয়স

এই গ্রন্থকারের বিষয় বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বটপদী শ্লোকে “ভূ-প্রদক্ষিণ” নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বশস্থী হইয়াছেন। গ্রন্থে শ্লোকের সংখ্যা ১১৮৭ ; তন্মধ্যে ৮৫টি ভারতবর্ষের বিবরণ সম্বন্ধীয়।

সিন্ধু নদ ককেসাস পর্বত হইতে বহির্গত হইয়া ইরিথ্রিয়ান সাগরে মিলিত হইয়াছে। নদীর দুইটি মুখে এবং মুখ-মধ্যস্থ দ্বীপকে অধিবাসীরা পাটলীন (২) বলে। নদীর পশ্চিম পার্শ্বে ওরিতান, আরিবীস, শুভ্র-বস্ত্র

(১) ষ্ট্রাবোর বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(২) ম্যাক্রিগল বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত পোত শব্দ হইতে এই স্থানের নাম উদ্ভূত হইয়াছে।

পরিহিত আরিটস ও আরাকোটীয়ান, শাট্রিডানন্ এবং পারনেসস্ জাতি বাস করে। এই সকল জাতির দেশ অমুর্সরা,—কোথাও নিবিড় বনভূমি, কোথাও বা মরুভূমি। কিন্তু তত্রাপি অধিবাসীদিগের জীবনধারণের জন্ত কষ্ট পাইতে হয় না, কেন না ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণে প্রবাল পাওয়া যায়। ভূগর্ভস্থ পর্বত-মধ্যে যথেষ্ট মণি মুক্তাও পাওয়া যায়। অধিবাসীরা এই সকল বিনিময় দ্বারা নিজ জীবন ধারণ করে। কিন্তু নদীর পূর্বদিকে ভারতীয়গণের কমনীয় দেশ। নদী হইতে সমুদ্রের (১) সীমা পর্য্যন্ত এই দেশ বিস্তৃত। সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক বলিয়া অধিবাসীদিগের শরীর কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু তত্রাপি উহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত কোমল; তাহাদের মস্তকের কেশরাশিও অত্যন্ত নরম ও মৃদু এবং হিয়াসিঙ্হ পুষ্পের ছায় গাঢ় নীল। ভারতবর্ষীয়েরা নানা কার্যে নিযুক্ত থাকে। কেহ কেহ খনিজ বিত্তা বলে ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণোত্তোলনে ব্যাপৃত থাকে; কেহ বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত, কেহ কেহ হস্তী-দন্ত পালিশ করিয়া রোপ্যের ছায় উজ্জ্বল করে; কেহ পার্শ্বত্যা নদীতে মণিমুক্তার অন্বেষণ করে। দেশে যথেষ্ট নদী থাকাতে অধিবাসীদের কোনই অভাব হয় না; ভারত-বর্ষে প্রচুর শস্ত জন্মে। কোন ক্ষেত্রে নানা প্রকার শস্ত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে লোহিতবর্ণের নল পরিপূর্ণ।

ভারতবর্ষের ৪টা পার্শ্ব এবং সেই জন্ত ইহা দেখিতে রহাসের ছায়। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু নদ, দক্ষিণে ইরিথ্রিয়ান (২) সাগর; পূর্বে গঙ্গা এবং

(১) প্রাচীন গ্রীকেরা বিবেচনা করিতেন যে, প্রশান্ত মহাসাগর ভারতের পূর্ব প্রান্তেই অবস্থিত ছিল।

(২) লোহিতসাগর, পারস্তোপসাগর ও ভারত সমুদ্রকে প্রাচীন গ্রীকগণ "ইরিথ্রিয়ান সাগর" নামে অভিহিত করিতেন।

উত্তরে ককেসাস পর্বত। দেশে নানা জাতীয় ব্যক্তি বাস করে এবং অধিবাসীরা স্থায়ী কিন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। পক্ষান্তরে প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন নাম। দার্দেনিয়ানগণ সিঙ্কুনদ-তীরে বাস করে। সিঙ্কু ও কোফিস (১) নদী-তীরবর্তী প্রদেশবাসিগণ সিবাই নামে খ্যাত। তক্ষলিয়ান, স্কাড্রাই, অসভ্য পিউকালেনসিয়ান, ব্যাকাস-উপাসক গার্গেরিডী প্রভৃতি জাতি আছে। গঙ্গাতীরবর্তী স্থানকে সম্মানের চক্ষে দেখা হইয়া থাকে। অধিবাসীরা অজ্ঞতাবশে তাঁহাকে পূজা করে নাই বলিয়া উন্নত ব্যাকাস এক সময় এই দেশে আসিয়া মৃগশাবকের চর্ম্মকে ঢাল, এবং বংশীকে তরবারী ও আঙ্গুরের প্রশাখাকে সর্পে পরিণত করিয়া-ছিলেন।

সুবিখ্যাত বৈয়াকরণিক প্রিশিয়ান্ ডাইওনিসিয়সের গ্রন্থকে লাতীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুবাদে নিম্নলিখিত বিষয় দৃষ্ট হয় :—“ভারতবাসীদের মধ্যে এমন দীর্ঘ ব্যক্তি আছে যাহারা অনায়াসে হস্তীতে আরোহণ করিতে পারে। যাহারা জ্ঞানের চর্চা করে, তাহারা উলঙ্গ থাকে এবং অবিচলিত চিত্তে স্বর্ঘ্য-রশ্মির প্রতি চাহিয়া ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করে। কণ্ঠে লাল পালক শোভিত নীল তোতা পক্ষীও এই দেশে পাওয়া যায়—ইহারা মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে।”

১৯। ফিলোসট্রেটস

সম্ভবতঃ ১৭২ খৃষ্টাব্দে লেমনস নগরে ফিলোসট্রেটস জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ফিলোসট্রেটস অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে টায়াস নগরবাসী আপলোনিয়াসের জীবনীই সুপ্রসিদ্ধ। ফিলোসট্রেটস রোমক সম্রাট সিভিরাসের রাজত্বকালে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন। ক্যাপাডোসিয়াস্তুর্গত টায়াসবাসী আপলোনিয়াস সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ যে, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ফিলোসট্রেটসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, আপলোনিয়াস পাইথাগোরাসের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই দ্বারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। আপলোনিয়াস জীবনের প্রায় সময়ে এসিয়ামাইনরের প্রধান প্রধান নগর পর্য্যটন করিয়া ও নিজ সম্প্রদায়ের মত ব্যক্ত করিয়া যাহুকর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে, পূর্বদেশ দেখিতে অভিলাষী হইয়া ও ভারতের অপূর্ব স্থানের তত্ত্বাসুসন্ধানে এবং ব্রাহ্মণগণের বিদ্বান পারদর্শী হইবার জন্ত তিনি ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি সাইলিসিয়াস্তুর্গত টার্সাস নগর-সন্নিবর্তস্থ ইগি হইতে যাত্রা করিয়া নিনেভা পৌঁছেন। এই স্থানে তিনি দামিস নামে এক বিজ্ঞ আসিরিয়ানের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং দামিসের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে রওনা হন। তাঁহার নিনেভা পরিত্যাগ করিয়া বাবিলনে পৌঁছিয়া তথায় অষ্টাদশ মাস অতিবাহিত করেন। আপলো-

নিয়াস এই স্থানে পার্থিয়ান রাজা বার্দানেসের সহিত বাদানুবাদ করেন ও ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। বাবিলন হইতে তাঁহারা যে পথে যাত্রা করেন, সেই পথে তাঁহাদের কোনই কষ্ট পাইতে হয় নাই। রাজ-অতিথি বলিয়া তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করা হইয়াছিল। ককেসাস পর্বতে পৌঁছিলে যে গহ্বরে প্রমিথিয়াসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং যথায় দ্বিগল পক্ষী তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিল, সেই গহ্বর দেখিতে পান এবং এই স্থানে তাঁহারা হার্কিউলিস সম্বন্ধে অনেক গল্প জানিতে পান। কাবুল নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা একটা দেশে উপস্থিত হন। এই দেশে একজন রাজা শাসন করিতেন। নিসা পর্বতের শীর্ষদেশে একটা বৃত্তাকার স্থানে স্বয়ং ব্যাকাস কর্তৃক প্রোথিত আঙ্গুর, লরেন্স এবং আইভি দ্বারা বেষ্টিত স্থান দেখিতে পান। এই স্থানেই ষ্বেত প্রস্তর-নির্মিত ব্যাকাসের মূর্তি ছিল। তাঁহারা আয়র্গস না দেখিয়া সিদ্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে, এক হস্তীযুথ শিকারীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত সিদ্ধু পার হইতেছে। ডামিস হস্তীদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু, তাহার অধিকাংশই ভ্রম পূর্ণ। আপলোনিয়াস তক্ষশীলায় আজাকস নামক এক যোদ্ধার সাক্ষাৎ লাভ করেন। আপলোনিয়াস বলেন যে, এই যোদ্ধা আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; স্মরণ্য সে হিসাবে ইহার বয়স অন্ততঃ চারিশত বৎসর হইয়াছিল। যে স্থানে পর্যটকগণ সিদ্ধু পার হইয়াছিলেন, সেই স্থানে উহা ৪০ ষ্টাডিয়া প্রশস্ত ছিল। পূর্ববর্তী লেখকগণের ভ্রাম্য দামিস বলিয়াছেন যে, ইহা ককেসাস পর্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং নীল নদীর ভ্রাম্য ইহাতে বজ্রা হয় এবং ইহাতে প্রচুর সিদ্ধু-ঘোটক ও কুস্তীর দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধু হইতে তাঁহাদের তক্ষশীলায় লইয়া যাওয়া হয়। এই নগর-পর্যটকগণ বলিয়াছেন, যে ইহা নিনেভার ভ্রাম্য, আকারেও

গ্রীক দেশীয় নগরের স্থায়, প্রাচীর-বেষ্টিত এবং রাজা এই নগরে বাস করেন। প্রাচীর-বহির্ভাগে মার্কেল নির্মিত স্তম্ভ-সুশোভিত সুন্দর মন্দির। মন্দির মধ্যে পীঠস্থান আছে। এবং, এই পীঠের চতুর্দিকে তাম্র-পাত্রেয় উপর আলেকজান্দার ও পোরসের কীর্ত্তি-কাহিনীর বর্ণনামূচক চিত্র আছে। এই চিত্রগুলি সুবর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র নির্মিত; কেবল অস্ত্রগুলি লৌহ-নির্মিত। মূর্ত্তিগুলি সুন্দররূপে নির্মিত; বস্তুতঃ গ্রীক শিল্পীগণ ইহাপেক্ষা সুন্দরভাবে এই মূর্ত্তি নির্মাণ করিতে পারিত না। আপলো-নিয়াস এই মন্দিরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, রাজা ফারোটাস কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, রাজা তাঁহাকে সমাদর ও বিজ্ঞ ব্যক্তির উপযোগী সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। আপলো-নিয়াসের বৃত্তান্ত পাঠে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই যে, রাজ-প্রাসাদে রাজোচিত আড়ম্বর নাই। ধনীর আবাস ও রাজার আবাসে কোন প্রভেদ ছিল না। দ্বারে গ্রহরী নাই এবং ভূতোর সংখ্যাও অত্যল্প। রাজা অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে কাল যাপন করেন। রাজা অসভ্য জাতির আক্রমণ হইতে নিজ দেশ রক্ষার জন্ত সীমান্তবাসী অগ্র এক অসভ্য জাতিকে উৎকোচ প্রদান করেন। রাজার সহিত তিন দিন বাস করিয়া পর্য্যটকগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রাজদত্ত আহার গ্রহণ ও পথ প্রদর্শক সহ হাইফাসিস এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যথায় ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তথায় যাত্রা করেন। যাহাতে গ্রীক দার্শনিকগণ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্ত রাজা ব্রাহ্মণদিগের অধ্যক্ষ আর্চাসকে এক সুপারিশ পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাইফাসিসের পথে যে ক্ষেত্রে পোরস পরাভূত হইয়াছিলেন তাঁহারা সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র দেখিতে পান। এই স্থানে আলেকজান্দার চতুরাশ্ব যোজিত রথে যে ভাবে ইসাসের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ মূর্ত্তি ও বিজয় তোরণ রহিয়াছে। কিছু দূরে

তঁাহারা আরও দুইটা তোরণ দেখিতে পাইলেন,—একটির উপর পোরসের মূর্তি, অশ্বটির উপরে আলেকজান্দারের মূর্তি। হাইফাসিস নদী তীরে আলেকজান্দার যে পীঠ-স্থাপনা করেন, তথায় তঁাহারা গমন করেন। এই স্থানে একটা পিত্তল নির্মিত স্তম্ভে লেখা আছে যে, “আলেকজান্দার এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন।” দামিস হাইফাসিস নদী সম্বন্ধে অদ্ভুত বর্ণনা করিয়াছেন। হাইফাসিস নদীতে তৈল প্রদানকারী বৃহৎ কীট এবং ময়ূর নামক এক মৎস্য পাওয়া যায়, লিখিয়াছেন। ঐ তৈল অত্যন্ত দহনীয়; উক্ত মৎস্যের পুচ্ছ সুবর্ণ-বর্ণ; পুচ্ছ পাথার তায় উন্মুক্ত করা যায়। নদী-তীরবর্তী বৃক্ষে বর ও কনের গাত্রে ব্যবহারোপযোগী প্রলেপ পাওয়া যায়। এই প্রলেপ মর্দন করিলে ভিনাস দম্পতির শুভ বিবাহে কল্যাণ কামনা করেন। নিকটবর্তী জলাভূমিতে-প্রাপ্ত গর্দভের শৃঙ্গে পাত্র নির্মিত হয়। এই পাত্রের ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে।

এই স্থানে পর্যটকগণ ককেসাস পর্বতের শাখায় উত্তীর্ণ হন। শৃঙ্গ-দেশে নানা প্রকার স্নগন্ধি লতা, দারুচিনির বৃক্ষ এবং গুহামধ্যে মরিচ বৃক্ষ জন্মিয়া ছিল। ভ্রমণকারীগণ বলিয়াছেন যে, পর্বতচারী বানরগণ ভারত-বর্ষীয়দিগের জন্ত মরিচ সংগ্রহ করিত এবং সেই জন্ত মরিচের অধিক মূল্য ছিল। পর্বতের শীর্ষ দেশে উপস্থিত হইয়া ভ্রমণকারীগণ বৃহৎ ও উর্বর সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন। এই সমতল ক্ষেত্রের চতুর্দিকেই গঙ্গা হইতে গঙ্গার খাল প্রবাহিত হইত। এই স্থান হইতে গঙ্গা পঞ্চদশ দিবসের পথ এবং লোহিতসাগর অষ্টাদশ দিবসের পথ। পর্বতের সান্নি-দেশে পারক নামক বৃহৎ নগর। অধিবাসিগণ ভারতীয় জলাভূমি, সমতল ক্ষেত্র ও পর্বতবাসী দৈত্য শিকার করিত। দৈত্যগণ ত্রিশ হাত উচ্চ ছিল। অধিবাসীরা তাহাদের হৃদপিণ্ড ও পিত্ত ভক্ষণ করিত বলিয়া,

উহারা সকল জন্তুর ভাষা বুঝিতে পারিত। পারক (১) হইতে দার্শনিক-গণের পর্বত ৪ দিনের পথ। এই পর্বত সুরক্ষিত। নিকটবর্তী গ্রাম বাসিগণ গ্রীক ভাষায় কথা বার্তা বলিতে পারে। এই স্থানে একজন অধিবাসী আপলোনিয়াসকে দেখিবা মাত্র তাঁহাকে গ্রীক ভাষায় সম্বোধন করে এবং এক জন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাঁহাদের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে নিমন্ত্রণ করে। এই ব্যক্তির সহিত আপলোনিয়াস পর্বতে উপস্থিত হইলে তাঁহারা শীর্ষ দেশে একটা কূপ দেখিতে পান (২)। এই কূপের জল স্পর্শ করিয়া অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিত। শিখরদেশস্থ আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত ধাতব দ্রব্য দ্বারা ভারতবাসীরা অনিচ্ছাকৃত পাপ হইতে পবিত্র হইত। দার্শনিকগণ এই কূপকে শিক্ষা কূপ ও আগ্নেয়গিরিকে ক্ষমাগ্নি বলিতেন। এই স্থানে কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্মিত দুইটা পাত্র আছে। ঐ দুই পাত্রে বৃষ্টি ও বাতাস রক্ষিত হয় এবং আবশ্যকমত উহাদের আবরণ উন্মোচন করা হয়। আপলোনিয়াস দেখিলেন যে, দার্শনিকগণ পিত্তলের আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধ্যক্ষ আর্চাস সুবর্ণ-মূর্তি সূশোভিত পিত্তলের উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। আর্চাস গ্রীক ভাষায় তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং চারিমাস ধরিয়া তাঁহাদের শিক্ষা দিলেন। আর্চাস গ্রীক দর্শনে এবং গ্রীস দেশে প্রচলিত আচার ব্যবহারে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রত্যা-বর্তনের পূর্বে আপলোনিয়াস, টিমিয়াস, মেগস্থেনিস এবং অন্যান্য গ্রন্থকার-গণ বর্ণিত অত্যাশ্চর্য্য বিষয়গুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রত্যাগমনের সময় দার্শনিকগণ-দত্ত উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পর্যটকগণ সমুদ্রতীরে দশ দিনে উপস্থিত হন। আপলোনিয়াস উষ্ট্র-

(১) অশ্বত্থ এনগরের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(২) টোবেয়স কঙ্কক বর্ণিত ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য।

গুলিকে ফেরৎ দিয়া ও আর্চাসকে এক পত্র লিখিয়া পাটল হইতে পারশ্যোপসাগরে পৌঁছিয়া তথা হইতে ইউফ্রেটিস নদী হইয়া বাবিলনে পৌঁছেন।

উক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, দামিস কতকগুলি মিথ্যা গল্প লিখিয়াছেন। হাইফাসিস এবং গঙ্গা নদী-মধ্যস্থ দেশে আলেকজান্দার প্রবেশ করেন নাই। সুতরাং সেই দেশের বর্ণনায় দামিসকে স্বকপোল কল্পিত বৃত্তান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দামিসের বর্ণনা পাঠে বস্তুত আপলোনিয়াস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে প্রভূত সন্দেহ হয়।

দামিস যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই লিপি তাঁহার বংশধর-গণ কর্তৃক সম্রাট সিভিরাসের পত্নী রাক্সী জুলিয়ার হস্তে গ্রাস্ত হয়। জুলিয়া ইহা আপলোনিয়াসের হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহা হইতে দামিসের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন। হুঃখের বিষয় জুলিয়া জীবিত থাকিতে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ঐতিহাসিক হিসাবে গ্রন্থের কোনও মূল্য নাই।

.

২০। নোনস

খ্রীস্টীয় ভাষায় ষট্‌পদী শ্লোকে রচিত 'ডাইওনিসিয়াকা' নামক কাব্যগ্রন্থে ব্যাকাসের ভারত-বিজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মিশরের অন্তর্গত পানাপ্রিস নগরবাসী নোনস নামক এক ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে নোনস ষষ্ঠ শতাব্দীতেও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। নোনসের গ্রন্থ আটচল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত। নোনস তাঁহার গ্রন্থে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইল।

নোনস বলিয়াছেন যে, যে সময় তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে থাকেন, সে সময় ভারতবাসীরা ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর পর্য্যন্ত নিজেদের রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। ব্যাকাস জিয়াস কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া এই অনাহুতগণকে এসিয়া হইতে বিতাড়িত করিবার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তদ্ব্যবস্থায় তিনি বহুসংখ্যক মানব ব্যতীত, ভূত, প্রেত, ও কলহপ্রিয় বনদেবতা সহ যুদ্ধযাত্রা করিয়া বিথনিয়া দেশান্তর্গত অর্ট্রাকিস হ্রদ-তীরে ভারতবাসীদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাকাস স্বকীয় ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে, হ্রদের জলরাশি মধ্যে পরিণত করিতে সক্ষম হওয়ায়, ভারতীয় সৈন্তগণ এই হ্রদের বারি পান করিয়া মদোন্মত্ত হইয়া শীঘ্রই পরাভূত হয়। ব্যাকাস এই স্থান হইতে সিরিয়া যাত্রা করিলেন। তথায় দিরিয়াদিস নামক পরাক্রান্ত ভারতীয় নরপতির জামাতা অরন্তসের অধীনস্থ আর একদল সৈন্ত পরাজিত করিলেন। অরন্তস এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন এবং যে নদীতীরে তিনি মৃত্যুমুখে

পতিত হন, তাঁহার নামানুসারে সেই নদীর নামকরণ হইল। ব্যাকাস তথা হইতে আসিরিয়া গমন করিলেন। আসিরিয়া-রাজ স্বকীয় রাজধানীতে তাঁহার অতিথির উপযুক্ত সংকার করিলেন।

কিন্তু, তিনি ভারতবর্ষে অন্তরূপে অভ্যর্থিত হইলেন। রাজা দিরিয়াদিস (১) ব্যাকাসের উপহারাদি প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। প্রথম ভারতীয় যুদ্ধ হাইডাস্পিস নদীতীরে সংঘটিত হয়। এই স্থানে থোরিয়াসের অধীনস্থ ভারতীয় সৈন্তগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় এবং ব্যাকাস নদী পার হইয়া অপর তীরস্থ রাজাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন। কিন্তু দিরিয়াদিস এই আহ্বান অস্বীকার করিয়া নিজ রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সামন্ত ও সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এইপ্রকারে আরও ছয়বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে, ব্যাকাস আবার স্বদেশ হইতে রণতরী সমূহ সংগ্রহ করিয়া এবং ভারতীয় রণতরী মধ্যে অগ্নি-জাহাজ প্রেরণ করিয়া, ভারতীয় রণতরীর ধ্বংস সাধন করিলেন। দিরিয়াদিস পলায়ন করিয়া স্থলপথে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং প্রতিদ্বন্দীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধদেবী পালাস আথেনী ব্যাকাসের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ভারতীয় রাজা ভয়বিহ্বল হইয়া হাইডাস্পিসের দিকে পলায়ন করিলেন। ব্যাকাস পশ্চাৎদাবন করিয়া তাঁহার অস্ত্রদ্বারা ভারতীয় রাজাকে আঘাত করিলেন। দিরিয়াদিস আঘাত গুরুতর বৃত্তিতে পারিয়া নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিলেন। নোনসের কাব্যগ্রন্থের

(১) অধ্যাপক উইলসন দিরিয়াদিসকে মহাভারতোক্ত দুর্যোধন বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন।

ষড়বিংশ খণ্ডে ভারতীয় যে সকল সামন্ত নৃপতি দিরিয়াদিসের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম এবং তাঁহাদিগের স্বরাজ্যের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। স্মরণ্য প্রকৃত পক্ষে এই খণ্ডই আমাদের পক্ষে মূল্যবান। আমরা এই সকল রাজগণের নাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তান্ত এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

দিরিয়াদিসের আদেশে ইলিয়সের দুই পুত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুসানগরবাসী (২), এবং কর্দমাক্ত জলপূর্ণ তোরামবাস নদীতীরস্থ, বাজীয়া প্রপনিগম পর্বতস্থ (৩), চূড়াবিশিষ্ট রোড নগরীস্থ, এবং গিরস দ্বীপস্থ (যেথায় মাতার পরিবর্তে পিতা সন্তানকে স্তন-দান করেন,) সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। সিসিন্দস এবং গাজসের সৈন্তগণ অভেদ্য সূত্র-নির্মিত বর্ম পরিধান করিয়া ভারতীয় রাজার সহিত যোগদান করিয়াছিল। ইহাদেরই পার্শ্বে সাহসী দর্দী (৪), প্রাসিনন সৈন্ত (৫), এবং শাকসবজী ভোজী স্তবর্ণ-সময়িত সারঙ্গী (৬) জাতি সমবেত হইয়াছিল। তৎপার্শ্বে কুঞ্চিত কেশধারী জারিয়ানগণ তাহাদের প্রবীণ শাসন-কর্ত্তা স্তাসনরের অধীনে, ও তৎপার্শ্বে মরিয়স এবং পুত্রশোকাতুর দিদনেসস একত্র হইয়াছিলেন। ইহাদের পশ্চাতে বহুভাষাবিদ ভারতবর্ষীয়গণ,

(২) কুশীনগর—যে স্থানে বুদ্ধদেব নির্বাণ-লাভ করিয়াছিলেন।

(৩) হিন্দুকুশ পর্বত শ্রেণী।

(৪) টলেমি ইহাদিগকে দারঙ্গাই, ট্রাবো দার্দাই, প্লিনি দার্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) প্রোচ্যদেশ—গ্রীসীয়ানগণ “প্রোচ্যক” প্রদেশকে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পাটালিপুত্র প্রোচ্য দেশেরই রাজধানী ছিল।

(৬) জারিয়ান রবি নদীর একটা শাখাকে “সারঙ্গী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আসিনির অধিপতিগণ, নলময় দেশের আণ্ডানাইডি, নিসিরাবাসিগণ (৭), শোম্য মালকগণ এবং পাটলীনবাসিগণ (৮) শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

তৎপরে, শ্রেণীবদ্ধ দোসারিয়ান (৯), সবায়ই (১০) এবং ফ্রিজ, আম্-পেটস, টানিক্রস, হিপোরস, ইরিটিয়স, এবং উটেসিটই জাতিগণ নিজ নিজ দলপতির অধীনে সমবেত হইয়াছিল। বাকিলজীয়ানের (১১) অধিপতি টেকটাপাক নিজ সৈন্যসহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর প্রান্তদেশ হইতে গিগলম, ধোরিয়াম এবং হিসালমাস আর্কটিম (১২) এবং ড্রান-জিয়াইসহ (১৩) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। হেব্রাটস তীরন্দাজগণের সেনাপতি ছিলেন; দিরিয়াদিসের আদেশে হেব্রাটসের চুল কর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেজন্য তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। তিনি অসভ্য সিথিয়ান, সাহসী আরিআইন, (১৪) জারাই, ঋসই,

(৭) পোরসকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, আলেকজান্দার নিসিয়া নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

(৮) সিন্ধুনদের ব দ্বীপের অধিবাসী।

(৯) বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত দশার্ণক। ইহার মধ্যদেশের দক্ষিণ-পূর্বদিকে বাস করিত।

(১০) সম্ভবতঃ সম্বলপুরের নিকটবর্তী কোন স্থান।

(১১) আরাবলী পর্বতের নিকটস্থ প্রদেশ।

(১২) ড্রানজিয়াইগণ নিজেদের শরীর ভস্মাবৃত করিত। অধ্যাপক উইলসন ইহাদের শৈব বলিয়া নির্দেশ করেন।

(১৩) আরিয়ানী দেশস্থ অধিবাসীবৃন্দ। ঠ্রাবো নিজ ভূগোলের পঞ্চদশ খণ্ডে ইহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১৪) কাশ্মীরের রাজধানী।

কাসপিরি (১৫); হিসপারাসবাসী আর্কিয়ান (১৬) এবং আর্সেনিসিয়ানস (১৭) গণের শাসনকর্তাছিলেন। ইহাদের পার্শ্বে নৌ-বিত্তা বিশারদ সিরাদিয়ইগণ (১৮), স্ব স্ব অধিপতি থিয়ামিন এবং আলকেরসের অধীনে যুদ্ধের জ্ঞাত প্রস্তুত ছিলেন। হিপেরিয়সের পুত্র ফিলেটাসের অধীনে আরিজোট্রিয়া (১৯) হইতে একদল সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। সিবাই ও হিদারা অধিবাসিগণ (২০), কার্মেনিয়ান সৈন্য নিজ দলাধিপতি কলকেরসের এবং আক্সেস সহও তথায় আসিয়াছিলেন। সিঙ্কুনদমুখস্থ তিনশত দ্বীপ হইতে বিরাট দেহ-বিশিষ্ট রিপসসের অধীনে একদল সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। বধির ও বাকশক্তিবিহীন পঞ্চপুত্রসহ এরিটস দিরিয়াদিসের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত পাইলির কোলাল্লী এবং গোরিয়ান্দসের (২১) ঢালী সৈন্য যোগদান করিয়াছিল। দারবিসি (২২), ইথিওপিয়াস, সাটি (২৩) বাক্টিয়ান এবং ব্লোমমও দিরিয়াদিসের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল।

(১৫) সিঙ্কুনদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ অধিবাসী।

(১৬) সিঙ্কু ও ঝিলমের মধ্যস্থিত প্রদেশ। টলেমি এই প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বয়ন কার্যে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন।

(১৭) কিরাত দেশবাসী। ইহারা নৌসমরে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল ও চন্দ্রের নৌকায় গমনাগমন করিত। (১৮) এই দেশে প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যাইত। (১৯) হাইডাসপিস ও সিঙ্কুনদের মধ্যবর্তী প্রদেশ।

(২০) কাবুল নদীর ঘোর শাখা তীরস্থ জনপদ (২১) অক্সাস ও কাম্পিয়ান তীরমধ্যস্থ প্রদেশ (২২) সম্ভবতঃ বাক্টিয়ানবাসী (২৩) সিথিয়ান।

২১। দায়দরস সিকুলস

সিসিলি দ্বীপস্থ আগিরিয়াম-অধিবাসী দায়দরস সিকুলস একখানি বৃহৎ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পুস্তক-পাঠ অপেক্ষা ভ্রমণেই অধিক জ্ঞান লাভ হয়, এই বিবেচনা করিয়া দায়দরস ইউরোপ ও এসিয়ার অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। পরে, তিনি রোমে থাকিয়া এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যখন জুলিয়াস রোমে একাধিপত্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে দায়দরস নিজগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের অনেকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দায়দরসের বৃত্তান্তের অধিকাংশ বর্ত্তমানেও পাওয়া যায়। আমরা দায়দরসের বৃত্তান্ত এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

ককেসাস পর্বতের নিম্নদেশই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ, পরিমাণ ও অধিবাসীর জ্ঞাত বিখ্যাত। অনেক জাতি এই স্থানে বাস করে; তন্মধ্যে গঙ্গারিদাই (১) প্রধান। ইহাদের বহু পরিমাণে হস্তী থাকা প্রযুক্ত আলেকজান্দার ইহাদিগকে আক্রমণে সাহসী করেন নাই। এই গঙ্গারিদাই প্রদেশ, ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রদেশ হইতে এক সুবৃহৎ নদী দ্বারা বিভক্ত। এই নদীর পরিসর ৩০ ষ্টাডিয়া। আলেকজান্দার যে সকল প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, সে সকল প্রদেশেও অনেক নদী আছে এবং তদ্রূপে অধিবাসীবর্গও সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন। আলেকজান্দার কর্তৃক বিজিত প্রদেশের মধ্যে পোরসের রাজ্য ও তক্ষশীলা অন্তর্ভুক্ত। সিদ্ধনদ এই দেশ দিয়াই প্রবাহিত এবং সেই জন্ত ইহার তদ্রূপ নামকরণ হইয়াছে।

(১) গাঙ্গেয় প্রদেশস্থ অধিবাসীবৃন্দ।

আন্টিপেটর (১) সাম্রাজ্য পুনর্কীর বিভক্ত করিয়া, হিন্দুকুশ পর্বতের সন্নিকটস্থ জনপদ সমূহ পাইথনকে, সিন্ধুনদী তীরবর্তী ভূমি পোরসকে এবং হাইডাসপিস নদীতীরস্থ ভূমি (২) তক্ষশীলাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ইউমিনিস তৎপরে নিজ সৈন্তশ্রেণীর বাম পার্শ্ব ইউডেমেসের কর্তৃত্বে রাখিলেন। ইউডেমস ভারতবর্ষ হইতে হস্তী আনয়ন করিয়াছিলেন এবং দেড়শত অশ্বরোহী তাঁহার আজাবহ ছিল।

যুদ্ধশেষে যখন ইউমিনিস সমারোহের সহিত মৃতের সৎকার করিতে ছিলেন, তখন এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। যে সমস্ত সৈন্ত ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিল, তাহাদের দলশক্তি কিটিয়াস বীরের দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ছই পত্নী ছিলেন, এবং উভয়েই ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার সহগামিনী হইয়া ছিলেন। একজনকে তিনি মাত্র অল্পদিন এবং অপরকে কয়েক বৎসর পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, উভয়েই তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রাচীন কালে এই রীতি ছিল যে, যখন কোন যুবক ও যুবতী বিবাহে ইচ্ছুক হইত, তখন তাহাদের পিতামাতার মতামুসারে বিবাহ হইত না, স্বকীয় ইচ্ছামুসারেই তাহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইত। কিন্তু, ইহাতে বিষময় ফল ফলিয়াছিল। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণ বিবাহের কিছুদিন পরে নিজেদের ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়া ঐরূপ বিবাহে অনুতাপাশ্রিত হইতেন। অনেক স্ত্রীলোক চরিত্রহীন।

(১) আলেকজান্দারের অমৃতম সেনাপতি পার্থিকাসের মৃত্যু হইলে ৩২১ পূর্ব খৃষ্টাব্দে আন্টিপেটরই সর্ব্বেসর্বা হইয়া পড়েন।

(২) দায়দরসের এই উক্তি ভ্রমপূর্ণ। পোরসের রাজ্য হাইডাসপিস নদীর পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত ছিল এবং তক্ষশীলা রাজ্য সিন্ধু ও হাইডাসপিস এই উত্তর নদীর মধ্যবর্তী ছিল।

হইয়া পড়িত এবং অনেক সময় স্বামীকে পরিত্যাগের কোন সুবিধা না দেখিয়া বিষপ্রয়োগে স্বামী-হত্যা করিত। অনেকদিন ধরিয়া এইরূপ কদাচার প্রচলিত ছিল। পরে আদেশ প্রচারিত হইল যে, স্ত্রী গর্ভবতী না হইলে, তাহাকে তাহার মৃত স্বামীর অনুগমন করিতে হইবে। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার অনুগমন না করে তবে তাহাকে বিধবা হইয়া কালাতিপাত করিতে হইবে এবং অধার্মিকা বলিয়া সকল প্রকার পূজাৰ্চনা হইতে তাহাকে বিরতা থাকিতে হইবে। এই আদেশ প্রচারিত হইবার পরে স্ত্রীলোক বিধবা হইয়া জীবনাতিপাত করাপেক্ষা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার জন্তই অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িত। এক্ষেত্রে তাহাই ঘটয়াছিল। কেন না, নিয়মানুসারে যদিও একজন মাত্র সহমৃতা হইতে পারিত, তথাপি কিটিয়াসের উভয় স্ত্রীই সহমরণে উত্তীর্ণ হইলেন। এই ঘটনা সেনাপতিদের নিকট নিবেদিত হইলে, কনিষ্ঠা বলিলেন যে জ্যেষ্ঠা গর্ভবতী; সুতরাং কনিষ্ঠারই সহমরণে অধিকার। জ্যেষ্ঠা নিবেদন করিলেন যে, যখন সকল বিষয়েই জ্যেষ্ঠার অধিকার, তখন সহমরণে যাইতে তাঁহারই অধিক দাবী। ধাত্রীগণ-মুখে জ্যেষ্ঠা গর্ভবতী এই সংবাদ অবগত হইয়া সেনাপতিগণ কনিষ্ঠাকেই সহমরণে অনুমতি দিলেন। এই সংবাদে জ্যেষ্ঠা রোদন করিতে করিতে নিজ মস্তকের কেশরাশি উৎপাটিত করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠা প্রফুল্লা ও সুসজ্জিতা হইয়া চিতা সন্নিকটে যাইয়া নিজ অলঙ্কারাদি উন্মোচন পূর্বক ভৃত্য ও আত্মীয়বর্গকে উহা উপহার স্বরূপ দান করিলেন। এই অলঙ্কারও কম ছিল না; তাঁহার অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, মস্তকে সুবর্ণ নির্মিত তারা ও গলদেশে কণ্ঠহার ছিল। অবশেষে কনিষ্ঠা নিজ ভ্রাতার সাহায্যে চিতারোহণ করিয়া নিজ জীবন বিসর্জন করিলেন। সকল সৈন্ত দলবদ্ধ ও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সতীর সঙ্গে অগ্নি স্পর্শ করিলেও

তিনি বিন্দুমাত্র কাতরা হইলেন না বা হুঃখ প্রকাশ করিলেন না। এ দৃষ্টে দর্শকগণ বিচলিত হইলেন। কেহ হুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কেহ সতীকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ব্যক্তি এই আচরণকে নির্দয় বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ব্যাকাস ইথিওপিয়া হইতে আরব-দেশের মধ্য-দিয়া ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি অনেক নগর স্থাপন করেন। একটা সুবিখ্যাত নগরের নাম নিসা। এই নগরেই তিনি আইভি লতা প্রোথিত করেন ; ইহা অত্র কোন নগরে দৃষ্ট হয় না।

দায়দরস তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ইয়ামবোলাস নামক এক গ্রীসীয় গ্রন্থকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ইয়ামবোলাস ভারত-বর্ষের অধিবাসীদিগের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, ইয়ামবোলাসের বৃত্তান্ত আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইয়ামবোলাস সিংহল হইতে ভারতবর্ষে পৌছিলে, অধিবাসীবর্গ তাঁহাকে পালিত্রোথার রাজার নিকট লইয়া যায়। ইয়ামবোলাস বলিয়াছেন, এই রাজা গ্রীসীয়দিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

২২ । প্লুটার্ক

প্লুটার্ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকদেশীয় “জীবনী”-প্রণেতা। ইনি বিয়োসিয়ার অন্তর্গত কিরোনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কোন্ সনে তাঁহার জন্ম হয়, তাহার নির্দেশ করা সুকঠিন; সম্ভবতঃ, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি ইতালিতে গমন করিয়া দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি কিরোনিয়ায় অতিবাহিত করিয়া রাজকার্যে নিযুক্ত থাকেন। প্লুটার্ক লিখিত “জীবনী” সুখ-পাঠ্য গ্রন্থ। ইহাতে ৪৬ জন গ্রীক ও রোমকের জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আলেকজান্দার ভারতবাসীদের দ্বারা সর্বত্রই আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহারা আলেকজান্দারের স্বরূপে আঘাত করে। গান্ধিদাইগণের নিক্ষিপ্ত তীরে তাঁহার পদে ও মালাটোসগণের তীরে তাঁহার বক্ষ বিদ্ধ হয়। প্রাকার-গাত্রে যে সকল অধিরোহিণী রক্ষিত হইয়াছিল, সেগুলি ভগ্ন হইলে, আলেকজান্দারের গলদেশে গদা দ্বারা আঘাত করা হয় এবং আলেকজান্দার বর্ষর ও অশিক্ষিত শত্রু মধ্যে আবদ্ধ হন। যদি সেই সময়ে টলেমি নিজ ঢাল দ্বারা আলেকজান্দারকে না রক্ষা করিতেন, যদি লিমেনাস অজস্র তীর-বিদ্ধ হইয়া আলেকজান্দারের সম্মুখে না পড়িয়া যাইতেন এবং যদি মাসিদোনিয়ানগণ ক্রোধে দুর্গ-প্রাচীর না ভগ্ন করিতেন, তবে সেই ক্ষুদ্র নগরেই আলেকজান্দারের মৃত্যু সংঘটিত হইত।

আলেকজান্দার যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহাদের বশতা স্বীকার না করাইলে কিছুতেই তাহারা সভ্য হইতে পারিত না। মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া, মেসোপটেমিয়ায় সেলুকিয়া, সগদিয়ানায় প্রাক্থ্যাসিয়া,

ভারতবর্ষে বৌকেফালিয়া এবং ককেসাস পর্বতে হেলেনিক নগর সমূহ স্থাপিত না হইলে কিছুতেই উপর্যুক্ত দেশ সমূহ হইতে অসভ্যতা দূর হইত না।

যখন পোরস বন্দীভাবে আলেকজান্দারের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন, তখন আলেকজান্দার, পোরস কি ভাবে ব্যবহৃত হইতে চান, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পোরস উত্তর করিলেন “আলেকজান্দার ! আমি রাজার শ্রায় ব্যবহৃত হইতে চাই।” পুনরায়, যখন তাঁহাকে অশ্ব কিছু বলিবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন পোরস উত্তর করিলেন “না ; কেন না, ‘রাজা’ এই কথাটিতেই সমস্ত অন্তর্ভূত হইয়াছে।”

মালই জাতির সহিত যুদ্ধ-কালীন, আলেকজান্দারের বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া দুই হস্ত দীর্ঘ এক তীর তাঁহার বক্ষোদেশে বিদ্ধ হইয়াছিল। অশ্ব এক জন আলেকজান্দারকে কুঠার দ্বারা এক্রপ আঘাত করিয়াছিল যে, তিনি জ্ঞান-শূন্য হন। কিন্তু লিমেনেস, টলেমি, লিওনেটাস এবং অন্যান্য যে সকল যোদ্ধা তাঁহার সন্নিকটে পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁহারা আলেকজান্দারকে বেঁটন করিয়া ও নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সকল বন্ধুর সাহস, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততাই আলেকজান্দারকে রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার রণতরী, অশ্বারোহী বা পদাতিক, দুর্গ প্রাচীরের জগ্ন, তাঁহার রক্ষার্থ অগ্রসর হইতে পারে নাই। তথাপি, মাসিদোনিয়ানগণ অসভ্যদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জয়লাভ করিয়া অসভ্যদিগকে তাহাদের নগরেরই ধ্বংশাবশেষের মধ্যে প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহাতে আলেকজান্দারের ক্ষতের কোনই প্রতিকার হয় নাই। কারণ, যে তীর তাঁহার বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়ের অস্থি পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়াছিল। অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ভয়ে তাঁহার বন্ধুগণও এই তীর

উৎপাটন করিতে সাহস পান নাই। আলেকজান্দার তাঁহাদিগকে কিংকর্তব্য বিমূঢ় দেখিয়া নিজ তরবারী দ্বারা তীরটী কাটিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার হস্ত অবশ হইয়া গিয়াছিল এবং সেই জন্ত তিনি পার্শ্বচরগণকে ভয়-ত্যাগ করিয়া ও তৎপর হইয়া ঐ তীর উৎপাটন করিতে আদেশ দিলেন।

২৩। ফ্রনটিয়াস

সেক্সটাস জুলিয়াস ফ্রনটিয়াস ৭৫ হইতে ৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটনের শাসন-কর্তা ছিলেন। সম্ভবতঃ ১০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফ্রনটিয়াস রোমের পয়ঃপ্রণালী (About the Aquæducts of the City of Rome) এবং 'যুদ্ধশাস্ত্র' (Strategemata) নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। শেখোক্ত পুস্তকখানি চারিভাগে বিভক্ত এবং ইহাতে প্রাচীনকালের সকল সুবিখ্যাত সেনাপতির বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির প্রথম ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম অধ্যায়ে আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানের বর্ণনায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত হইল।

যখন ভারতীয় অধিবাসীবৃন্দের রাজা, মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দারের সৈন্তাবলীকে হাইডাসপিস উত্তীর্ণ হইতে বাধা দিতেছিলেন, তখন, আলেকজান্দার নিজ সৈন্তগণকে নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে

অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই প্রকারে পোরসকে প্রতারিত করিয়া, তিনি নদী পার হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সিন্ধু পার হইবার সময়ে আলেকজান্দার বাধা প্রাপ্ত হইলে, নিজ অশ্বারোহী সৈন্তদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আদেশ দিলেন। অসভ্যগণ এই সকল সৈন্তগণকে বাধা প্রদানে উত্তত হইলে, আলেকজান্দার নদীমধ্যস্থ একটা দ্বীপ অধিকার করিয়া, সেই দ্বীপের সৈন্তগণকে সিন্ধুর অপর পারে প্রেরণ করিলেন। শত্রু, এই সৈন্তের গতিরোধে উত্তত হইলে, তিনি নিজ সৈন্ত-সহ অক্লেশে নদী পার হইলেন (১)।

মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দার পর্ত্তোপরি শত্রু-সৈন্ত দেখিয়া, নিজ সৈন্তের কতকাংশ লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং যাহাতে শত্রু মনে করে যে, সকল সৈন্তই সেই স্থানে রহিয়াছে, তজ্জন্ত, অবশিষ্ট সৈন্তকে সেই স্থানে থাকিতে ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে আদেশ দিলেন।

(১) প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু পার হইবার কালে আলেকজান্দার কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই।

২৪। পলিবিয়স

ঐতিহাসিক পলিবিয়স, ২০৪ পূর্ব খৃষ্টাব্দে আর্কেডিয়ার অন্তর্গত মেগালো-পলিসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একিয়ান লিগের সেনাপতি লিকোটাসের পুত্র ছিলেন এবং রোমকে সাহায্য না করার জন্য পিতা ও লিগের অন্যান্য সদস্যগণ-সহ বিচারার্থ রোমে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে রোমে সপ্তদশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল (১)। তাঁহার “ইতিহাস” চল্লিশখণ্ডে বিভক্ত ছিল; অনেকগুলি খণ্ড বর্তমানে পাওয়া যায় না। এই অমূল্য ইতিহাসে ২২০ পূর্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৬ পূর্ব খৃষ্টাব্দের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। পলিবিয়াস ৮২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

আণ্ডিয়কস, রাজপুত্র ডেমেট্রিয়সকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন এবং রাজপুত্রের বাহ্যিক দৃশ্য দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহাকে রাজ-বংশ জাত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, নিজ কন্যার সহিত তাঁহার উদ্ধাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং পরে, রাজপুত্রের পিতাকে রাজ্যোপাধি ভূষিত করেন। অন্যান্য বিষয়ে লিখিত সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ও নিজ সৈন্য সুসজ্জিত ও ইউথিডিমিস-দত্ত (২) হস্তী গ্রহণ করিয়া, আণ্ডিয়কস যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি ককেসাস পার হইয়া ভারতবর্ষে পৌছেন এবং ভারতীয় রাজা সোফাগাসিনাসের (৩) সহিত সখ্যতা-বন্ধন দৃঢ় করিয়া, আরও হস্তী লাভ

(১) রোমের বা গ্রীসের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(২) ইহাদের বিবরণ অন্তর্গত উল্লিখিত হইয়াছে। আণ্ডিয়কস দি গ্রেট ২১২ পূর্বখৃষ্টাব্দে পার্শ্বিয়া এবং বাকট্রিয়া বিজয়ে যাত্রা করিয়া ৭ বৎসর ধরিয়। যুদ্ধ করেন।

(৩) ‘সুভাসেন’।

করেন। এই প্রকারে তাঁহার দেড়শত হস্তী হয় এবং সৈন্তগণের রসদ সংগ্রহ করিয়া কাইজিকাসবাসী এণ্ড স্‌থিনিসকে কোষাগার-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া সৈন্তসহ যাত্রা করেন। তিনি আরোকোসিয়ার মধ্যদিয়া, ইরিম্যান-ধাস নদীপার হইয়া ও ড্র্যানজিনের মধ্যদিয়া কার্মেনিয়া পৌঁছেন।

২৫। পসেনিয়াস

পসেনিয়াস লিডিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী (Hellados Periegesis) ঐতিহাসিক জগতে সুপ্রসিদ্ধ। পসেনিয়াস গ্রীস, রোম, সিরিয়া এবং প্যালেষ্টাইন দেশ-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত উপর্যুক্ত ক্ষুদ্র পুস্তকে তিনি অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় নদীতে নানাপ্রকার মাংসাশী জন্তু থাকে। সিন্ধুনদীতে কুস্তীর পাওয়া যায়। ভারতীয় নদীতে সিন্ধু ঘোটক পাওয়া যায় না। ভারতীয় দার্শনিকগণ আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেন।

ভারতবর্ষে এক প্রকার মনুষ্য-ভোজী জন্তু আছে। ইহার নাম ব্যাঘ্র জাতীয়। ইহাদের প্রত্যেক চোয়ালে তিন পংক্তি করিয়া দন্ত থাকে এবং লাল্‌লে কণ্টক থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা বলে যে, এই জন্তুর শরীরের বর্ণ লাল। কেহই ইহাদের সন্মুখীন হইতে সাহস পায় না। অধিবাসীরা দীর্ঘাকৃতি। খাল শুষ্ক হইয়া গেলে তন্মধ্যে প্রায় একাদশহস্ত দীর্ঘ

মহুশ্যদেহ, মৃত্তিকা-নির্মিত শবাধারে পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গেল যে, ইহা অরস্তিসের দেহ। অরস্তিস ভারতবাসী। ভারতবর্ষ অত্যন্ত আর্দ্র দেশ।

যেসকল বণিক বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে গমনাগমন করে, তাহাদের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষীয়েরা অপরিখ্যাপ্ত সুবর্ণ ও তাম্র থাকা সত্ত্বেও গ্রীকদিগের পণ্যের বিনিময়ে সুবর্ণ ও রৌপ্য না দিয়া ভারতীয় পণ্য প্রদান করে।

— —

২৬। ভূ-প্রদক্ষিণ

(*Totius Orbis Descriptio*)

উপর্যুক্ত পুস্তকখানি গ্রীকভাষায় সম্ভবতঃ আট্টীয়ক বা আলেকজান্দ্রিয়া সহরে ৩৫০ হইতে ৩৫৩ খৃষ্টাব্দ-মধ্যে রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদিত হয়। মৌলিক পুস্তকখানি পাওয়া যায় না; কেবল উহার অনুবাদই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতবর্ষ হইতে রেশম এবং অন্যান্য সকল প্রকার আবশ্যক দ্রব্য রপ্তানি হয়। এই দেশ ভ্রমণ করিতে দুই শত দশ দিবস আবশ্যক হয়। অধিবাসীরা সুখী এবং আমোদ প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করে। দেশ অত্যন্ত উর্বরা।

এই দেশ সংলগ্ন অল্প একটা প্রদেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত পরিভ্রমী। উহারা কারুকার্যে পারদর্শী এবং যুদ্ধ-নিপুণ। সেইজন্ত ভারতবাসীদের যুদ্ধের সময় এই প্রদেশীয় ব্যক্তিগণের সাহায্য-গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রদেশ অতিক্রম করিতে দেড়শত দিবস আবশ্যক হয়।

ভারতবাসীদিগের সংখ্যাতিরিক্ত হস্তী আছে। তাহারা ঐ সকল হস্তী পারসিকদিগের নিকট বিক্রয় করে।

২৭। ভূগোল

(Anonymi Geographiae Expositio Compendiaria)

(অজ্ঞাতনামা লেখকের ভৌগলিক বৃত্তান্ত)

চীন দেশের সীমা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয়দের অধিকার-ভুক্ত। ইহাদের রাজ্যের পূর্বে সিনি, পশ্চিমে গেরোসিয়া, এবং উত্তরে পারোপানিসাদী, আরোকোসিয়া এবং মগদিয়ানা, সাচী, সিথিয়া ও সেরিকা (১)।

সিমুনা বা সালিসদ্বীপও এই মহাদেশান্তর্গত। এই দ্বীপ ভারত-মহাসাগরে অবস্থিত। এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে সকল প্রকার আবশ্যক দ্রব্য ও ধাতু পাওয়া যায়। অধিবাসীরা জ্বীলোকের ত্রায় মস্তকে দীর্ঘ বেণী ধারণ করে (২)।

(১) চীনদেশীয় কোন প্রদেশ (২) কিছুদিন পূর্বেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

২৮। ডায়ন কাসিয়স

ডায়ন কাসিয়স সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী 'স্বর্ণমুখ' ডায়ন থ্রিসস্টেমের পৌত্র। ইনি বিধিনিয়ম অস্তর্গত নিসিয়া নগরে আন্দাজ ১৫৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ডায়ন রোমে গমন করেন এবং তথায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে রোমের ইতিহাসই সুপ্রসিদ্ধ। এই সুবিখ্যাত পুস্তক ৮০ খণ্ডে বিভক্ত এবং রোমের স্থাপনাবধি ২২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমের ইতিহাস এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ডায়নের অনেকগুলি গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে।

রোমক-সম্রাট অগষ্টসের নিকট অনেক দৌত্যবাহিনী আইসে। ভারতবাসীদের সহিত পূর্বেই সন্ধি হইয়াছিল; এক্ষণে তাহারা নানা প্রকার উপহারসহ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়। এই উপহারের মধ্যে একটা ব্যাঘ্র ছিল। রোমান ও গ্রীসীয়গণ ইতিপূর্বে এই জন্ত কোন দিন দেখে নাই। তাহারা হস্ত-বিহীন একটা বালকও উপহার দিয়াছিল। এই বালক স্বকীয় পদ দ্বারা তীর নিক্ষেপ এবং বাণ্য করিতে পারিত।

দৌত্য-বাহিনী সংশ্লিষ্ট জারমেরস (১) নামক একজন ভারতবাসী অগষ্টস ও আথেনিয়ানদিগের সম্মুখে জলন্ত চিতায় দেহত্যাগ করেন।

রোমে পৌছিতে এই দৌত্যবাহিনীর পূর্ণ ৪ বৎসর লাগিয়াছিল এবং উপহারের মধ্যে মূল্যবান প্রস্তর, রত্ন এবং হস্তীও ছিল।

রোমক সম্রাট ট্রোজানের নিকটেও ভারতবর্ষীয়েরা দূত প্রেরণ করিয়াছিল। দৌত্যবাহিনী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্রাট অত্যন্ত সমাদর করিয়াছিলেন এবং সিনেটরগণের আসনে বসাইয়া তাঁহাদের প্রীতির জ্ঞান নানারূপ ক্রীড়া প্রদর্শন করাইয়া ছিলেন।

ট্রোজান টাইগ্রীস নদীতট হইতে ভারতবর্ষগামী এক জাহাজকে রওনা হইতে দেখিয়াছিলেন।

২৯। আমিয়ানা স মার্সেলিনাস্

আমিয়ানা স মার্সেলিনাস নামক সিরিয়া দেশান্তর্গত আট্টিয়ক নগরবাসী এক ব্যক্তি এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শেষ জীবন তিনি রোমে অতিবাহিত করিয়া এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ ৩৯০ খৃষ্টাব্দের পর তিনি দেহ-ত্যাগ করেন।

৩৬১ খৃষ্টাব্দে নানাদেশ হইতে সম্রাট জুলিয়ানের নিকট অনেকগুলি দূত আগমন করেন। ভারতবর্ষ হইতে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মূল্যবান উপহারসহ তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মালদ্বীপ এবং স্বর্ণদ্বীপ হইতেও দূত আসিয়াছিলেন।

৩০। সেক্সটাস ওরিলিয়াস ভিক্টর

সেক্সটাস ওরিলিয়াস ভিক্টর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন।
তিনি (De Cæsaribus) “সীজরদের জীবনী” লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

সম্রাট জুলিয়ানের নিকট ভারতবাসীরা দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।
ভারতবর্ষীয়েরা জুলিয়ানের অতুল প্রতাপের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

৩১। জোহানেস ম্যাললা

জোহানেস ম্যাললা নামক আর্গিটিক নগরবাসী একখানি ইতিহাস রচনা
করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ইতিহাসখানি অদ্ভুত গল্প পরিপূর্ণ।

৫৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয়দের একজন দূত কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরিত
হইয়াছিলেন।

৩২। আপিয়ান

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আপিয়ান নামক একজন ঐতিহাসিক তাঁহার পুস্তকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুই ছত্র লিখিয়া গিয়াছেন।

বণিক্‌গণ পারস্য হইতে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিয়া আরব দেশীয় বণিক্‌দিগকে বিক্রয় করে। তথা হইতে উহা রোমে আনীত হয় (১)।

৩৩। ইউসিবিয়স প্যামফিলি

সিসেরিয়া নগরের বিশপ ইউসিবিয়স (Ecclesiastical History) “যাজকের ইতিহাস” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইউসিবিয়স ২৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

কনষ্টান্টাইন দি গ্রেটের নিকট ভারতবর্ষ হইতে মূল্যবান উপহারসহ দূতগণ প্রেরিত হন। দূত কনষ্টান্টাইনের প্রাধাত্য স্বীকার করেন এবং ভারতবর্ষে যে কনষ্টান্টাইনের প্রতিমূর্তি গঠন করিয়া তাঁহাকে সম্মান করা হয়, ইহাও উল্লেখ করেন (২)।

(১) পালমীরা ধ্বংস হইলে, বাটনী-মধ্যদিয়াই ভারতীয় পণ্য রোমে প্রেরিত হইত।

(২) এই দৌত্যবাহিনী কনষ্টান্টাইনের রাজত্বকালে (সম্ভবতঃ ৩৩৬ খৃষ্টাব্দে) রোমে পৌঁছিয়াছিল।

পানটেনস (১) নামক এক খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারক ভারতবর্ষে গমন করেন । পানটেনস দেখিতে পান যে, তাঁহার পৌঁছবার বহুপূর্বে ভারতবর্ষে ম্যাথু কর্তৃক লিখিত খ্রিস্টমাচার প্রচারিত হইয়াছে এবং কতিপয় অধিবাসী খৃষ্ট ভজনা করে । হিব্রু ভাষায় লিখিত খ্রিস্টমাচার এখনও ঐ দেশে পাওয়া যায় (২) ।

৩৪। প্রপারটিয়াস

ভারতবাসীদের শরীর তাম্বুলবর্ণ এবং তাহারা অস্বারোহণে সূদক্ষ ।

৩৫। হোরেস

সুপ্রসিদ্ধ রোমককবি হোরেস আপুলিয়ার অন্তর্গত ভেহুসিয়ার নিকটে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি রোম ও আথেন্স উভয় স্থানেই শিক্ষালাভ করেন । তিনি যুদ্ধবিজ্ঞানও পারদর্শী ছিলেন । তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । তিনি গীতিকাব্যেই অধিক প্রশংসা-লাভ করেন ।

(১) পানটেনস আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষালাভ করেন । (২) সেন্ট জেরোমি লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রত্যাগমনকালে পানটেনস হিব্রু ভাষায় লিখিত খ্রিস্টমাচার আনয়ন করিয়াছিলেন ।

হোরেস তাঁহার গীতিকাব্যের কয়েকস্থানে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীদিগের ঐশ্বর্য্যের কথা এবং তাহারা যে অগষ্টসকে ভক্তি করে ও ভারতবাসীরা যে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ (১) করে, এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৬। ভার্জিল

সুবিখ্যাত রোমক কবি ভার্জিল ৭০ পূর্ব খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবরে মিলিও নদীতীরস্থ একটি উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯ পূর্ব খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভার্জিলের “ইকলোগস” (Eclogues) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ও ইনিয়দ (Aeneid) প্রভৃতি ব্যতীত আরও গ্রন্থ আছে। ইনিয়দই তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

ভার্জিল বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে হস্তিদন্ত পাওয়া যায় এবং আবলুশ কাষ্ঠ কেবল ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। তিনি ভারতবাসীরা যে উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ, গঙ্গা দেখিতে সুন্দর এবং গঙ্গার সাতটা শাখা আছে এই সকল কথা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) ভারতবর্ষ হইতে অগষ্টস সিজরের নিকট যে দৌত্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই নিদর্শন অস্ত্রাদি গ্রহণও পাওয়া যায়।

৩৭। বিরোসাস

বিরোসাস নামক বাবিলন দেশীয় এক জ্যোতির্বিৎ এসিয়া দেশের এক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। বিরোসাস খৃষ্টের জন্মের ৩৩০ বৎসর পূর্ব খৃষ্টাব্দে বাবিলনে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকেরই মতে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তাঁহার আসন অতি উচ্চে। বিরোসাস ২৮০ খৃষ্টাব্দে ৩ খণ্ডে এই ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাসের খণ্ডাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, ঐতিহাসিক হিসাবে এই ইতিহাসের মূল্য কত তাহা অনুমান করা যায় না। বিরোসাসের ইতিহাসের যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে যে খণ্ডে ভারতবর্ষের কথা আছে, আমরা তাহাই এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

অতি পুরাকালে, আসিরিয়া দেশে নিনাস নামক এক রাজা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পত্নী সেমিরামিসকে রাজ্যের সর্বস্বময়ী কত্রী ও তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্র নিনিয়াসের ভারার্পণ করিয়া যান। তৎকালে রাজ্ঞী সেমিরামিসের জ্ঞান সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং বীর রমণী কেহই ছিলেন না। রাজ্ঞী সেমিরামিস প্রথমতঃ তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত শেষ করিয়া, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। তিনি শুনিতে পান যে, ভারতবাসীরাই পৃথিবীমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের জ্ঞান উর্ধ্বরাজ্য আর কুত্রাপি নাই। ভারতবর্ষে এত নদ ও নদী যে এপ্রকার সুজলা, সুফলা, শস্ত-শ্রামলা দেশ আর নাই। ষ্ট্রাবোবেটাস তখন ভারতের রাজা ছিলেন; যুদ্ধের জন্ত সদাসর্বদাই তাঁহার অনেকগুলি হস্তী প্রস্তুত থাকিত। অধিবাসীরা সকলেই ধনাঢ্য ছিল এবং সেদেশে এত প্রচুর পরিমাণে খাদ্যাদি জন্মিত, যে সে দেশে কোন দিনই হুর্ভিক্ষ

হইত না। ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লোহ এবং অনেক মূল্যবান প্রস্তরাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

এই সকল বিষয় অবগত হইয়া রাজ্ঞী সেমিরামিস ভারত-অধিকারের জন্ত বিশেষ উৎসাহান্বিতা হইলেন। যদিও ভারতবাসীরা কোনরূপেই তাঁহার ক্রোধোদ্দীপন করে নাই, তথাপি লোভ সকলের উপরেই আধিপত্য করে। যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহের জন্ত রাজ্ঞী তাঁহার অধীনস্থ সকল প্রদেশের শাসনকর্তার নিকট পত্র দিলেন এবং যাহাতে সকলেই নির্দিষ্ট সময়ে রীতিমত সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হয়, তাহার আদেশ প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী যুদ্ধধরদিগকে আদেশ দিলেন যেন তাহারা একরূপ প্রণালীতে জাহাজ প্রস্তুত করে, যাহা আবশ্যকমত খণ্ড খণ্ড করিয়া এক স্থান হইতে অত্র স্থানে লওয়া যাইতে পারে। সিদ্ধনদী পার হইবার জন্ত অনেক জাহাজের দরকার; কিন্তু, ঐ নদী-তীরবর্তী প্রদেশে জাহাজ-নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ না থাকায়, তাঁহাকে এই প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

ভারতবাসীরা হস্তীর উপরে থাকিয়া যুদ্ধ করে। রাজ্ঞী সেমিরামিসের হস্তী না থাকায় এবং সেই অভাব দূরীকরণ-মানসে তিনি অনেকগুলি কৃত্রিম হস্তী প্রস্তুত করেন। কৃষ্ণবর্ণের তিন লক্ষ বৃষ হত্যা করিয়া তিনি তাহাদের চৰ্ম্ম দ্বারা হস্তী-সদৃশ অনেকগুলি জন্তু প্রস্তুত করিয়া খড় দিয়া উহাদের উদর পূর্ণ করিলেন। এই সমস্ত কৃত্রিম হস্তী বহন করিবার জন্ত অনেকগুলি উষ্ট্রও ক্রয় করিলেন। যাহাতে শত্রুগণ এই ছল চাতুরী না জানিতে পারে, সেই জন্ত নিভৃতস্থানে উপযুক্ত কর্মচারী ও বিশ্বস্ত প্রহরীর তত্ত্বাবধানে এই নূতন জন্তুগুলি প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই সমস্ত আয়োজন শেষ হইতে পূর্ণ দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপরে, ত্রিশ লক্ষ পদাতিক, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ উষ্ট্রারোহী

দীর্ঘ তরবারীধারী সৈন্ত এবং এক সহস্র রণপোত লইয়া তিনি বাকট্রা হইতে যুদ্ধযাত্রা করেন। যাহাতে বোটকেরা হস্তি দেখিয়া ভয় না পায়, তজ্জন্ত কৃত্রিম হস্তীগুলির নিকট অশ্বগণকে আনয়ন করা হইত। এই প্রকারেই তাহাদের হস্তী-ভীতি দূরীভূত হয়।

ভারতীয় রাজা ষ্ট্রাবোবেটাস যখন এই অভিযানের বৃত্তান্ত লোক পর-স্পরায় অবগত হইলেন, তখন তিনিও নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। সেমিরামিসকে যাহাতে পরাজয় করিতে পারেন, তজ্জন্ত তিনিও উদ্বোধে ব্রতী হইলেন। প্রথমেই তিনি চারি সহস্র বেতের নৌকা প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে তিনি ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সৈন্ত সংগ্রহে তৎপর হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এক প্রচণ্ড বাহিনী প্রস্তুত হইল। রাজার যে সকল যুদ্ধহস্তী ছিল, তদ্ব্যতীত আরও অনেক হস্তী যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া তিনি সেমিরামিসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কোনরূপ উদ্বেজন্যের কারণ না থাকাতেও কেন রাজ্ঞী সেমিরামিস যুদ্ধার্থ উপস্থিত তাহার কারণ জানিবার জন্ত পত্র প্রেরণ করিলেন। দূত তাহার বার্তা জ্ঞাপন করিয়া পরে নিবেদন করিল যে, সেমিরামিস যদি প্রত্যাগমন না করেন তবে ষ্ট্রাবোবেটাস সেমিরামিসকে যুদ্ধে পরাজিত ও ক্রসবিদ্ধ করিয়া প্রদর্শনীতে রাখিয়া দিবেন। সেমিরামিস দূতকে সসম্মানে বিদায় দিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া সিন্ধুনদী তীরে দেখিলেন যে, বেতসের নৌকাসহ ভারতীয় রাজা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত রহিয়াছেন। রাজ্ঞী নৌ-সেনা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং অস্ত্রাস্ত্র সৈন্তদেরও প্রস্তুত হইবার আদেশ দিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল ; উভয় পক্ষই যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইলেন কিন্তু, বিজয়লক্ষী তাঁহার একপ্রকার চিরন্তন প্রধাহুসারে বিদেশিনীর অঙ্কেই নিজ আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা পলায়ন করিলেন।

সেমিরামিস একটা নৌ-সেতু প্রস্তুত করিয়া রাজার পশ্চাদ্ধাবন

করিলেন। মাত্র বষ্টি সহস্র সৈন্ত এই নৌ-সেতু রক্ষণে নিযুক্ত থাকিল। কৃত্রিম হস্তীগুলির কথা শুনিয়া রাজা ষ্ট্রাবোবেটাস অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, কেন না, আসিরিয়ার রাজ্যের হস্তী পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বাহাইউক, শুণ্ডচরে রাজাকে সঠিক সংবাদ দিলে রাজা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তাঁহার অস্বারোহী এবং রথীগণকে সম্মুখীন হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু, ভারতীয় অশ্বগণ এই নূতন রকমের হস্তী দেখিয়া এবং ঘ্রাণেও নূতনত্বের আশ্বাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়নপর হইল। এই বুঝিয়া, সেমিরামিস একদল সুশিক্ষিত সৈন্তসহ ভীমবেগে ভারতীয় সৈন্তগণকে আক্রমণ করিলেন। রাজা ষ্ট্রাবোবেটাসও ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং স্বয়ং নিজ পার্শ্বচর পরিবেষ্টিত হইয়া রাণীকে আক্রমণ করিলেন। ভারতীয় হস্তীগণও এই সময়ে মদমত্ত হইয়া আসিরিয়ানদিগকে আক্রমণ করিল। ষ্ট্রাবোবেটাস সেমিরামিসকে আহত করিলেন কিন্তু দ্বিতীয় বার তীর নিক্ষেপের পূর্বেই সেমিরামিস পলায়ন করিলেন। উভয় সৈন্ত ভীষণ যুদ্ধ করিতে করিতে নৌসেতুর উপর উপস্থিত হইলে সেমিরামিস সুকৌশলে নিজ সৈন্তের অনেকাংশ সেতুর অপর পারে পৌঁছাইয়া, সেতুর বন্ধনাদি কাটিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে অনেক ভারতীয় সৈন্ত বিনষ্ট হইল; কিন্তু যুদ্ধে, পথশ্রমে এবং অগ্ন্যস্ত্র কারণে সেমিরামিস যে সৈন্ত লইয়া যুদ্ধার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহার এক তৃতীয়াংশ লইয়াও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হইলেন না (১)।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

(১) সেমিরামিসের অভিযানের কথায় কেহই এক্ষণে আস্থা স্থাপন করেন না। বিরোসাসের বর্ণনা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বলিয়াই এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

নির্ঘণ্ট

অর্থশাস্ত্র ৭৩ (পাদটীকা)	১৩০, ১৩৭, ১৭০, ১৮৩, ১৯৬, ১৯৭,
অনিসিক্রিটস ৫৪, ৬৭, ৮৭, ৮৮, ১০৫	১৯৮, ১৯৯
১১৩	আলেকজান্দ্রিয়া ১০২
—তাপ্রোবেণ সঙ্ঘক্ষে অভিযত ৩৯, ৪৪,	ইউক্রেটাইডিস ১৪৩
৪৫, ৬০	ইউডোস্কাস ১০০
অর্হোথা ১৫৫	ইউমিনিস ১৯৩
অভিসারের রাজ্য ৫৪	ইউসিবিয়স পাম্ফিলি ২০৭
আকিসাইন ১২৬	ইলিয়ান ১২৭, ১৪৮
আর্কিলেয়স ১৭৫	ইয়াটস্‌থিনিস্ ৩৪
আন্টিপেটর ১৯৩	ঈশপ ১৪০
আপলোডরস ১০২	উত্তরকুরু ১১৬ (পাদটীকা)
আপলোনিয়স ১৮১, ১৮৫, ১৮৬	ওরিজেন ১৭৪
আপিয়ান ২০৭	কসমস ১৪৯-১৫৫
আফিটাকোরি ১২৫	কালানস ৮৮, ৯২, ৯৩ ৯৭,
আমিয়ানাস মাসেলিনাস ২০৫	কালিয়ানা ১০১
আমোনিটাস ১১৬	কালিসথিনিস ১৭০-১৭২
আরিষ্টাকিনিস ১৩৯	কেড্রনস ১৭৬
আরিষ্টটল ১৭০	ক্লদিয়াস ১০৭
আরিয়ানাই ১৪৪	ক্লিওপেট্রা ১০০
আলেকজান্দার ৩, ২৮, ৩৩, ৫০, ৯৮,	ক্লিমেন্স ১৭৩
১০১, ১০২, ১০৫, ১১২, ১২১, ১২৩,	গ্রিফিন ১২৯

গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারগণ—

আপিয়ান ২০৭
 আরিয়ান ২,৩
 আমিয়ানাস মার্সেলিনাস ২০৫
 আর্কিলেয়স ১৭৫
 আরিস্টাবোলস ৪১,৪৫,৪৬,৪৮,৮৫,৮৬
 ইউসিবিয়াস প্যামফিলি ২০৭
 ইলিয়ান ৫, ১২৭-১৪৮
 ওরিজেন ১৭৪
 কসমস ৫, ১৪২-১৫৫
 কালিসথিনিস ৩, ১৭০, ১৭২
 ক্লিমেন্স ১৭৩
 জোহনেস ১৬৪-১৬৬
 জোহনেস ম্যাললা ২০৬
 টিসিয়স ৩
 ডাইওনিসিয়স ১৭৮-১৮০
 ডায়ন ১৬৭, ১৬৯
 ডায়ন কাসিয়স ২০৪, ২০৫
 ডায়ন থ্রিসসটম্
 দায়দরস সিকুলাস ১২২, ১২৫
 নোনস ৫, ১৮৭
 নিয়ার্কাস ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৯, ৯৯
 পরফাইরিয়স ১০৬, ১৬৩
 পলিবিয়স ২০০, ২০১
 পসেনিয়াস ২০১, ২০২

প্লিনি ৪, ১০৫-১২৬
 প্লুটার্ক ১২৬-১২৮
 প্রপারটিয়াস ২০৮
 প্রিশিয়ান ১৮০
 ফিলোস্ট্রটস ৫, ১৮১-১৮৬
 ফুনটিয়াস ১২৮, ১২৯
 বার্দেসানেস ৫, ১৫৬-১৫৯
 বিরোসাস ২০৯
 মেগস্থেনিস ২, ৬৪, ৮১
 বাষ্টিনাস ৩
 ক্রফিনাস ১৭৭
 লেমনস ৫
 হিরোক্লিস ১৭৭
 হেরোডটস ৪, ১৭-২১
 হোবেস ২০৮
 ষ্ট্রাবো ৪, ২৪-১০৩
 সেন্টজিরোমি ১৭৪
 সেক্সটাস ওরিলিয়াস ভিক্টর ২০৬
 চন্দ্রগুপ্ত ২
 জার্মানোফাস ১১৮
 জিমনোসোফিষ্টস্ ১১৮
 জোহনেস ম্যাললা ২০৬
 জোহনেস ষ্টোবেয়স ১৬৪-১৬৬
 টলেমি ১২৭

টিসিয়াস ১৮৫	পিপীলিকা ১২,২০,৬২,৬২,২৪,১১৭
টোজান ২০৫	প্লিনি-জীবনী ১০৪,১০৫
ভাইওনিসিয়স ২২,৩০-৩৩,৮১,১৬৭- ১৬৯,১৭৮-১৮০	বর্ণনা ১০৬-১২৬
ডায়ন থ্রিসসটম্ ১৬৭-১৬৯	প্লুটার্ক ১২৬
তক্ষীলা ৫৩	প্রপারটিয়াস ২০৮
তাপ্রোবেণ ৩৯,৪০,৯২,১০৫-১১১, ১৪৫,১৪৯-১৫৫	প্রিশিয়ান ১৮০
তালবন ১৪৬	পোরস ২৭,৪১,৫৬,১৩০, ১৮৩, ১৮৪
তাক্সিলীশ রাজা ৫৩	ফাইসন নদী ১৫৪
দামিস ১৮৬	ফিলস্ট্রেটস ১৮১-১৮৬
দারিয়াস ১৭	ফ্রনটিয়াস ১৯৮-১৯৯
দায়দরসসিকুলাস ১৯২-১৯৫	বার্গোসা ৯৭
দিরিয়াদিস ১৮৮, ১৮৯	বার্দেরসানেস ৫, ১৫৬-১৫৯
নালোপাটান ১০১	বাষ্টার্ড ১৩৮
নিমাস ২১০	বিরোসাস ২১০-২১২
নিয়ার্কাস ১১৪	বেভারিজ ৩,৯ (পাদটীকা)
নোনস ৫, ১৮৭-১৯১	বোকেফালিয়া ৫৫
পরফাইরিয়স ১৬০-১৬৩	ব্রাক্ষগণ ১৫৬, ১৬১, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৭
পলিবিয়স ২০০, ২০১	
পসিডোনিয়স ৯৯, ১০১	ভারতবর্ষ
পসেনিয়স ২০১, ২০২	অধিবাসীর সংখ্যা ১৮
পাইথাগোরস ১৮১	অশ্ব ৪০
পার্টোল্লিস ৯৮, ১০১	আকৃতি ১১
পালিবোথ্রা ৬২	সম্বন্ধে মতামত
	ইরার্টসথিনিস ৩৪
	ডিমাকস ৩৮

টিসিয়াস ৩৭	পরমায় ১১৯
নিয়াকাস ৩৮, ৯১	পরিধেয় বস্ত্র ১৮
মেগস্থেনিস ৩৮	পরীক্ষা-হ্রদ ১৬৪, ১৬৫, ১৭৮
ষ্ট্রাবো ৩৮	পিপীলিকা ১৪৩
আখ্যান ১৩৯	বনমাহুয ৭৯
আচার-ব্যবহার ৫৬, ৫৭, ৭৪, ৭৫, ৭৬	বহুজন্তু ১১৮, ১২০, ১২৮
আহার ১৮ ১৯	বাণিজ্যপ্রধানস্থান ১০১
ভারত ও ইথিওপিয়া ৪৩, ৪৯	বামন ১৪১
ঋতু ১১২	বানর ৫৫, ১৩৭
কর ১৮	বিভিন্ন প্রদেশীয় রাজা ১৫৪
কচ্ছপ ১৪২	ব্যাঘ্র ১৩৫
কাল্পনিক মনুষ্য ৭৯	বৃক্ষ ৪৫, ১১২
কুকুর ৫৭, ৫৮	ভ্রাক্ষণ ৫, ১৭৭
খনিজ-পদার্থ ১২৪	মনুষ্যভোজী জন্তু ২০২
খৃষ্টধর্মাবলম্বী ১০৫	মিসর ৪৩, ৪৯
জাতি ১৮, ৬৪, ১০৫, ১১৬, ১৬০, ১৬১, ১৬২	যুদ্ধ-প্রণালী ৭৪
তিমিমৎস্র ১৪১	যোগী ১৫৬, ১৫৭
তোতাপাখী ১৩৬	রাজত্ব ১৮৮
দার্শনিক ৫, ৮১, ৮২, ৯৩, ৯৫	রাকস ৭৯
নদী ২০১	রীতি ১২২, ১২৪
নাবিকদিগের দিক নিরূপণের উপায় ১০৬	হস্তী ৬৫, ১০২, ১২৮, ১২৯
পণ্য ১৩১	শরীর রক্ষা ৭৭
পণ্ডিত ৮৫, ৮৭	শিল্পকার্যে পারদর্শিতা ৯২
	স্রমণ ৫, ৮৪, ৯৫
	সর্প ৬৯, ৭০

সাধুতা ৭৫	বিবরণ ২৪-১০৩
সিংহ ১৩৭	ষ্ট্রাবোবেটাস ২১০, ২১২, ২১৩
সৈন্ত ৭৪	সাইলাস নদী ৬৩
ভাঙ্কিল ২০৯	সান্দেনাস ১৬৬
ভূগোল ২০৩	সালোপাটানা ১০১
ভূ-প্রদক্ষিণ ২০২, ২০৩	সেমিরামিস ২১৩
ভেসপেসিয়ান ১০৫	সেন্টজিরোমি ১৭৪, ১৭৫
মান্দানিস ৯৬	সেক্সটাস ওরিলিয়াস ভিক্টর ২০৭
ম্যাক্রিগল ১, ৬	সোপাটর ১০২, ১০৩
মায়স হার্মিস ১০১	সোফাগাসিনাস ১৭০
ম্যাক্সারোথ ১০১	হার্মিস ৯৭
মেগস্থেনিস ২, ৩০, ১০৫, ১১২, ১১৬, ১৮৫	হার্কিউলিস ১১০, ১৮২
মিট্রিডরাস ১৭১, ১৭৬	হিপার্কাস ৯৮
মিনান্দার ১০২	হিরাক্লিস ১৭৭
কফিনাস ১৭৭	হিরাসিস্ট্র ৫১০
রোমীয় দূতের মতামত ১০৮, ১০৯	জপো ১৩৮
লঙ্কাদীপ ১৪৯	হেকটম্পাইলস ১০১
লিসিয়ান ১২৪	হেরোডটস ১৭-১২
ষ্ট্রাবো-জীবনী ২২	হোমর ৩১, ৯৮, ১৩৮
	হোয়েস ২০৮

SOME PRESS OPINIONS

ON PROF. SAMADDAR'S

ARTHA-NITI.

Bengalee 5th June 1912.

[Artha-niti or Elements of Political Economy by Prof. Jogindranath Samaddar, Prof. of History and Political Economy at the Hazaribagh, St. Columba's College. Published by Babu Dhirendranath Lahiri at Howrah, Price Re. 1.]

It is an encouraging sign of the times that our countrymen are more and more turning their attention to the production of useful literature. There was a time—and that not very long ago—when the vast majority of our writers would think of nothing but poetry, works of fiction or short stories. These were good things in their way, but the intellect of a nation cannot be permanently fed upon works of this kind. Literature of the useful order—literature that conveys information materially helpful to the individual, the family and the nation—is as much needed for the satisfaction of man's hankering for knowledge and for his general well-being as literature that pleases or even instructs. From this point of view something like a revolution has been effected in the field of Bengali literature during the last decade or so. Educated and accomplished youngmen have abandoned what might be called the traditional path and devoted themselves with earnestness and assiduity to the production of books on diverse subjects having a distinct bearing on the material welfare of our people. Politics and Sociology, History and Political Economy, Agriculture and Manufactures, Trade and Commerce—these and other subjects are beginning to receive an increasing measure of attention

at the hands of our writers, especially in this Province, the most self-conscious of Indian Provinces. Some of the productions are in English, presumably because their authors wish their books to be read in Provinces other than Bengal. But there are others, like the volume before us, which are in Bengali.

We accord a cordial welcome to this publication. In it the author endeavours within the limits permitted by the scope and size of the book, to present truths of political economy to those of our countrymen who have no opportunity of reading the master-pieces on the subject in English or any other European language. Undoubtedly the production of books of this kind in Bengali is of the highest value and of the greatest importance from the point of view alike of enriching the Bengali language and literature and making it self-sufficient and thus placing useful knowledge within the reach of the common people who know no other language except their own. But another purpose which the book tries to serve, also within obvious limits, is to present economic truths with special reference to Indian conditions. As Prof. Benoyendranath Sen says in the admirable "Foreword" with which he introduces the volume to the public, Political economy is now studied not as an abstract science, the principles of which are "universal and invariable"—in the sense in which those of mathematics, for example, are—and are entirely independent of national and social conditions, but in relation to other cognate sciences, and with special political, physical, even religious conditions of particular peoples. Surely, therefore, if the subject of Political Economy is to be properly studied in India, it must first of all be treated from the Indian stand-point and preferably by Indian writers. In other words what is necessary is that there should be a distinctively Indian school of political economy just as there are German and American schools. So far as we know only two books, both of them in English, in which a systematic attempt has been made to traverse the whole range of Indian economic conditions: we mean Prof. Jadunath Sarkar's wellknown hand-book of Indian Economics and Babu Pramathanath Banerjea's

highly interesting book on the same subject (leaving aside the great works of Messrs. Ranade, Dutt, Digby and Naoroji and the speeches of Mr. Gokhale, which, regarded as treatises on political economy, which they were never meant to be, are naturally unsystematic). The special feature of Prof. Samaddar's book, which is an attempt in the same direction and on the whole a successful attempt, is that it is in Bengali and, therefore, may be expected to reach a larger circle in this Presidency than the other books. We have no hesitation in commending the books to our readers.

Patrika 20-5-12.

"Arthanithi" (Elements of Political Economy in Bengali by Professor Jogindra Nath Samaddar B.A. F.R.E.S., F.R. Hist. S., M.R.S.A. Published from the Prithibir Itihas office, Howrah 151 and 17 pp Price one rupee only).

Prof. Samaddar needs no introduction at our hands. By his prolific writings, in English as well as in Bengali, **he holds an almost unique position among the writers of the day.** It was announced some time ago, in the 'Patrika' that the Hon'ble Maharajah of Cossimbazar has promised to bear the cost of publishing Prof Samaddar's 'Arthanithi' and the combination of these two names naturally aroused the greatest interest. The book has been very well got up, the printing and the binding leave nothing to be desired, while the price enables every one to purchase a copy. It is principally divided into 3 parts, Production Distribution and Exchange, besides 4 appendices and an index, the last one being a novel departure in Bengali books. The author has all along taken a moderate view of the questions, while in controversial topics he has given the pros and cons of the subjects. With the exception of the chapter relating to taxation, **he has all along compared Indian Economics, with the Economics of other countries and this has considerably enhanced the value of the book.** His treatment of the questions of

labour and capital, education and co-operative Credit, Grain Banks and Protection are full and learned and these deserve to be read by one and all. The book, we are also sure, will be of great use to the B. A. candidates who have taken up Economics as one of their subjects as it may very well occupy the place of the so-called Notes, while it has the additional advantage of combining in one book English and Indian Economics.

The introduction of the book written by an erudite scholar like Prof Benoyendra Nath Sen M.A. of the Presidency College very aptly calls on our countrymen to devote greater attention to the study of Economics and to encourage those, like the author, who inspite of the greatest difficulties have devoted themselves, to the study of History and Economics and have taken up these subjects as their lifework.. Indeed, it is the crying need of India that greater attention is not being paid to the study of Economics. In Bengal specially, while novels and books of stories are coming up every minute like so many mushrooms, it is a pity that we are not having more and more books on Economics, like the one under review and we therefore welcome it all the more. We recommend this book to one and all and we confidently assure the author that ere long he will be called upon to bring out a second Edition. We desire also to thank the Hon'ble Maharajah Bahadur of Cossimbazar for having borne the expenses of the publication of this important work which will undoubtedly enrich the Bengali literature.

To be had of Messrs Samaddar Bros.

Moradpur (Patna.)

and of all respectable book-sellers.

